২৭শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ২২:১-১৪

ঈশ্বরের জনগণের মিথ্যা নিরাপত্তার বিরুদ্ধে বাণী

দর্শন-উপত্যকা সংক্রান্ত দৈববাণী।
এখন তোমার কি হয়েছে যে,
তোমার লোক সকলে ঘরের ছাদে উঠেছে,
হে কোলাহলপূর্ণ, হইচইপূর্ণ নগর,
উল্লাসিনী নগর?
তোমার নিহত লোক, তারা তো খড়্গের আঘাতে পতিত হয়নি,
যুদ্ধেও তারা মারা পড়েনি;
তোমার নেতারা সকলে মিলেই পালিয়ে গেছে;
ধনুকের একটা আঘাত না পড়লেও তারা বন্দি হয়েছে;
তোমার বীরযোদ্ধারা সকলে মিলে শত্রুহস্তে পড়েছে,
কিংবা দূরে পালিয়ে গেছে!
এজন্য আমি বলছি: 'আমার দিকে আর নয়, অন্য দিকে চোখ ফেরাও,
আমাকে তিক্ত চোখের জল ফেলতে দাও;
আমার আপন জাতি-কন্যার সর্বনাশের জন্য
আমাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করো না।'
কারণ এদিন আশঙ্কা, বিনাশ ও ব্যাকুলতার দিন,
এমন দিন, যা সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভুর রচিত দিন!
দর্শন-উপত্যকায় নগরপ্রাচীর সবই ভগ্ন,
পর্বতমালার দিকে উচ্চারিত শুধু আর্তনাদ!
এলামীয়েরা তূণ ধরে নিল,
আরামীয়েরা ঘোড়ার পিঠে উঠছে,
কিরের যোদ্ধারা ঢাল অনাবৃত করল।
তোমার উত্তম উত্তম উপত্যকা রথে পরিপূর্ণ হল;
অশ্বারোহীরা নগরদ্বারের কাছে স্থান নিল।
এভাবেই যুদার রক্ষা খসে পড়ল।
সেদিন তোমরা অরণ্য-গৃহে সেই অস্ত্র-সরঞ্জামের দিকে চোখ ফেরালে;
তোমরা তো দেখলে দাউদ-নগরীতে কতগুলো ভগ্নস্থান;
নিচের দিঘির জল একস্থানে একত্র করলে;
যেরুসালেমের বাড়ি-ঘর পরিদর্শন ক'রে
তোমরা প্রাচীর দৃঢ় করার জন্য কতগুলো বাড়ি-ঘর ভেঙে ফেললে;
পুরাতন দিঘির জলের জন্য
তোমরা দুই প্রাচীরের মাঝখানে একটা জলাধার তৈরি করলে;
কিন্তু এসব কিছুর নির্মাতা যিনি, তাঁর দিকে তোমরা তাকাওনি,
দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু গড়লেন যিনি, তাঁকে দেখওনি।

সেদিন সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর প্রভু কান্না-বিলাপ করতে,
মাথার চুল খেউরি করতে ও চটের কাপড় পরতে তোমাদের আহ্বান জানিয়েছিলেন ;
কিন্তু তার বদলে রয়েছে আমোদপ্রমোদ, বলদ-জবাই, মেষ-কাটা,
মাংসাহার ও আঙুররস-পান ;
'এসো, খাওয়া-দাওয়া করি, কারণ কাল মারা পড়ব !'
তখন সেনাবাহিনীর প্রভু আমার কানে একথা প্রকাশ করলেন :
'তোমাদের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত
নিশ্চয় তোমাদের এই অপরাধের মার্জনা হবে না ;'
—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু, সেনাবাহিনীর পরমেশ্বর।

শ্লোক যোয়েল ২:১২-১৩

প্র তোমরা সমস্ত হৃদয় দিয়ে, এবং উপবাস, কান্না ও বিলাপ—তেমন সাধনা করেই আমার কাছে ফিরে এসো।
উ তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল।
প্র তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল।
উ তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল।

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশপ সাধু সিরিলের 'পাস্কা-উপদেশাবলি' **উপদেশ ৯:৬**

পিতা সমস্ত কিছুর উপর প্রভুত্ব করেন

প্রভু এক, বিশ্বাস এক, দীক্ষাস্নান এক ; সকলের পিতা সেই ঈশ্বর এক, যিনি সকলের ঊর্ধ্বে, সকলের দ্বারা [সক্রিয়], ও সকলের অন্তরে [বিদ্যমান]। বস্তুত পবিত্র আত্মায় পুত্রের দ্বারা সমস্ত কিছুকে সূক্ষ্মরূপে জীবন দান ক'রে ও সুস্থির ক'রে পিতা সমস্ত কিছুর উপরে রাজত্ব ও প্রভুত্ব করেন ও সমস্ত কিছু শাসন করেন ; পিতা কিন্তু পুত্রকে এমন এক যন্ত্রের মত ব্যবহার করেন না যেভাবে একটা কাজের জন্য যন্ত্র ব্যবহার করা হয় ; কেননা যিনি তাঁর আপন সঙ্গাত ঈশ্বর, সেই বাণী তাঁর ডান পাশে আসীন ও একই সিংহাসনের অংশীদার, ও তাঁর সঙ্গে তাঁর আত্মাও রাজত্ব করেন ; কেননা যিনি পিতার পরাক্রম ও প্রজ্ঞা, সেই পুত্র তাঁর নিজের পরাক্রম ও প্রজ্ঞা রূপে সেই আত্মাতেই সমস্ত কিছু সম্পন্ন করে সমস্ত কিছু নিজের মধ্যে সুস্থির করে রাখেন, ও পিতা ঈশ্বর সমস্ত কিছুর উপরে প্রভুত্ব করেন।

সুতরাং, সবকিছুর আগে অক্ষুণ্ন ও অবিকৃত বিশ্বাস ভিত্তিরূপে আমাদের হৃদয়ে স্থাপন ক'রে, ও তারপরে সেই অন্য বিষয়ও তথা সমস্ত প্রকার সদ্‌গুণও উপযুক্ত ভাবে স্থাপন ক'রে যা দ্বারা উজ্জ্বল হয়ে উঠব, আমরা দিব্য প্রেমে জ্বলন্ত অন্তরের উপযোগী কর্ম সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়ে উঠব। কেননা যেমন *বিশ্বাসের যদি কর্ম না থাকে, তা একেবারে মৃত,* তেমনি আমাদের অন্তরে আগে বিশ্বাস না থাকলে কর্মও আমাদের আত্মার কোন উপকারে আসে না, যেমনটি লেখা আছে, *সে-ই মাত্র জয়মুকুট পায়, সমস্ত নিয়ম-কানুন মেনে নিয়েই যে প্রতিযোগিতা করেছে।*

বস্তুত এক ব্যক্তি কুশতিগিরিতে যতই দক্ষ হোক না কেন, ও বলের দিক থেকে অন্যদের চেয়ে যতই শ্রেষ্ঠ বলে পরিগণিত হোক না কেন, তথাপি কখনও এমনটি হয় না যে, তাকে জয়মালায় ভূষিত করা হয়, যদি না আগে গৌরবের কারণস্বরূপ সেই লড়াই বহন করে ও ক্রীড়াঙ্গনের পরিদর্শককে তার সাধিত কর্মকীর্তির দর্শক বলে না পায়।

সুতরাং এসো, তাঁর দিব্য বিধানের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করায় ঈশ্বরের সম্মুখে লড়াই করে চলি, ও তিনি যেদিকে ইচ্ছা করবেন, সর্বত্রই তাঁর সেবায় নিয়োজিত থেকে সেদিকে আমাদের জীবনের গতি চালিত করি, তবেই পুণ্যজনদের লড়াইয়ের পরিদর্শক সেই ঈশ্বরের সম্মুখে সুরভিত ধূপের মত নিজেদের উপস্থিত করে আমরা উত্তম যত বিষয়ের আগুনে জ্বলন্ত ও অনতিক্রমণীয় আকাঙ্ক্ষায় উদ্দীপিত বলে নিজেদের দেখাতে পারব।

এসো, সেই বাণীও ভাবি, যা ঈশ্বর নিজে উচ্চারণ করলেন : *তোমরা পবিত্র হও, কারণ আমি নিজে পবিত্র ;* তাই এসো, আমরা মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত বলে ঈশ্বরের সামনে এসে দাঁড়াই, যাতে যিনি শুচিশুদ্ধ, তিনি

আমাদের শুচিশুদ্ধ বলে গ্রহণ করেন; তবেই আমরা আত্মিক আশীর্বাদের সহভাগিতা লাভ করার ফলে আমাদের হৃদয় সমস্ত মঙ্গলদানে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে।

শ্লোক ১ যোহন ৩:১; ২ পি ১:৪ দ্রঃ

℣ পিতা কি অগাধ ভালবাসা আমাদের দান করেছেন:
℟ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!
℣ খ্রীষ্ট দ্বারা ঈশ্বর আমাদের ঐশস্বরূপের সহভাগী হবার অধিকার দান করলেন:
℟ এখন আমরা ঈশ্বরসন্তান বলে অভিহিত, আর আমরা তো তাই!

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১:১-২০

ঐশপ্রজ্ঞা সংক্রান্ত রহস্য

সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত,
সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান।
সমুদ্রের বালুকণা, বৃষ্টির জলবিন্দু,
সবযুগের দিনগুলি,—এইসব কেইবা গুনতে পারবে?
আকাশের উচ্চতা, পৃথিবীর বিস্তার,
গহ্বরের গভীরতা,—কেইবা সেখানে গিয়ে এইসব আবিষ্কার করতে পারবে?
প্রজ্ঞা নিখিলের আগেই সৃষ্ট হল,
উদ্বুদ্ধ সদ্বিবেচনা অনাদিকাল থেকেই বিরাজিত।
কার্ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল?
কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে?
প্রজ্ঞাবান, মহাভয়ঙ্কর, সিংহাসনে আসীন একজনমাত্র আছেন;
সেই প্রভু নিজেই প্রজ্ঞা সৃষ্টি করলেন,
তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন,
তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
আপন দানশীলতা অনুসারে তা বর্ষণ করলেন সমস্ত প্রাণীর উপর,
যারা তাঁকে ভালবাসে, তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।
প্রভুভয় গৌরব ও গর্বের বিষয়,
সুখ ও পুলকের মুকুট।
প্রভুভয় হৃদয়কে উৎফুল্ল করে তোলে,
দান করে সুখ, আনন্দ, দীর্ঘায়ু।
প্রভুভীরুদের পক্ষে সবকিছুর পরিণাম হবে মঙ্গলকর,
মৃত্যুর দিনে তারা আশিসধন্য হবে।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার সূত্রপাত;
ভক্তদের সঙ্গে মাতৃগর্ভেই তারও সৃষ্টি;
সে মানুষদের মাঝে চিরন্তন আবাসরূপে আপন নীড় বাঁধল,
বিশ্বস্তভাবে থাকবে তাদের বংশধরদের সঙ্গে।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার পূর্ণতা;
আপন ভক্তদের সে আপন ফলদানে মত্ত করে তোলে;
তাদের সমস্ত ঘর আকাঙ্ক্ষণীয় বিষয়ে ভরে তুলবে,
আপন ফলদানে পরিপূর্ণ করবে তাদের সমস্ত গোলাঘর।

প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মুকুট;
সে শান্তি ও সুস্থতা প্রস্ফুটিত করে।
ঈশ্বর প্রজ্ঞা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলেন, তা পরিমাপ করলেন;
তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি বর্ষণ করলেন;
প্রজ্ঞা যাদের অধিকার, তাদের গৌরব উন্নীত করলেন।
প্রভুকে ভয় করাই প্রজ্ঞার মূল;
তার শাখা পরমায়ু!

শ্লোক সিরা ১:৬,৯,১০,১

℣ কার্‌ কাছেই বা কখনও জ্ঞাত হয়েছে প্রজ্ঞার মূল? কেইবা তার সমস্ত সঙ্কল্প জানে? প্রভু তাঁর সমস্ত নির্মাণকাজের উপরে তা বর্ষণ করলেন,
℟ যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।
℣ সমস্ত প্রজ্ঞা প্রভু থেকে আগত, সে তাঁর সঙ্গে নিত্যই বিদ্যমান;
℟ যারা তাঁকে ভালবাসে, তিনি তাদের কাছেই তা মঞ্জুর করলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **১০-১১**

আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে এক দূত রয়েছেন
যিনি তার সঙ্গে প্রার্থনা করেন

উপরোক্ত শুচীকরণের মধ্য দিয়ে আমরা ঐশবাণীর প্রার্থনায় সহভাগিতা লাভ করি; তিনি তো তাদেরই মাঝে রয়েছেন যারা তাঁকে স্বীকার করে, ও কারও প্রার্থনায় তিনি কখনও অনুপস্থিত নন, কারণ তিনি যার মধ্যস্থ, সেই মানুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে পিতার কাছে প্রার্থনা করেন। কেননা ঈশ্বরের পুত্র হলেন আমাদের যজ্ঞ-বলিদানের মহাযাজক ও পিতার কাছে আমাদের সমর্থনকারী ব্যক্তি: যারা প্রার্থনা করে, তিনি তাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও তাদের পক্ষ সমর্থন করেন। কিন্তু যারা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রার্থনা করতে নিষ্ঠাবান নয়, তিনি তাঁর আপনজনদের হয়ে যেভাবে প্রার্থনা করেন, তাদের হয়ে সেভাবে প্রার্থনা করবেন না; ও *নিরাশ না হয়ে সর্বদাই প্রার্থনা করা উচিত* তাঁর এই আদেশ যারা পালন করে না, তিনি তাঁর আপনজনদের পক্ষ যেভাবে সমর্থন করেন, তাদের পক্ষ সেভাবে সমর্থন করবেন না।

যারা যথোচিত ভাবে প্রার্থনা করে, তাদের হয়ে কেবল মহাযাজকই প্রার্থনা করেন এমন নয়, সেই স্বর্গদূতেরাও প্রার্থনা করেন যাঁরা *মনপরিবর্তন করার যাদের প্রয়োজন নেই এমন নিরানব্বইজন ধার্মিককে নিয়ে স্বর্গে যত আনন্দ করেন, তার চেয়ে বেশি আনন্দ করেন যখন একজন পাপী মনপরিবর্তন করে।* উপরন্তু, যাঁরা ইতিমধ্যে প্রভুতে নিদ্রাগত হলেন, সেই পুণ্যজনদের আত্মাও তাদের হয়ে প্রার্থনা করেন। বাস্তবিকই রাফায়েল যে তোবিত ও সারার আত্মিক উপাসনা ঈশ্বরের কাছে নিবেদন করলেন, তাতে কথাটা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

এখন, ঐশবাণী অনুসারে উচ্চতম সদ্‌গুণাবলির মধ্যে অন্যতম সদ্‌গুণ হল প্রতিবেশীর প্রতি ভালবাসা; এজন্য আমাদের বিশ্বাস করতে হবে, নিদ্রাগত পুণ্যজনেরা তাদেরই পক্ষে সেটির অনুশীলন করেন যারা এখনও পৃথিবীতে সংগ্রাম করছে—যারা এখনও মানব অবস্থায় রয়েছে, তারা যেভাবে অধিক দুর্বলদের সংগ্রামে সহায়তা দান করে, তার চেয়ে সেই পুণ্যজনদের সহায়তা অধিক শক্তিশালী বটে। তাতে এ বাণী পূর্ণতা লাভ করে: *একটা অঙ্গ ব্যথা পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে ব্যথা পায়, এবং একটা অঙ্গ সমাদর পেলে সকল অঙ্গই তার সঙ্গে আনন্দ করে।* কিন্তু পরলোকগতদের ভালবাসা সঙ্গতভাবে এ কথাও বলতে পারে: *আর এই সবকিছু ছাড়া একটা বিষয় প্রতিদিন আমার মাথায় চেপে রয়েছে,—সকল মণ্ডলীর চিন্তা। কে দুর্বল হলে আমি দুর্বল হই না? কে বিঘ্ন পেলে আমি জ্বলে পুড়ে যাই না?* তাছাড়া খ্রীষ্ট নিজেও ঘোষণা করলেন, পীড়িত ভক্তদের প্রত্যেকের মধ্যে তিনিই পীড়িত, ও সেইভাবে কারারুদ্ধ, বস্ত্রহীন, প্রবাসী, ক্ষুধিত ও পিপাসিত।

যারা সুসমাচারও মাত্র পাঠ করেছে, তাদের মধ্যে কেইবা না জানে যে, তাঁর ভক্তদের যা যা ঘটে, খ্রীষ্ট সেই

সবকিছু নিজেরই বলে পরিগণিত করেন ও আপন বলে গ্রহণ করেন? আর যখন ঈশ্বরের দূতবৃন্দ যীশুর কাছে *এসে তাঁর সেবা করছিলেন,* তখন আমরা মনে করব না যে, যে সময়ে খ্রীষ্ট তাঁর আপনজনদের মধ্যে ভোজে সহনিমন্ত্রিত ব্যক্তি হিসাবে নয় বরং তাদের সেবকেরই মত ছিলেন, কেবল সেই সময়েই, অর্থাৎ মানুষদের মাঝে তাঁর শারীরিক উপস্থিতির সেই স্বল্প সময়েই মাত্র দূতেরা তাঁর সেবা করলেন। আসলে কতজন স্বর্গদূত না যীশুর সেবায় এখনও রয়েছেন! কারণ তিনি এখনও একজন একজন করে ইস্রায়েল সন্তানদের একত্র করতে চান, চারদিকে বিক্ষিপ্ত সকলকেও সংগ্রহ করতে চান, ও যারা তাঁকে ভয় করে ও তাঁকে ডাকে তাদের সকলকে ত্রাণ করেন! আর তেমন কাজে, তথা মণ্ডলীর সমৃদ্ধি ও বিস্তার কাজে প্রেরিতদূতদের চেয়ে স্বর্গদূতেরাই অধিক সহযোগিতা দান করেন।

তাই এক ব্যক্তি নিজ প্রয়োজনের জন্য প্রার্থনা করলে, তাঁরা তার মধ্য দিয়ে সেই প্রয়োজনের কথা অবগত হয়ে তাঁদের সার্বিক দায়িত্ব অনুসারে তাঁদের সাধ্যমত সহযোগিতা দান করেন। ঈশ্বরই তো প্রার্থনাকালে প্রার্থীকে ও এমন সহায়ককেই একস্থানে চালিত করেছেন, যিনি উদারমনা হওয়ায় অভাবগ্রস্তকে অবজ্ঞা করতে অক্ষম। অতএব যখন এ সমস্ত কিছু ঘটে, তখন আমাদের মনে করতে নেই, তা দৈবাৎ ঘটে, কারণ যাঁর কাছে *তোমাদের মাথার চুলের হিসাবও রাখা আছে,* তিনি একই প্রার্থনাকালে অত্যন্ত উপযুক্তভাবে একত্র করেন সেই অভাবগ্রস্তকে যে বিশ্বাসের সঙ্গে প্রার্থনা করে ও সেই স্বর্গদূতকেও যিনি অভাবগ্রস্তের যাচনা তৎপরতার সঙ্গে মিটিয়ে দেবেন। তাই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, যাঁরা ঈশ্বরের পরিদর্শক ও সেবক, সেই দূতবৃন্দ সময় সময় এপ্রার্থী ওপ্রার্থীর কাছে এসে উপস্থিত হন যাতে তার যাচনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা দান করতে পারেন। তাছাড়া যিনি *স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখ অনুক্ষণ দেখতে পান* ও আমাদের স্রষ্টার ঈশ্বরত্ব দর্শনে নিত্য নিবদ্ধ আছেন, আমাদের প্রত্যেকের সেই দূত, মণ্ডলীতে যারা হীনতম তাদেরও দূত আমাদের সঙ্গে প্রার্থনা করেন ও তাঁর সাধ্যমত আমাদের প্রার্থনা পূরণে সহযোগিতা দান করেন।

শ্লোক সাম ১৩৮:১-২

প্র স্বর্গদূতদের সামনে আমি করি তোমার স্তবগান,
উ তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।
প্র যে স্বর্গদূত যাত্রাকালে যাকোবের রক্ষী ছিলেন, তিনি আমার পথের সঙ্গী হোন, ও ঈশ্বর আমার যাত্রাপথ আশীর্বাদ করুন।
উ তোমার পবিত্র মন্দির পানে করি প্রণিপাত।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩০:১-১৮

নানা দেশের সঙ্গে স্থাপন করা মৈত্রী-সন্ধি অসার

ধিক্ সেই বিদ্রোহী সন্তানদের—প্রভুর উক্তি!—
যারা এমন পরিকল্পনা সাধন করে, যা আমা থেকে আসে না,
এবং এমন সন্ধি স্থির করে, যার প্রেরণা আমি দিইনি,
ফলে পাপের উপর পাপ জমায়।
আমার অভিমত যাচনা না করে তারা মিশরের দিকে রওনা হচ্ছে,
যেন ফারাওর রক্ষায় সাহায্য পেতে পারে,
যেন মিশরের ছায়াতে আশ্রয় নিতে পারে।
তাই ফারাওর সেই রক্ষা হবে তোমাদের লজ্জা,
মিশরের ছায়ায় সেই আশ্রয় হবে তোমাদের অপমান।

কারণ তার রাজপুরুষেরা ইতিমধ্যে তানিসে চলে গেছে,
তার দূতেরা হানেশে এসে পৌঁছেছে।
কোন উপকারের নয়, সাহায্য দিতে অসমর্থ, লাভজনক নয়,
বরং কেবল বিরক্তি ও দুর্নামই ঘটায়,
এমন জাতির জন্য সকলে বিরক্ত হবে।
নেগেবের পশুগুলো সংক্রান্ত দৈববাণী।
সঙ্কট ও সঙ্কোচের এমন এক দেশে,
যা গর্জনকারী সিংহী ও সিংহের,
চন্দ্রবোড়া ও উড়ন্ত নাগের উপযুক্ত দেশ,
এমন দেশেই গিয়ে তারা গাধার পিঠে করে তাদের ধন
ও উটের ঝুটে করে তাদের সম্পত্তি নিয়ে
এমন জাতির কাছে যাচ্ছে, যা কোন উপকার করতে অক্ষম।
হ্যাঁ, মিশরের সাহায্য অসার, বৃথা;
এজন্য আমি তার এই নাম রাখলাম: 'রাহাব, সেই অচল!'
এবার তুমি যাও, এদের জন্য ফলকের উপরে এই কথা লেখ,
এক পুস্তকে তা লিপিবদ্ধ কর,
যেন তা ভাবীকালের জন্য চিরন্তন সাক্ষ্যরূপে থাকে।
কেননা এরা বিদ্রোহী জাতি, মিথ্যাবাদী সন্তান,
প্রভুর নির্দেশবাণী শুনতে অসম্মত সন্তান!
দর্শকদের তারা বলে, 'তোমরা কিছুই দর্শন করো না।'
লক্ষণবেত্তাদের বলে, 'আমাদের জন্য সত্য লক্ষণ দিয়ো না,
বরং আমাদের প্রীতিজনক বাণী শোনাও, মোহময় লক্ষণ বল;
সরল পথ থেকে সর, আসল রাস্তা ছাড়,
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনকে আমাদের দৃষ্টিকোণ থেকে দূর করে দাও।'
সুতরাং ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন,
'যেহেতু তোমরা এই সতর্ক বাণী অগ্রাহ্য করেছ,
অধর্ম ও দুষ্কর্মে ভরসা রেখে তার উপরেই অবলম্বন করেছ,
সেজন্য এই অপরাধ তোমাদের জন্য অবশ্যম্ভাবী বিনাশের ফাটল হবে,
উচ্চ প্রাচীরের মাথায় এমন ফোলা দেখা দেবে,
যার পতন অকস্মাৎ এক নিমেষেই ঘটে,
এবং একবার পড়ে মাটির পাত্রের মত টুকরো টুকরো হয়ে যায়,
এমন নির্মমভাবেই চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যায় যে,
চুল্লি থেকে আগুন তুলতে কিংবা কুয়ো থেকে জল তুলতে
তার সেই টুকরোগুলোর মধ্যে একটা কুচিও পাওয়া যায় না।'
কেননা প্রভু পরমেশ্বর, ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজন একথা বলছেন:
'মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।
চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।
কিন্তু তোমরা রাজি হলে না।
এমনকি তোমরা নাকি বললে, "না!
আমরা ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যাব।"
আচ্ছা, এবার পালাও!

"আমরা দ্রুতগামী ঘোড়ার পিঠে চলে যাব।"
আচ্ছা, তোমাদের তাড়কেরাও দ্রুতগামী হবে।
একজনের হুমকিতে সহস্রজনে ভয় পাবে,
পাঁচজনের হুমকিতে তোমরা সকলে পালাবে,
যতক্ষণ না তোমাদের অবশিষ্টাংশ হবে পর্বতের উপরে একটা লাঠির মত,
উপপর্বতের উপরে একটা পতাকাদণ্ডের মত।'
তবুও প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন;
তোমাদের প্রতি নিজের স্নেহ দেখাবার জন্য উন্নীত হচ্ছেন;
কেননা প্রভু সুবিচারেরই পরমেশ্বর।
সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে!

শ্লোক ইসা ৩০:১৫,১৮

প্র মন ফেরানো ও শান্ত থাকায়ই তোমাদের পরিত্রাণ।
উ চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।
প্র প্রভু তোমাদের প্রতি সদয় হবার জন্য প্রতীক্ষা করছেন: সুখী তারা, যারা তাঁর প্রতীক্ষায় আছে।
উ চুপচাপ থাকা ও ভরসা রাখায়ই তোমাদের শক্তি।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৮:১৩-১৪**

ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থ এক: তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট

ভাই মূল্য দিয়ে ভাইকে মুক্ত করতে পারে না, কিন্তু একটি মানুষ মূল্য দিয়ে সেই মুক্তিকর্ম সাধন করবেন; আর নিজের জন্য তাঁকে পরমেশ্বরকে প্রসন্ন করা দরকার হবে না, নিজের প্রাণমুক্তির মূল্যও তাঁকে দিতে হবে না; এর অর্থ হল, *কেন ভয় করব দুর্দশার দিনে?* বাস্তবিকই আমার পক্ষে যখন মুক্তিসাধকের প্রয়োজন নেই, আর শুধু তা নয়, আমি নিজেই যখন সকলের মুক্তিসাধক, তখন কী আমার ক্ষতি ঘটাতে পারে? আমি কি অন্যদের মুক্ত করব ও নিজের জন্য ভয় করব? দেখ, আমি এমন ভাবেই সমস্ত কিছু নতুন করব, যা সাধারণ ভ্রাতৃপ্রেম বা ভক্তির অতীত। একই মাতৃগর্ভ থেকে উদ্গত হয়েও ভাই যার মুক্তিমূল্য দিতে পারে না কারণ একই মানবস্বরূপের দুর্বলতা দ্বারা বিঘ্নিত, তার মুক্তিমূল্য সেই মানুষই দেবেন যাঁর বিষয়ে লেখা আছে, প্রভু *তাদের উদ্ধার করতে এক ত্রাণকর্তা ও মহাবীরকে প্রেরণ করবেন;* আর এ মানুষটি নিজের বিষয়ে বললেন, *আমি তোমাদের কাছে সত্য বলেছি বিধায় তোমরা আমাকে হত্যা করতে চেষ্টা করছ।*

কিন্তু তবু তিনি মানুষ হলেও কে তাঁকে চিনতে পারবে? আর কেনই বা কেউই তাঁকে চিনতে পারবে না? তার কারণ, ঈশ্বর যেমন এক, তেমনি ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে মধ্যস্থও এক—তিনি সেই মানুষ যীশুখ্রীষ্ট। তিনিই সেই একমাত্র ব্যক্তি, ভ্রাতৃপ্রেমে সকলকে জয় ক'রে মানুষের জন্য যাঁর মুক্তিমূল্য দেওয়ার কথা ছিল, কারণ ভাই ভাইয়ের জন্য যে রক্ত দিতে পারে না, তিনি অপরিচিতদের জন্যই সেই রক্ত—তাঁর নিজেরই রক্ত—পাত করলেন। আর এভাবে তিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করার জন্য নিজের দেহকে রেহাই দেননি ও *সকলের মুক্তিপণ হিসাবে নিজেকে দান করলেন,* যেমনটি সপ্রমাণ করলেন তাঁর সত্যাশ্রয়ী সাক্ষ্যদাতা সেই প্রেরিতদূত পল যিনি বললেন, *আমি সত্য বলছি, মিথ্যা বলছি না।*

কিন্তু কেন কেবল তিনিই মুক্তি দেবেন? কারণ ভালবাসায় তাঁর তুল্য এমন কেউই নেই যে নিজ ক্রীতদাসদের জন্য নিজ প্রাণ দেবে; সততায়ও তাঁর তুল্য কেউই নেই, কারণ সকলে আদমের সেই পতনের অধীন হওয়ায় সকলেই পাপের অধীন। একজনমাত্র মুক্তিসাধককে বেছে নেওয়া হল, আর তিনি এমন, যাঁর পক্ষে প্রাচীন পাপের অধীনে থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং আমরা মানুষ বলতে সেই প্রভু যীশুকে বোঝাই যিনি মানবদশা ধারণ করলেন যাতে নিজ মাংসে সকলের পাপ ক্রুশে দিতে পারেন ও সকলের ঋণপত্র নিজের রক্তে মুছে দিতে পারেন।

কিন্তু তুমি হয় তো বলবে, ভাই মূল্য দিয়ে ভাইকে মুক্ত করতে পারবে, একথা কেমন করে অস্বীকার করা যাবে যখন তিনি নিজে বললেন, *আমি আমার ভাইদের কাছে তোমার নাম প্রচার করব?* উত্তর এ : তিনি আমাদের ভাই হিসাবে নয়, কিন্তু সেই মানুষ খ্রীষ্টযীশু, যাঁর মধ্যে ঈশ্বর বিদ্যমান ছিলেন, সেই হিসাবেই তিনি আমাদের পাপমোচন সাধন করলেন ; কেননা লেখা আছে, *ঈশ্বরই খ্রীষ্টে নিজের সঙ্গে জগতের পুনর্মিলন সাধন করলেন,* হ্যাঁ, সেই খ্রীষ্টযীশুতে, যাঁর বিষয়ে বলা হয়েছে *বাণী হলেন মাংস ও আমাদের মাঝে বাস করলেন।* অতএব তিনি ভাই বলে নয়, প্রভু বলেই আমাদের মাঝে বাস করলেন।

শ্লোক ইসা ৫৩:১২; লুক ২৩:৩৪

℣ তিনি মৃত্যু পর্যন্তই নিজের প্রাণ উজাড় করে দিলেন, এবং বিদ্রোহীদের একজন বলে গণ্য হলেন।

℟ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

℣ যীশু বলছিলেন : পিতা, এদের ক্ষমা কর, কেননা এরা কি করছে, তা জানে না।

℟ তিনি বহু মানুষের পাপ বহন করছিলেন এবং বিদ্রোহীদের হয়ে প্রার্থনা করছিলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ২:১-১৮

পরীক্ষার সময়ে ধৈর্য

সন্তান, প্রভুর সেবাই যদি তোমার গভীর আকাঙ্ক্ষা,
কঠোর পরীক্ষার জন্য তোমার প্রাণ তৈরি কর।
তোমার হৃদয় সরল হোক, নিষ্ঠাবান হও,
সঙ্কটের দিনে বিভ্রান্ত হয়ো না।
তাঁকে আঁকড়ে ধরে থাক, তাঁকে ত্যাগ করো না,
তবে তোমার শেষ দিনগুলিতে তুমি উন্নীত হবে।
তোমার যা কিছু ঘটে, তা গ্রহণ করে নাও,
তোমার নিম্নাবস্থার অনিশ্চয়তায় ধৈর্যশীল হও ;
কেননা সোনা আগুনে যাচাই করা হয়,
প্রভুর অনুগৃহীত মানুষও অবমাননার হাপরে পরীক্ষিত হয়।
তুমি তাঁর উপরে আস্থা রাখ, তিনি হবেন তোমার অবলম্বন ;
ন্যায়পথ ধরে চল, তাঁর উপরে প্রত্যাশা রাখ।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর দয়ার প্রতীক্ষায় থাক,
সরো না, পাছে তোমাদের পতন হয়।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর উপর আস্থা রাখ,
তোমাদের মজুরি থেকে বঞ্চিত হবে না।
প্রভুভীরু সকল, তাঁর শুভদানে প্রত্যাশা রাখ,
চিরন্তন সুখ ও দয়ায় প্রত্যাশা রাখ।
অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ :
প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?
তাঁর ভয়ে নিষ্ঠাবান থেকে কেইবা পরিত্যক্ত হল?
তাঁকে ডেকে কেইবা তাঁর অবহেলার বস্তু হল?
কেননা প্রভু করুণাময় ও দয়াবান,
তিনি পাপমোচন করেন ও ক্লেশের দিনে ত্রাণ করেন।

ধিক্ তাদের, ভীরু যাদের হৃদয়, অলস যাদের হাত!
ধিক্ সেই পাপীকে, দুই পথে যে চলে!
ধিক্ সেই অলস হৃদয়কে, যা বিশ্বাসহীন!
এজন্যই সে রক্ষা পাবে না।
ধিক্ তোমাদের, যারা সহিষ্ণুতা হারিয়ে ফেলেছ!
যখন প্রভু তোমাদের দেখতে আসবেন, তখন তোমরা কী করবে?
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর কোন বাণী অমান্য করে না,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা তাঁর পথসকল পালন করে।
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছার অন্বেষণ করে,
আর যারা তাঁকে ভালবাসে, তারা ঐশবিধানে তৃপ্তি পাবে।
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারা নিজেদের অন্তর প্রস্তুত করে রাখে,
তাঁর সামনে নিজেদের প্রাণ নত করে রাখে।
তবে এসো, কোন মানুষের কবলে নয়, প্রভুর হাতেই পড়ি,
কারণ তাঁর মহত্ত্ব যেমন, তাঁর দয়াও তেমন।

শ্লোক সিরা ২:১০,১১; সাম ৩৪:৬ দ্রঃ

প্র তোমরা যারা প্রভুকে ভয় কর, তাঁকে ভালবাস, তাতে তোমাদের হৃদয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। হে সন্তানেরা, অতীত যুগের কথা ভেবে দেখ:

উ প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

প্র তাঁর দিকে চেয়ে দেখ, তোমরা উজ্জ্বল হয়ে উঠবে; লজ্জায় ঢেকে যাবে না কো তোমাদের মুখ।

উ প্রভুতে আস্থা রেখে কাকেই বা লজ্জা পেতে হল?

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' **১২-১৩**

অবিরত প্রার্থনা

আমার বিবেচনায়, প্রার্থনাকালে ভক্তরা যখন বিশেষভাবে একাত্মা ও একচিত্ত হয়েই প্রার্থনা করে, তখন তারা যে কথা উচ্চারণ করে, সেই কথা নিজেই এমন দিব্য গুণে মণ্ডিত, যে গুণ ঠিক যেন অন্তরে উদিত ও প্রার্থীর মুখ থেকে নির্গত এক আলোর মত সেই আধ্যাত্মিক বিষ নিঃশেষ করে যা বিরোধী শক্তিবৃন্দ সেই ব্যক্তিদের আত্মাতে সিঞ্চন করে যারা প্রার্থনা অবহেলা করে ও পলের সেই নির্দেশ অমান্য করে, যা তিনি খ্রীষ্টের শিক্ষা অনুসারে দিয়েছিলেন, *তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর।*

কেননা জ্ঞান ও তত্ত্ব, কিংবা বিশ্বাস প্রার্থনারত ভক্তের অন্তরের ভিতর থেকে কেমন যেন এক তীর ছোড়ে যা, যে অপদূতেরা পাপের জালে আমাদের জড়াতে বাসনা করে, সেই সকল ঈশ্বর-বিরোধী অপদূতকে নিঃশেষে পরাভূত করে মৃত্যুজনক আঘাতে আহত করে। উপরন্তু, যেহেতু সদ্‌গুণমণ্ডিত কর্ম ও আজ্ঞাপালন প্রার্থনার একটি অঙ্গ, সেজন্য সে-ই অবিরত প্রার্থনা করে, যে প্রার্থনা শুভকর্মের সঙ্গে ও শুভকর্ম প্রার্থনার সঙ্গে মিলিত করে। *তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর*, এ আদেশ কেবল এ ব্যাখ্যা অনুসারেই সম্ভব বলে পরিগণিত হতে পারে, অর্থাৎ কিনা একথা সমর্থন করতে হবে যে, ভক্তের গোটা জীবনই মহান ও অবিরত প্রার্থনা, আর আমরা যেটাকে সাধারণত প্রার্থনা বলে অভিহিত করি, সেটা উপরোক্ত প্রার্থনার একটা অঙ্গ মাত্র। কিন্তু তবুও এ প্রার্থনা দিনে তিনবারের নিচে যেন সম্পাদন করা না হয়, যেমন নবী দানিয়েলের দৃষ্টান্তে স্পষ্টভাবে প্রকাশ পায়; তিনি তীব্রতম বিপদের হুমকির মধ্যেও দিনে তিনবার প্রার্থনা করতেন।

পিতর মধ্যাহ্নে ছাদে গিয়ে প্রার্থনা করেছিলেন: তিন প্রার্থনার মধ্যে এ হল দ্বিতীয়টা; প্রথম প্রার্থনা সেটাই, যা নবী দাউদ এভাবে ব্যক্ত করেছিলেন, *প্রভাতে তুমি তো শোন আমার প্রার্থনা; প্রভাতে তোমার জন্য সবকিছু সাজিয়ে আমি চেয়ে থাকি।* আর শেষ প্রার্থনা এ বাণী দ্বারা চিহ্নিত: *আমার উত্তোলিত দু'হাত সান্ধ্য অর্ঘ্যের মত।* আর শুধু তা নয়, আমরা রাত্রিকাল উপযুক্তভাবে যাপন করতে পারব না, যদি না সেই প্রার্থনা বাতিল করি যা লক্ষ

করে দাউদ বলেছিলেন, *তোমার ন্যায়বিচারগুলির জন্য আমি মাঝরাতে উঠে করি তোমার স্তুতি;* এবং শিষ্যচরিতে লেখা আছে যে, ফিলিপ্পিতে পল সিলাসের সঙ্গে *মাঝরাতের দিকে* প্রার্থনা করছিলেন ও ঈশ্বরের প্রশংসাগান করছিলেন, যার ফলে অন্য বন্দিরাও তাঁদের শুনতে পেল।

যখন যীশু নিজেও প্রার্থনা করে থাকেন, ও তাঁর প্রার্থনা বৃথা নয়, বরং প্রার্থনা ছাড়া যা পেতে পারতেন না প্রার্থনা দ্বারাই তা পান, তখন আমাদের মধ্যে কেইবা প্রার্থনা অবহেলার বস্তু মনে করবে? কেননা মার্ক একথা বলেন যে, *ভোরে, বেশ অন্ধকার থাকতে থাকতে উঠে তিনি বেরিয়ে গেলেন ও নির্জন এক স্থানে গিয়ে সেখানে প্রার্থনা করতে লাগলেন।* উপরন্তু, *আমি জানতাম, তুমি সর্বদাই আমার কথা শোন,* সুসমাচার-রচয়িতা দ্বারা লেখা যীশুর এ কথা দেখায় যে, যে সর্বদা প্রার্থনা করে, সে সর্বদাই সাড়া পায়।

ঈশ্বরের কাছ থেকে যত উপকার পেয়েছি, আমরা এখন সেগুলির জন্য ঈশ্বরের প্রশংসাগান করতে চাইলে যদি কৃতজ্ঞ অন্তরে সেগুলি স্মরণ করি, তাহলে আমাদের এক একজন কতগুলির বর্ণনা দিতে পারবে? বস্তুত, সাধারণ এক ভক্তজনের জন্য বারবার *প্রভু উপড়ে ফেললেন যত সিংহের দাঁত, আর সেগুলো সরে যাওয়া জলের মতই বিলীন হয়ে গেল।* আরও, আমরা বারবার শুনেছি যে, যারা ঐশআদেশ অমান্য করছিল, তারা মৃত্যু দ্বারা পরাজিত ও কবলিত হলে পর তপস্যার মধ্য দিয়েই তেমন মহাবিপদ থেকে নিস্তার পেল, কারণ মৃত্যুর বুকে থাকাকালেও তারা নিস্তার পাওয়ায় নিরাশ হয়নি।

প্রার্থনা যাদের উপকার করেছে, তাদের কথা উল্লেখ করার পর আমি এবার একথাও বলা প্রয়োজন মনে করেছি, যাতে যে কেউ খ্রীষ্টে আধ্যাত্মিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, প্রার্থনাকালে সে যেন অসার ও পার্থিব বস্তু যাচনা করা থেকে বিরত থাকে, এবং যারা এ লেখাটা পাঠ করছে, তারা যেন সেই দিব্য অনুগ্রহভাণ্ডারের দিকেই ধাবিত থাকে, পূর্বকথিত বিষয়গুলি যার দৃষ্টান্ত মাত্র।

শ্লোক যাকোব ৫:১৬; ১ থে ৫:১৭

℣ তোমরা পরস্পরের জন্য প্রার্থনা কর যেন রোগমুক্তি পাও।
℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।
℣ তোমরা অবিরত প্রার্থনা কর।
℟ ধার্মিকের ভক্তিপূর্ণ প্রার্থনা কার্যশক্তি-মণ্ডিত।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৮:১৭-৩৬

যেরুসালেমের বিরুদ্ধে আসিরিয়া-রাজের দূতদের হুমকি

আসিরিয়ার রাজা লাখিশ থেকে প্রধান সেনাপতিকে, প্রহরীদের প্রধান অধিনায়ককে ও প্রধান পাত্রবাহককে বিপুল সৈন্যদলের সঙ্গে যেরুসালেমে হেজেকিয়া রাজার কাছে পাঠালেন। তাঁরা রওনা হয়ে যেরুসালেমে এসে পৌঁছলেন; তাঁরা উপরের দিঘির নালার কাছে ধোপার মাঠের রাস্তায় থামলেন। তাঁরা রাজাকে আহ্বান করলে হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে বেরিয়ে গেলেন। প্রধান পাত্রবাহক তাঁদের বললেন, 'তোমরা হেজেকিয়াকে একথা বল: রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজ একথা বলছেন, তোমার ভরসা কিসের উপরে নির্ভর করছে? তুমি কি মনে কর যে, যুদ্ধ-সংগ্রামে রণকৌশল ও পরাক্রমের চেয়ে অসার কথাই প্রবল? বল দেখি, কার্ উপরে ভরসা রেখে তুমি আমার বিদ্রোহী হচ্ছ? ওই দেখ, তুমি থেঁতলানো নলগাছ সেই মিশরের উপরে ভরসা রাখছ; কিন্তু যে কেউ তার উপরে ভর করে, তা তার হাতে ফোটে ও বিঁধিয়ে দেয়; যত লোক মিশর-রাজ ফারাওর উপরে ভরসা রাখে, তাদের পক্ষে তিনি ঠিক তাই। আর যদি তোমরা আমাকে বল, আমরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উপরে ভরসা রাখি, তবে তিনি কি সেই ঈশ্বর নন, যাঁর যত উচ্চস্থান ও যজ্ঞবেদি ধ্বংস ক'রে হেজেকিয়া যুদার ও যেরুসালেমের লোকদের

আদেশ দিয়েছে: তোমরা কেবল যেরুসালেমে এই যজ্ঞবেদির উদ্দেশে প্রণিপাত করবে? এবার তুমি আমার প্রভু আসিরিয়া-রাজের সঙ্গে বাজি রাখ: আমি তোমাকে দু'হাজার ঘোড়া দেব, অবশ্য তুমি যদি সেগুলোর জন্য দু'হাজার অশ্বারোহী যোগাড় করতে পার। কেমন করে আমার প্রভুর ক্ষুদ্রতম দাসদের একজনকেও হটিয়ে দিতে পারবে? অথচ তুমি রথ ও অশ্বারোহীদের ব্যাপারে মিশরের উপরেই ভরসা রেখেছ! তুমি কি মনে কর, আমি প্রভুর সম্মতি ছাড়া এই জায়গা ধ্বংস করতে এসেছি? প্রভু নিজেই আমাকে বলেছেন, তুমি এই স্থানের বিরুদ্ধে রণ-অভিযান চালিয়ে তা ধ্বংস কর।'

হিষ্কিয়ার সন্তান এলিয়াকিম, শেব্না ও যোয়াহ্ উত্তরে প্রধান পাত্রবাহককে বললেন, 'দয়া করে আপনার এই দাসদের সঙ্গে আরামীয় ভাষায় কথা বলুন, কেননা আমরা তা বুঝতে পারি; নগরপ্রাচীরের উপরে থাকা লোকদের কর্ণগোচরে আমাদের সঙ্গে ইহুদী ভাষায় কথা বলবেন না।' কিন্তু প্রধান পাত্রবাহক প্রতিবাদ করে তাঁদের বললেন, 'আমার প্রভু কি তোমার প্রভুরই কাছে ও তোমারই কাছে একথা বলতে আমাকে পাঠিয়েছেন? ওই যে লোকেরা নগরপ্রাচীরে বসে আছে, তোমাদের সঙ্গে যারা তাদের নিজেদের মল খেতে ও মূত্র পান করতে বাধ্য হতে যাচ্ছে, তাদেরই কাছে কি তিনি পাঠাননি?' প্রধান পাত্রবাহক তখন উঠে দাঁড়িয়ে জোর গলায় ইহুদী ভাষায় বলতে লাগলেন, 'তোমরা রাজাধিরাজ আসিরিয়া-রাজের কথা শোন! রাজা একথা বলছেন, হেজেকিয়া যেন তোমাদের না ভোলায়! কেননা আমার হাত থেকে তোমাদের উদ্ধার করার সাধ্য তার নেই। আরও, প্রভু নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধার করবেন, এই নগরী কখনও আসিরিয়ার রাজার অধীন হবে না, একথা বলে হেজেকিয়া যেন প্রভুতে ভরসা রাখতে তোমাদের মন জয় না করে। তোমরা হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না, কারণ আসিরিয়ার রাজা একথা বলছেন: তোমরা আমার সঙ্গে শান্তি স্থাপন কর, আত্মসমর্পণ কর; তবেই তোমরা প্রত্যেকে যে যার আঙুরলতা ও ডুমুরগাছের ফল ভোগ করতে পারবে, প্রত্যেকে যে যার কুয়োর জল পান করতে পারবে; শেষে আমি এসে তোমাদের নিজেদের দেশের মত এক দেশে—গম ও উত্তম আঙুররসের এক দেশে, রুটি ও আঙুরখেতের এক দেশে, জলপাই ও মধুর এক দেশে নিয়ে যাব। তবেই তোমরা বাঁচবে, মরবে না। কিন্তু হেজেকিয়ার কথায় কান দিয়ো না; প্রভু আমাদের উদ্ধার করবেন, একথা বলে সে তোমাদের ভোলায়। জাতিগুলির দেবতারা কি কেউ আসিরিয়ার রাজার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? হামাত ও আর্পাদের দেবতারা কোথায়? সেফার্বাইম, হেনা ও ইব্বার দেবতারা কোথায়? ওরা কি সামারিয়াকে আমার হাত থেকে উদ্ধার করেছে? সেই সমস্ত দেশের সকল দেবতার মধ্যে কোন্ কোন্ দেবতা আমার হাত থেকে তাদের নিজেদের দেশ উদ্ধার করেছে? তাই প্রভু যে আমার হাত থেকে যেরুসালেম উদ্ধার করবেন, এ কি সম্ভব?' কিন্তু লোকেরা নীরব থাকল, উত্তরে একটা কথাও বলল না, কারণ রাজার এই আজ্ঞা ছিল: 'তাকে উত্তর দিতে নেই!'

শ্লোক ইসা ৩৭:২২,২৯; ১০:২৪,২৫,৫ দ্রঃ

প্র আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ: আমার উপরে তোমার কোপ আছে, তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে, এজন্য প্রভু একথা বলছেন:

উ জাতি আমার, তোমরা আশিরিয়া-রাজকে ভয় পেয়ো না; কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে।

প্র ধিক্ আসিরিয়াকে! সে আমার ক্রোধের দণ্ড! তাদের হাতে সেই লাঠিই আমার রোষ!

উ জাতি আমার, তোমরা আশিরিয়া-রাজকে ভয় পেয়ো না; কারণ আর অতি অল্পকালের মধ্যেই আমার ক্রোধ নিঃশেষিত হবে।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু আগস্তিন-লিখিত 'সামসঙ্গীত-মালায় উপদেশাবলি' সাম ৪৭, ৭

এসো, প্রভুর পর্বতে গিয়ে উঠি

যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি আমরা। আহা, ধন্য মণ্ডলী! তুমিই একসময়ে শুনেছ, একসময়ে দেখেছ। মণ্ডলী একসময়ে প্রতিশ্রুতির মধ্যে শুনেছে, এসময়ে প্রতিশ্রুতি পূরণে দেখতে পাচ্ছে: একসময়ে ভাববাণীগুলির মধ্যে শুনেছে, এসময়ে সুসমাচারে দেখতে পাচ্ছে। তাই যা কিছু একালে পূর্ণতা লাভ করছে, তা পূর্ববর্তীকালে

পূর্বপ্রচারিত হয়েছিল। সুতরাং চোখ উত্তোলন করে জগতের উপর দৃষ্টিপাত কর! দেখ তোমার উত্তরাধিকার: ইতিমধ্যে তা পৃথিবীর শেষপ্রান্ত পর্যন্তই পরিব্যাপ্ত হয়েছে; যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, দেখ কেমন করে তা ইতিমধ্যে সিদ্ধি লাভ করছে: *সকল রাজা তাঁকে প্রণাম করবেন, তাঁকে সেবা করবে সকল দেশ।* যা পূর্বঘোষিত হয়েছিল, দেখ কেমন করে তা সিদ্ধি লাভ করেছে: *স্বর্গের ঊর্ধ্বে উন্নীত হও, পরমেশ্বর, সারা পৃথিবীর উপর বিরাজ করুক তোমার গৌরব।* তাঁরই দিকে চেয়ে দেখ, যাঁর পা ও হাত পেরেক দিয়ে বিদ্ধ হয়েছিল, ক্রুশে ঝুলানো যাঁর হাড় গণনা করা হল, যাঁর পোশাক নিয়ে গুলিবাঁট করা হল। যাঁকে ক্রুশে ঝুলানো দেখেছিলে, রাজত্বকারী বলেই তাঁর দিকে চেয়ে দেখ; যাঁকে পৃথিবীতে হাঁটতে দেখেছিলে, স্বর্গে সমাসীন বলে তাঁর দিকে চেয়ে দেখ। এ বাণীরও পূর্ণতা দেখ: *পৃথিবীর সকল প্রান্ত স্মরণ করবে, প্রভুর দিকে ফিরে চাইবে, জাতি-বিজাতির সকল গোষ্ঠী তাঁর সম্মুখে প্রণিপাত করবে।* এ সমস্ত কিছু দেখে সানন্দে চিৎকার করে বল: *যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি।*

মণ্ডলী যুক্তিসঙ্গত ভাবেই সর্বজাতি থেকে এভাবে আহূত: *শোন কন্যা, দেখ, কান পেতে শোন—তোমার স্বজাতি, তোমার পিতৃগৃহের কথা ভুলে যাও।* শোন ও দেখ: যা দেখতে পাও না, আগে তা শোন, যা শুনেছ, পরেই তা দেখতে পাবে।

প্রভু একথা বললেন, *অপরিচিত এক জাতি আমার সেবা করে, আমার কথা শোনামাত্র আমার প্রতি বাধ্য হয়।* কেবল কান দিয়ে শোনার পরেই সেই জাতি বাধ্য হল, তার মানে, আগে সে দেখতে পায়নি। তাছাড়া এ কথাও কি তোমার মনে পড়ে না, *তাদের কাছে যা কখনও বলা হয়নি, তারা তা দেখতে পাবে; যা কখনও শোনেনি, তারা তা উপলব্ধি করবে?* যাদের কাছে আগে নবীরা প্রেরিত হননি, তারাই প্রথম নবীদের বাণী শুনল ও উপলব্ধি করল; যারা আগে শোনেনি, তারা পরে তাঁদের কথা শুনে মুগ্ধ হল। তারাই কিন্তু বাকি পড়ে গেল, যাদের কাছে নবীরা প্রেরিত হয়েছিলেন: বিধান বহন করলেও তারা সত্য উপলব্ধি করছে না; তাদের হাতে সন্ধির লিপিফলক থাকলেও তারা উত্তরাধিকার হাতে পাচ্ছে না। আমরা কিন্তু *যেমনটি শুনেছিলাম, তেমনি দেখেছি।*

সেনাবাহিনীর প্রভুর নগরীতে, আমাদের পরমেশ্বরের নগরীতে। এইখানে আমরা শুনেছি, আবার এইখানে আমরা দেখেছি। *পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত।* যারা বলে 'দেখ, খ্রীষ্ট হয় এখানে, না হয় ওখানে,' তারা যেন গর্বোদ্ধত না হয়; আর যে কেউ বলে, 'দেখ, খ্রীষ্ট এখানে ও ওখানে,' সে বিচ্ছেদের কথা উত্থাপন করে। কিন্তু ঈশ্বর ঐক্যেরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন: *রাজারা একসঙ্গে সম্মিলিত হলেন,* ধর্মবিচ্ছেদের ফলে তাঁরা তো এদিক ওদিক বিক্ষিপ্ত হননি। কিন্তু এই যে নগরী আজ জগতের উপর যার অধিকার, হয় তো একদিন বিলুপ্ত হবে। দূরের কথা! *পরমেশ্বর তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত রাখলেন চিরকালের মত।* সুতরাং, পরমেশ্বর যখন তা দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করলেন চিরকালের মত, তখন তুমি কেন ভয় করছ, তার ভিত কি টলে যাবে?

শ্লোক লেবীয় ২৬:১১-১২; ২ করি ৬:১৬

প্র আমি তোমাদের মাঝে আমার আপন আবাস স্থাপন করব, আমার প্রাণ তোমাদের কখনও ফিরিয়ে দেবে না; আমি তোমাদের মাঝে হেঁটে চলব,

উ আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

প্র আমরাই তো জীবনময় ঈশ্বরের মন্দির। ঈশ্বর নিজেই তো বলেছেন,

উ আমি হব তোমাদের আপন পরমেশ্বর আর তোমরা হবে আমার আপন জনগণ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৩:১-১৬

মাতাপিতার প্রতি কর্তব্য

সন্তানেরা, আমাকে শোন, আমি তো তোমাদের পিতা;
এমনভাবেই ব্যবহার কর যেন পরিত্রাণ পেতে পার।
কেননা প্রভু সন্তানদের চেয়ে পিতাকেই গৌরবমণ্ডিত করেন;
পুত্রসন্তানদের উপরে মাতার অধিকার সমর্থন করেন।

পিতাকে যে সম্মান করে, তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হয়;
মাতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে যেন রাশি রাশি ধন সঞ্চয় করে।
পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে,
প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।
পিতাকে যে শ্রদ্ধা করে, সে দীর্ঘায়ু হবে;
প্রভুর প্রতি যে বাধ্য, সে মাতাকে সান্ত্বনা দেয়;
মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।
কাজে-কথায় তোমার পিতাকে সম্মান কর,
যেন পিতার আশীর্বাদ তোমার উপর নেমে আসে।
কেননা পিতার আশীর্বাদ সন্তানদের গৃহ সুস্থির করে তোলে,
ও মাতার অভিশাপ তার ভিত উপড়ে ফেলে।
তোমার পিতার অসম্মানে গৌরববোধ করো না,
পিতার অসম্মান তো তোমার পক্ষে গৌরব নয়;
কেননা একজনের গৌরব নির্ভর করে পিতার সম্মানের উপর,
অগৌরবে পতিতা মাতা সন্তানদের পক্ষে লজ্জাকর।
সন্তান, তোমার পিতার বৃদ্ধ বয়সে তাঁর অবলম্বন হও,
তাঁর জীবনকালে তাঁকে দুঃখ দিয়ো না।
যদিও তিনি জ্ঞানহীন হয়ে পড়েন, তাঁকে সহানুভূতি দেখাও,
তোমার পূর্ণ তেজের দিনে তাঁকে অবজ্ঞা করো না।
কেননা পিতার প্রতি দয়া-প্রদর্শন কখনও বিস্মৃত হবে না,
তা বরং তোমার পাপের ক্ষতিপূরণ বলে গণ্য হবে।
তোমার নিজের ক্লেশের দিনে ঈশ্বর তোমার কথা মনে রাখবেন,
জমাট শিশির যেমন সূর্যতাপে গলে, তেমনি তোমার সমস্ত পাপ গলে যাবে।
পিতাকে যে একা ফেলে রাখে, সে ঈশ্বরনিন্দুকের মত,
মাতাকে যে ক্ষুব্ধ করে তোলে, সে প্রভুর অভিশাপের পাত্র।

শ্লোক সিরা ৩:৫,৭; দ্বিঃবিঃ ৫:১৬ দ্রঃ

প্র পিতাকে যে সম্মান করে, সে নিজ সন্তানদের কাছ থেকে আনন্দ পাবে, ও প্রার্থনার দিনে সে সাড়া পাবে।
উ যে প্রভুকে ভয় করে, সে পিতামাতাকে সম্মান করে, ও মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।
প্র তোমার পরমেশ্বর প্রভুর আজ্ঞামত তোমার পিতা ও তোমার মাতাকে গৌরব আরোপ করবে।
উ যে প্রভুকে ভয় করে, সে পিতামাতাকে সম্মান করে, ও মনিবের যেমন সেবা করা হয়, সে তেমনি পিতামাতার সেবা করে।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' ১৩,১৪

তোমরা যারা আধ্যাত্মিক হতে চাও
প্রার্থনাকালে স্বর্গীয় মঙ্গলদান যাচনা কর

আত্মিক ও দিব্য অনুগ্রহ সংক্রান্ত প্রার্থনা সবসময়ই এমন এক আত্মা থেকে নির্গত হয়, যে আত্মা *মাংসের বশে* চলে না, কিন্তু *[ঐশ] আত্মা গুণে দৈহিক আচরণের* মৃত্যু ঘটায়, এবং যারা আক্ষরিক অর্থ অনুসারে প্রার্থনা করে তারা যে উপকার পায়, তার চেয়ে সেই আত্মা সেই আধ্যাত্মিক অর্থেই বেশি মূল্য আরোপ করে যা শাস্ত্রবিদদের দ্বারা প্রদর্শিত। কেননা আমাদের এ নিয়েই চিন্তিত হওয়া উচিত, তথা আমাদের আত্মা যেন অনুর্বর না হয়, বরং আমরা যেন আধ্যাত্মিক বিধান এমন আধ্যাত্মিক কান দিয়ে শুনি যাতে উর্বর হতে পারি ও আন্না ও হেজেকিয়ার

মত সাড়া পেতে পারি, ও মোর্দেকাই, এস্থার ও যুদিথের মত আমরাও যেন আধ্যাত্মিক শত্রুদের চাতুরি থেকে রক্ষা পেতে পারি।

আর যে মাছ যোনাকে কবলিত করেছিল, সেই মাছ যে কোন্ পশুর প্রতীক, তা যে বুঝতে পারে, সে উপলব্ধি করে যে, পশুটা হল সেই একই পশু যে পশুর বিষয়ে যোব বলেন, *যারা লেভিয়াথানকে জাগাতে বিজ্ঞ, যারা দিনকে অভিশাপ দেয়, তারা তার উপর শাপ নিক্ষেপ করুক:* তেমন ব্যক্তি যদি যে কোন অবিশ্বস্ততা-দোষ বশত সেই পশুর পেটে বসে থাকে, তাহলে অনুতপ্ত হৃদয়েই প্রার্থনা করুক, সে বের হতে পারবেই। আর একবার বেরিয়ে এলে সে যদি ঐশআদেশগুলির প্রতি বাধ্যতায় নিষ্ঠাবান থাকে, তবে নবী-প্রেরণায় উদ্দীপিত হয়ে সে নিনিভের বিপদাপন্ন নিবাসীদের পক্ষে পরিত্রাণের কারণ হয়ে উঠতে পারবে। কিন্তু সে যেন ঐশমঙ্গলভাব অনিচ্ছাকৃত ভাবে না সহ্য করে; আবার, ঈশ্বর অনুতপ্তদের বিনাশ করবেন বলে যে সঙ্কল্প করেছিলেন, তা থেকে যেন ক্ষান্ত না হন, তেমন বাসনাও সে যেন পোষণ না করে।

উপরন্তু, সেই মহা অলৌকিক কাজ যা সামুয়েল প্রার্থনা দ্বারা সাধন করেছেন বলে বর্ণনা করা হয়, সেই অলৌকিক কাজ এখনও তাদেরও দ্বারা আত্মিকভাবে সাধিত হতে পারে, যারা সত্যিই ঈশ্বরের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত—অবশ্য তারা যদি নিজেদের সাড়া পাবার যোগ্য করে তোলে। কেননা লেখা আছে, *এখন দাঁড়াও; একটু দেখ, প্রভু তোমাদের চোখের সামনে যে কি কি মহা কাজ সাধন করতে চান। আজ কি গম কাটার সময় নয়? কিন্তু আমি চিৎকার করে প্রভুকে ডাকব, আর তিনি বজ্রনাদ ও বৃষ্টি প্রেরণ করবেন।* প্রভু নিজেও নিজ প্রকৃত শিষ্য সেই সকল ভক্তকে একথা বলেন, *চোখ তুলে মাঠের দিকে চেয়ে দেখ, ফসল কেমন সোনালী হয়ে কাটার অপেক্ষায় আছে; ফসলকাটিয়ে ইতিমধ্যেই মজুরি পাচ্ছে, ও অনন্ত জীবনের উদ্দেশে ফসল সংগ্রহ করে যাচ্ছে।* যারা নবীদের বাণী শোনে, ফসল কাটার সময়ে প্রভু তাদের সাক্ষাতে অলৌকিক একটা মহাকাজ সাধন করেন; কারণ আত্মার সঙ্গে যে মিলিত, সে যদি প্রভুকে ডাকে, তাহলে ঈশ্বর আকাশ থেকে এমন বজ্রনাদ ও বৃষ্টি দেন যা আত্মাগুলিকে জলসিক্ত করে, যাতে আগে যে পাপে লিপ্ত ছিল, সে যেন এখন প্রভুকে গভীরভাবে ভয় করে, ও ঐশউপকারের সেই মধ্যস্থকেও ভয় করে যার প্রশংসনীয় সাধুতা তার নিজের প্রার্থনার সাড়াতেই প্রমাণসিদ্ধ হয়েছে। সাধুসাধ্বী ভক্তজনেরা প্রার্থনার মধ্য দিয়ে যে অনুগ্রহগুলি লাভ করে, সেগুলির বর্ণনা দিলে আমরা এ বাণীর অর্থও উপলব্ধি করতে পারব: 'তোমরা মহাবিষয় যাচনা কর, তাহলে সামান্য বিষয়গুলো বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে; তোমরা স্বর্গীয় মঙ্গলদান যাচনা কর, তাহলে পার্থিব মঙ্গলদানগুলো বাড়তি হিসাবে তোমাদের দেওয়া হবে।' বাস্তব ও আধ্যাত্মিক বিষয়গুলোর তুলনায় প্রতীক ও দৃষ্টান্তগুলো হল সামান্য ও পার্থিব বিষয়। এজন্য যখন ঐশবাণী আমাদের সাধু ব্যক্তিদের প্রার্থনা অনুকরণ করতে আমন্ত্রণ করেন আমরা যেন বাস্তবরূপে তা পেতে পারি যা তাঁরা কেবল প্রতীকাকারেই পেয়েছিলেন, তখন একথাই স্পষ্ট করে তুলতে চান যে, মহান ও স্বর্গীয় বিষয়গুলো পার্থিব ও সামান্য বিষয়গুলোতে প্রতীকাকারে উপস্থিত; তিনি ঠিক যেন বলতেন, তোমরা যারা আধ্যাত্মিক হতে ইচ্ছা কর, প্রার্থনাকালে স্বর্গীয় মঙ্গলদান যাচনা কর, যাতে সেগুলি পেয়ে স্বর্গীয় প্রাণীদের সদৃশ হয়ে উঠে তোমরা স্বর্গরাজ্যের উত্তরাধিকারী হও, ও মহাসাধুদের মত সর্বোত্তম মঙ্গল ভোগ করতে পার; দেহের প্রয়োজনের জন্য এমন পার্থিব ও সামান্য বিষয়গুলো নিয়ে চিন্তিত হয়ো না, তোমাদের প্রয়োজন অনুসারে সেগুলোকে পিতাই দান করবেন।

শ্লোক ২ করি ৫:৭,৯; হিব্রু ১৩:১৪

প্র আমরা বিশ্বাসেই চলি, প্রত্যক্ষ দর্শনে এখনও নয়;
উ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।
প্র এখানে আমাদের জন্য স্থায়ী কোন নগরী নেই; আমরা সেই নগরীর সন্ধান করছি যা একদিন আসবার কথা।
উ এজন্য দেহের আবাসে থাকি কিংবা তা ছেড়ে প্রবাসী হই, তাঁরই প্রীতির পাত্র হওয়াই আমাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ১৮:৩৭—১৯:১৯,৩৫-৩৭

হেজেকিয়ার প্রার্থনা ; ইসাইয়ার সান্ত্বনা-বাণী ; যেরুসালেমের পরিত্রাণ

হিল্কিয়ার সন্তান রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিম, শেব্না কর্মসচিব ও আসাফের সন্তান রাজ-ঘোষক যোয়াহ্ ছিঁড়ে ফেলা পোশাকেই হেজেকিয়ার সাক্ষাতে এসে প্রধান পাত্রবাহকের কথা জানিয়ে দিলেন। তা শুনে হেজেকিয়া রাজা নিজের পোশাক ছিঁড়ে ফেলে চটের কাপড় পরে প্রভুর গৃহে গেলেন। তিনি রাজপ্রাসাদের অধ্যক্ষ এলিয়াকিমকে, শেব্না কর্মসচিবকে ও যাজকদের প্রবীণবর্গকে চটের কাপড় পরা অবস্থায় আমোজের সন্তান নবী ইসাইয়ার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা তাঁকে বললেন, 'হেজেকিয়া একথা বলছেন : আজকের দিন সঙ্কট, শাস্তি ও লজ্জার দিন, কেননা সন্তানেরা প্রসব-দ্বারে আসে, কিন্তু মায়ের প্রসব করার শক্তি নেই। জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য প্রধান পাত্রবাহকের প্রভু সেই আসিরিয়া-রাজ তাকে যে সমস্ত কথা বলতে পাঠিয়েছেন, হয় তো আপনার পরমেশ্বর প্রভু সেই সমস্ত কথা শুনবেন, এবং আপনার পরমেশ্বর প্রভু যে কথা শুনেছেন, সেই সমস্ত কথার জন্য তাকে শাস্তি দেবেন। সুতরাং, যারা এখনও বেঁচে রয়েছে, সেই অবশিষ্ট লোকদের জন্য আপনি প্রার্থনা নিবেদন করুন।'

হেজেকিয়া রাজার পরিষদেরা ইসাইয়ার কাছে গেলে ইসাইয়া তাঁদের বললেন, 'তোমাদের প্রভুকে একথা বল : প্রভু একথা বলছেন, তুমি যা শুনেছ, এবং যা বলে আসিরিয়ার রাজার কর্মচারীরা আমাকে টিটকারি দিয়েছে, সেই সমস্ত কথায় ভয় পেয়ো না। দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।'

প্রধান পাত্রবাহক ফিরে গেলেন, গিয়ে দেখতে পেলেন যে, আসিরিয়ার রাজা লিব্না আক্রমণ করছিলেন। আসলে প্রধান পাত্রবাহক খবর পেয়েছিলেন যে, রাজা ইতিমধ্যে লাখিশ ছেড়ে চলে গেছিলেন, যেহেতু সেন্নাখেরিব ইথিওপিয়ার তির্হাকা রাজা সম্বন্ধে এই খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে আক্রমণ করতে আসছেন।

তিনি হেজেকিয়াকে একথা বলতে আবার কয়েকজন দূত পাঠালেন ; 'তোমরা যুদা-রাজ হেজেকিয়াকে একথা বলবে : তোমার সেই ঈশ্বর, যাঁর উপর তোমার এত ভরসা, তিনি এখন বলবেন, যেরুসালেম আসিরিয়ার রাজার হাতে তুলে দেওয়া হবে না ; তাঁর এই কথায় তুমি কিন্তু ভুলো না। দেখ, আসিরিয়ার রাজারা যে সকল দেশ বিনাশ-মানতের বস্তু করতে স্থির করেছিলেন, সেই সমস্ত দেশের তাঁরা যে কী দশা ঘটিয়েছেন, সেই কথা তুমি শুনেছ। তাহলে কি তুমি উদ্ধার পাবে? আমার পিতৃপুরুষেরা যে সকল জাতির বিনাশ ঘটিয়েছেন—গোজান, হারান, রেজেফ ও তেল-বাশার-নিবাসী এদেনীয়েরা—তাদের দেবতারা কি তাদের উদ্ধার করেছে? হামাতের রাজা, আর্পাদের রাজা, সেফার্বাইম শহর, হেনা ও ইব্বার রাজা—এরা সকলে কোথায়?'

দূতদের হাত থেকে পত্র নিয়ে হেজেকিয়া তা পড়লেন ; পরে হেজেকিয়া প্রভুর গৃহে গেলেন, এবং প্রভুর সামনে সেই গোটানো পত্র খুলে প্রভুর সাক্ষাতে এই বলে প্রার্থনা করলেন : 'খেরুবদের উপরে সমাসীন হে প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, তুমি, কেবল তুমিই পৃথিবীর সমস্ত রাজ্যের পরমেশ্বর ; তুমিই আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করেছ! প্রভু, কান পেতে শোন! প্রভু, চোখ উন্মীলিত করে চেয়ে দেখ! জীবনময় পরমেশ্বরকে বিদ্রূপ করার জন্য সেন্নাখেরিব কী বলে পাঠিয়েছে, তা শোন। প্রভু, কথাটা সত্য বটে : আসিরিয়ার রাজারা জাতিগুলোকে ও তাদের দেশগুলোকে ঠিকই বিনাশ করেছে, এবং তাদের দেবতাদের আগুনেই ফেলে দিয়েছে ; কারণ সেগুলো তো ঈশ্বর নয়, বরং কাঠ ও পাথর মাত্র—মানুষেরই হাতে গড়া বস্তু ; এজন্যই ওরা সেগুলোকে বিনাশ করেছে। কিন্তু এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।'

দেখা গেল, সেই রাতে প্রভুর দূত বেরিয়ে গিয়ে আসিরীয়দের শিবিরে এক লক্ষ পঁচাশি হাজার সৈন্যকে প্রাণে

মারলেন; বেঁচে থাকা লোকেরা সকালে উঠল, আর দেখ, সবই মৃতদেহ। তাই আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিব তাঁবু গুটিয়ে দেশে ফিরে গেলেন আর সেখানে, সেই নিনিভেতে, রয়ে গেলেন। একদিন তিনি তাঁর দেবতা নিস্রোকের মন্দিরে পূজা করছিলেন, এমন সময় তাঁর দুই সন্তান আদ্রাম-মেলেক ও সারেজের তাঁকে খড়্গের আঘাতে হত্যা করল; ও আরারাট এলাকায় পালিয়ে গেল। তাঁর সন্তান এসারহাদ্দোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

শ্লোক ২ রাজা ১৯:৬,৭,১৯

প্র ইসাইয়া রাজার পরিষদদের বললেন: প্রভু একথা বলছেন, যা শুনেছ, তাতে ভয় পেয়ো না:
উ দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।
প্র এখন, হে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু, তুমি তার হাত থেকে আমাদের ত্রাণ কর, যেন পৃথিবীর যত রাজ্য জানতে পারে যে, তুমি, হে প্রভু, কেবল তুমিই পরমেশ্বর।
উ দেখ, আমি তার অন্তরে এমন এক আত্মা পাঠাব যে, সে একটা খবর শোনামাত্র তার নিজের দেশে ফিরে যাবে, আর তার সেই দেশে আমি খড়্গের আঘাতে তার মৃত্যু ঘটাব।

দ্বিতীয় পাঠ - পরম গীতে সাধু বার্নার্ডের উপদেশাবলি **উপদেশ ২৭:৪,৬-৭**

আমি মঙ্গলময়তায় ও প্রেমে তোমাকে আমার কনে করব

আমি দেখতে পেলাম, স্বর্গ থেকে, ঈশ্বর থেকেই নেমে আসছে সেই পবিত্র নগরী, সেই নতুন যেরুসালেম: সে আপন বরের জন্য সজ্জিতা কনের মত প্রস্তুত। তখন আমি শুনতে পেলাম, সিংহাসনের ভিতর থেকে এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর বলে উঠল: দেখ, মানুষদের মাঝে ঈশ্বরের তাঁবু। তিনি তাদের মাঝে তাঁবু খাটাবেন। কেনই বা ঈশ্বর মানুষের সঙ্গে বসবাস করতে সঙ্কল্প করলেন? আমি মনে করি তাঁর সঙ্কল্প এরূপ: তিনি মানবকুল থেকেই নিজের জন্য একটি কনে নিতে চাচ্ছিলেন। কনের অনুসন্ধানেই মর্তে এলেন, অথচ—আশ্চর্যের কথা!—তিনি কনেকে ছাড়া একা আসেননি। এর মানে কি কনে দু'টোই ছিল? মোটেই না। পরম গীতে বর বলেন, *আমার কপোতী, সে তো অনন্য।* কিন্তু প্রভুর ইচ্ছা ছিল, তিনি তাঁর আপন মেষগুলিকে এক পালে সংগ্রহ করবেন, যাতে একমাত্র পাল ও একমাত্র মেষপালক থাকে। অসংখ্য স্বর্গবাহিনী আদি থেকে কনেরূপে তাঁর সঙ্গে মিলিত ছিল, একথা সত্য; কিন্তু তাঁর মঙ্গল-ইচ্ছায় তিনি সকল মানুষকে সংগ্রহ করে এমন মণ্ডলীকে গড়ে তুলবেন, যে মণ্ডলীকে তিনি একদিন তাঁর আপন স্বর্গীয় কনের সঙ্গে একত্রিত করবেন যাতে একমাত্র কনে ও একমাত্র বর থাকেন। সুতরাং স্বর্গ থেকে আমরা পেলাম বর যীশুকে ও কনে যেরুসালেমকে। মর্তে দৃশ্যমান হবার জন্য যীশু নিজেকে নিঃস্ব ক'রে দাসের স্বরূপ ধারণ ক'রে মানবীয় আকারে পরিবৃত হয়ে মানুষের মত হয়ে আমাদের কাছে আবির্ভূত হলেন। কিন্তু সেই কনে যখন স্বর্গ থেকে নেমে এল, সে তখন কোন্ আকারে দেখা দিল? সে কি মানবপুত্রের উপর দিয়ে ওঠা-নামা স্বর্গবাহিনীর আকারেই ছিল?

আমার মতে এ প্রশ্নের উপযুক্ত উত্তর এরূপ: আমরা যখন একদেহে ছিলাম, বাণীকে দেখলাম এবং একথা বুঝলাম যে, কনে ও বর দু'জনে একদেহে ছিলেন, তখনই আমরা কনের দর্শন পেলাম। যখন পরমপবিত্রজন সেই ইম্মানুয়েল তাঁর আপন দিব্য শিক্ষা মর্তে নিয়ে এসে আমাদের মাতা সেই স্বর্গীয় যেরুসালেমের দৃশ্যমান সাদৃশ্য নিজেরই মধ্যে প্রকাশ ক'রে তার সৌন্দর্য আমাদের দেখালেন, তখন আমরা কি বরের মধ্যে উপস্থিত কনের দর্শন পাইনি? *মুকুটভূষিত বর ও রত্ন-অলঙ্কৃতা কনে,* এক ও অনন্য গৌরবময় প্রভুর মধ্যে এ দু'জনেরই একতার দর্শন পেয়ে আমরা কি অবাক হইনি? যিনি আমাদের কাছে নেমে এলেন, তিনি সেই একই ব্যক্তি যিনি ঊর্ধ্বে গিয়ে উঠলেন। কেউই স্বর্গে গিয়ে উঠতে পারে না সেই একজনই ছাড়া যিনি স্বর্গ থেকে নেমে এলেন, অর্থাৎ কিনা সেই প্রভুই ছাড়া যিনি অনন্য ও অদ্বিতীয়, যিনি মাথা হিসাবে বর আর দেহ হিসাবে কনে। মর্তে তাঁর আবির্ভাব যে হল ফলহীন কাজ, তেমন নয়, বরং সেই আবির্ভাবের ফলে মর্তমানুষ তাঁরই মত স্বর্গীয় হয়ে উঠল, আর এইভাবে শাস্ত্রের এ বাণীও পূর্ণ হল, *স্বর্গীয় মানুষ যারা, তারা সেই স্বর্গীয়জনের মত।*

সেই সময় থেকে মানুষ এ মর্তে সেই ধরনেরই জীবন যাপন করতে লাগল, স্বর্গে দূতেরা যে জীবন যাপন

করেন। সেই ধন্য স্বর্গীয় দূতদের মত, মণ্ডলী সলোমনের জ্ঞানের কথা শুনবার জন্য পৃথিবীর শেষ প্রান্ত থেকে এসে তার আপন স্বর্গীয় বরের সঙ্গে পুণ্যপ্রেমের বন্ধনে মিলিতা হয়।

স্বর্গদূতদের মত এখনও তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণ মিলিতা না হয়েও সে কিন্তু বিশ্বাসের বন্ধনে তাঁর কাছে বাগ্‌দত্তা কনে। এবিষয়ে নবীর এ প্রতিশ্রুতি স্মরণযোগ্য, *আমি দয়া ও করুণায় তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব, আমি বিশ্বস্ততায়ই তোমাকে আমার বাগ্‌দত্তা কনে করব।*

এজন্য মণ্ডলী, স্বর্গ থেকে যে নমুনা নেমে এল, তার সাদৃশ্যে নিজেকে অধিক সদৃশ করে তুলতে চেষ্টা করে। সেই নমুনা থেকে সে বিনীত, সংযমী, পুণ্য, পবিত্র, ধৈর্যশীল, করুণাশীল, বিনম্র ও সরলহৃদয় হতে শেখে। প্রভুর কাছ থেকে যতদিন বিচ্ছিন্ন, ততদিন এ সদ্‌গুণাবলি চর্চা ক'রে সে স্বর্গদূতদের বাসনার বস্তু সেই প্রভুর কাছে গ্রহণযোগ্য হতে চেষ্টা করে, যেন স্বর্গদূতদের জ্বলন্ত বাসনার অংশী হয়ে প্রমাণ করতে পারে, সে সাধুসাধ্বীর সহনাগরিক, ঈশ্বরের গৃহের সেবিকা, তাঁর প্রিয়তমা কনে।

শ্লোক পরম গীত ৫:১৬; গা ২:২০

প্র তাঁর মুখ সবই মাধুর্য;
উ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা।
প্র আমি এখনও জীবিত আছি; কিন্তু সে তো আর আমি নয়, আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করেন।
উ আহা, যেরুসালেমের কন্যারা, তেমনই আমার প্রেমিক, তেমনই আমার সখা।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৩:১৭–৪:১০

বিনম্রতা ও গর্ব

সন্তান, তোমার কর্মকাণ্ডে শালীনতা বজায় রাখ,
তবে ঈশ্বরের অনুগৃহীতদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে।
তুমি যত বড় হও, তত বিনম্রতার সঙ্গে ব্যবহার কর,
তবে প্রভুর কাছে অনুগ্রহ পাবে;
কেননা প্রভুর পরাক্রম মহান,
বিনম্রদের দ্বারাই তিনি গৌরবান্বিত।
তোমার পক্ষে কঠিন বিষয় বুঝতে চেষ্টা করো না,
তোমার ক্ষমতার অতীত কোন ব্যাপারও অনুসন্ধান করো না।
তোমাকে যা করতে বলা হয়েছে, তাতেই মন দাও,
রহস্যময় বিষয়ে ব্যস্ত হওয়া তোমার প্রয়োজন নেই।
যা তোমার সাধ্যের অতীত, তাতে নিজেকে জড়িয়ো না,
তোমাকে যা দেখানো হয়েছে, তা তো এমনিই মানুষের ধারণ-ক্ষমতার অতীত।
অনেকেই তো নিজ ধ্যান-ধারণার ফলে পথভ্রষ্ট হয়েছে;
তাদের কুটিল কল্পনা তাদের চিন্তা-ধারণা বিভ্রান্ত করেছে।
জেদি হৃদয়ের শেষ পরিণাম হবে অমঙ্গল,
বিপদ যে ভালবাসে, সেই বিপদেই হবে তার বিনাশ।
জেদি হৃদয়ের উপর পড়বে নানা সঙ্কটের চাপ;
পাপী মানুষ রাশি রাশি পাপ সঞ্চয় করবে।
দর্পী মানুষের দুর্বিপাকের জন্য কোন প্রতিকার নেই,
কারণ তার অন্তরে স্থান পেয়েছে অনিষ্টকর শিকড়।
সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;

মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।
জল জ্বলন্ত আগুন নিভিয়ে দেয়,
অর্থদান পাপের প্রায়শ্চিত্ত সাধন করে।
যে কেউ উপকারের প্রতিদান দেয়, সে তার ভবিষ্যতের জন্য চিন্তাশীল;
হ্যাঁ, তার পতনের দিনে সে অবলম্বন পাবেই।
সন্তান, দীনহীনকে তার জীবিকা দিতে অস্বীকার করো না,
অভাবী মানুষের চোখ যখন তোমার দিকে নিবদ্ধ, তখন পাষণ্ড হয়ো না।
ক্ষুধার্তকে দুঃখ দিয়ো না,
সঙ্কটে পতিত মানুষকে ক্ষুব্ধ করো না।
ক্ষুব্ধ হৃদয়কে আলোড়িত করো না,
অভাবীকে তার প্রত্যাশিত দান থেকে বঞ্চিত করো না।
নিঃস্বের মিনতি ফিরিয়ে দিয়ো না,
দীনহীন থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ো না।
গরিব মানুষ থেকে চোখ ফিরিয়ে নিয়ো না,
কেউ তোমাকে অভিশাপ দেবে, এমন সুযোগ সৃষ্টি করো না,
কেননা তিক্ততা-ভরা অন্তরে কেউ তোমাকে অভিশাপ দিলে
তার নির্মাতা তার প্রার্থনায় সাড়া দেবেন।
জনমণ্ডলীর ভালবাসার পাত্র হতে চেষ্টা কর,
মহাব্যক্তিত্বের সামনে মাথা নত কর।
দীনহীনের প্রতি কান দাও,
তার শান্তি-কামনায় মমতার সঙ্গে উত্তর দাও।
অত্যাচারিতকে অত্যাচারীর হাত থেকে উদ্ধার কর,
বিচার-দানে ছোটমনা হয়ো না।
পিতৃহীনদের কাছে পিতার মত হও,
তাদের মাতার প্রতি স্বামীসুলভ যত্ন দেখাও;
তবে তুমি পরাৎপরের সন্তানের মত হবে,
তিনি তোমার মাতার চেয়েও তোমাকে বেশি ভালবাসবেন।

শ্লোক সিরা ৩:২৯,৩১ (লাতিন মূলপাঠ)

℣ সুবিবেচক মানুষের হৃদয় প্রবচন ধ্যানে রত থাকে;
℟ মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।
℣ প্রজ্ঞাবান ও বুদ্ধিমান হৃদয় পাপ থেকে দূরে থাকবে ও ধর্মময়তা কর্ম সাধনে সফলতা পাবে।
℟ মনোযোগী কান, এ প্রজ্ঞাবানের বাসনা।

দ্বিতীয় পাঠ - অরিজেন-লিখিত 'প্রার্থনা প্রসঙ্গ' ২৮

প্রত্যেককে তার প্রাপ্য দেওয়া কর্তব্য

আমরা ঋণী, আর দেনা ক্ষেত্রেই শুধু নয়, কথনে শালীনতা ও নির্দিষ্ট কর্ম সম্পাদনেও আমাদের নানা পালনীয় কর্তব্য রয়েছে। এমনকি পরস্পরের প্রতি একপ্রকারে অধিক তৎপর হতে হবে। আমাদের ঋণগুলি বিষয়ে একথা আছে: হয় আমরা ঐশবিধানের আদেশ পালনে সেগুলি শোধ করি, না হয় সুবুদ্ধি তুচ্ছ করে আমরা যদি সেগুলি শোধ না করি, তবে ঋণী হয়ে থাকব। এভাবে আমাদের বিচার-বিবেচনা করা উচিত, আমাদের পক্ষ থেকে ভাইদের প্রতি কী দাতব্য—তাদেরই প্রতি যারা ধর্মবাণীর মধ্য দিয়ে আমাদের সঙ্গে খ্রীষ্টে নবজন্ম নিয়েছে, তাদেরও প্রতি যারা আমাদের একই পিতার বা আমাদের একই মাতার সন্তান।

সহনাগরিকদেরও প্রতি আমাদের কর্তব্য রয়েছে, ও সকল মানুষেরও প্রতি সাধারণ কর্তব্য রয়েছে; যাঁরা আমাদের পিতামাতার সমবয়সী, তাঁদের প্রতি বিশেষ কর্তব্য, ও সন্তান ও ভাই রূপে যাদের সম্মান করা সমীচীন, তাদেরও প্রতি আমাদের বিশেষ কর্তব্য রয়েছে। সুতরাং ভাইদের প্রতি যে নিজ কর্তব্য পালন করে না, তার সেই অবহেলাই তার ঋণ; আর মানুষের প্রতি যা যা মানবতার প্রজ্ঞাপূর্ণ প্রেরণার খাতিরেই দেওয়া কর্তব্য তাতে আমরা যদি দোষী, তাহলে আমাদের ঋণ আরও বাড়বে। আমাদের নিজেদের কথা ধরতে গেলে, শরীর ভোগ করা উচিত বটে, কিন্তু আমোদ-প্রমোদের খাতিরে তা শক্তিহীন করা উচিত নয়; কিন্তু আমাদের আত্মারও প্রতি যত্নবান হওয়া চাই: চিন্তা ও কথার উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা উচিত, যাতে আমাদের কথন রুষ্ট না হয়, সকলের উপযোগী হয়, ও কখনও নিষ্কর্মা না হয়। নিজেদের প্রতি এ কর্তব্য পালন না করলে ঋণটা গুরুতর হয়ে উঠবে।

উপরন্তু, যেহেতু আমরা সর্বপ্রথমে ও সর্বাপেক্ষা ঈশ্বরের রচনা ও তাঁর সৃষ্টি, সেজন্য তাঁর প্রতি বিশেষ স্নেহ বজায় রাখা ও সমস্ত হৃদয় দিয়ে, সমস্ত শক্তি দিয়ে ও সমস্ত প্রাণ দিয়ে তাঁকে ভালবাসা উচিত; না করলে তবে প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করায় আমরা ঈশ্বরের প্রতি ঋণী থেকে যাব। আর তখন কে আমাদের জন্য প্রার্থনা করবে? কেননা এলি বললেন, *মানুষ মানুষের বিরুদ্ধে পাপ করলে পরমেশ্বর তার পক্ষে বিচার করতেও পারবেন; কিন্তু মানুষ প্রভুর বিরুদ্ধেই পাপ করলে কে তার হয়ে প্রার্থনা করবে?*

যিনি নিজ রক্তমূল্যে আমাদের মুক্তি সাধন করেছেন, আমরা সেই খ্রীষ্টের প্রতিও ঋণী ঠিক যেন প্রতিটি ক্রীতদাস সেই ব্যক্তির প্রতি ঋণী যে ব্যক্তি তার জন্য এত বিরাট মূল্য দিয়েছে। পবিত্র আত্মার প্রতিও ঋণ রয়েছে, *যাঁর দ্বারা মুক্তির উদ্দেশ্যে ঐশ মুদ্রাঙ্কনে চিহ্নিত হয়েছি, ঈশ্বরের সেই পবিত্র আত্মাকে দুঃখ না দেওয়ায়* আমরা ঋণটা শোধ করি: তাঁকে দুঃখ না দিয়ে আমরা যেন আমাদের প্রত্যাশিত ফল দেখাতে পারি, কারণ তিনি আমাদের সহায়তা করেন ও আমাদের প্রাণ সঞ্জীবিত করে থাকেন।

উপরন্তু, যদিও আমরা সঠিকভাবে জানি না কোন্ দূত আমাদের জন্য নিযুক্ত আছেন—তিনি তো সর্বদাই স্বর্গস্থ পিতার শ্রীমুখের দর্শনে রত—তবু বিচার-বিবেচনা করলে একথা স্পষ্ট যে, আমরা তাঁরও প্রতি ঋণী। একই প্রকারেও, আমরা যখন *জগতের ও স্বর্গদূতদের ও মানুষদের সামনে দর্শনীয় একটা দৃশ্যের মত হয়ে উঠেছি,* তখন এসো, এবিষয়ে সচেতন হই যে, যেমন এক ব্যক্তি অভিনয়ে পাঠ অনুসারে দর্শকদের সামনে এটা সেটা করতে বা বলতে বাধ্য, আর তা না করলে সে দর্শকদের অপমান-অভিযোগে দণ্ডনীয়, তেমনি আমাদের কর্তব্য, জগতের ও দূতবৃন্দের ও মানুষের সামনে তা-ই দেখাতে বাধ্য হওয়া যা প্রজ্ঞা—আমরা ইচ্ছা করলে—আমাদের শেখাবেন।

এ ধরনের সাধারণ কর্তব্য ছাড়া বিধবার প্রতি কর্তব্য রয়েছে—এ ভার মণ্ডলী নিয়েছে; তারপর পরিসেবকের প্রতি এক কর্তব্য ও পুরোহিতের প্রতি এক কর্তব্য রয়েছে; তারপর বিশপের প্রতি কর্তব্যও রয়েছে, সেটা এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, তা শোধ না করলে গোটা মণ্ডলীর ত্রাণকর্তা বিচারের দিনে তার ক্ষতিপূরণ দাবি করবেন।

শ্লোক গা ৫:১৩,১৪; রো ১৩:৮

প্র তোমরা ভালবাসার মাধ্যমে পরস্পরের সেবা কর।
উ কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'
প্র পরস্পরের প্রতি ভালবাসার ঋণ ছাড়া, তোমরা কারও কাছে আর কোন ঋণ রেখো না।
উ কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে, 'তোমার প্রতিবেশীকে তুমি নিজের মত ভালবাসবে।'

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ইসা ৩৭:২১-৩৫

আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে দৈববাণী

আমোজের সন্তান ইসাইয়া হেজেকিয়ার কাছে একথা বলে পাঠালেন: 'প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর একথা বলছেন, তুমি আসিরিয়া-রাজ সেন্নাখেরিবের বিষয়ে আমার কাছে যে প্রার্থনা করেছ, তা আমি শুনেছি; তা সম্বন্ধে প্রভু যে উক্তি দিয়েছেন, তা এ:

কুমারী সিয়োন-কন্যা তোমাকে অবজ্ঞা করছে,
তোমাকে উপহাস করছে।
তোমার পিছনে যেরুসালেম-কন্যা মাথা নাড়ছে।
তুমি কাকে অপমান করেছ? কাকে টিটকারি দিয়েছ?
কার্ বিরুদ্ধে তুমি জোর গলায় কথা বলেছ?
কার্ বিরুদ্ধে গর্বোদ্ধত হয়ে তুমি চোখ তুলেছ?
ইস্রায়েলের সেই পবিত্রজনের বিরুদ্ধে!
তোমার পরিচারকদের মধ্য দিয়ে তুমি প্রভুকে অপমান করেছ,
তুমি ভেবেছ: "আমার বহু বহু রথের জোরে
আমি পর্বতমালার চূড়ায়,
লেবাননের চরম শিখরে গিয়ে উঠেছি;
তার সবচেয়ে উচ্চ এরসগাছ কেটে দিয়েছি,
তার সেরা দেবদারুগাছ ছিন্ন করেছি;
তার দূরতম জায়গায়, তার উর্বর অরণ্যে প্রবেশ করেছি।
আমি খনন করে বিদেশের জল পান করেছি,
আমার পদতল দিয়ে মিশরের যত জলস্রোত শুষ্ক করেছি।"
তুমি কি শুনতে পাচ্ছ?
আমি দীর্ঘকাল থেকেই এসব কিছু নিরূপণ করেছি,
পুরাকাল থেকেই এসব কিছু স্থির করেছি;
এখন তা বাস্তবায়িত করতে যাচ্ছি!
এ নিরূপিত ছিল যে,
তুমি সমস্ত দৃঢ়দুর্গ ধ্বংসস্তূপ করবে;
সেগুলোর নিবাসীরা—খাটোই যাদের হাত!—
ছিল আতঙ্কিত, ছিল দিশেহারা,
ছিল যেন মাঠের ঘাসের মত,
নরম সবুজ-ঘাসের মত,
ছাদের উপরে এমন ঘাসের মত, যা পুববাতাসে দগ্ধ।
কিন্তু তোমার বসে থাকা, তোমার বাইরে যাওয়া, তোমার ভিতরে আসা,
এইসব আমার কাছে জানা;
আমার উপরে তোমার কোপের কথাও আমি জানি।
আমার উপরে তোমার কোপ আছে,
তোমার আস্ফালন আমার কান পর্যন্তই গিয়ে উঠেছে,
তাই আমি তোমার নাকে দেব আমার কড়া,

ও তোমার ওষ্ঠে আমার বল্গা;
এবং তুমি যে পথ দিয়ে এসেছিলে,
সেই পথ দিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দেব।
তোমার পক্ষে, হেজেকিয়া, এই হবে চিহ্ন:
এবছরে লোকে স্বতঃস্ফূর্ত শস্য,
ও দ্বিতীয় বছরে তার মূলোৎপন্ন শস্য খাবে;
কিন্তু তৃতীয় বছরে তোমরা বীজ বুনবে ও ফসল কাটবে,
আঙুরখেত করবে ও তার ফসল খাবে।
যুদাকুলের যে অবশিষ্টাংশ রেহাই পাবে,
তারা নিচে শিকড় গাড়তে থাকবে,
উপরে ফল ফলাতে থাকবে।
কেননা যেরুসালেম থেকে একটা অবশিষ্টাংশ,
সিয়োন থেকে রেহাই পাওয়া এক দল মানুষ নির্গত হবে।
সেনাবাহিনীর প্রভুর উদ্যোগ তা-ই সাধন করবে!
সুতরাং আসিরিয়া-রাজের বিরুদ্ধে প্রভু একথা বলছেন,
সে এই নগরীতে প্রবেশ করবে না,
এখানে তীর ছুড়বে না,
ঢাল নিয়ে তার সম্মুখীন হবে না,
তার গায়ে জাঙ্গালও বাঁধবে না।
সে যে পথ দিয়ে এসেছিল, সেই পথ দিয়ে ফিরে যাবে;
না, সে এই নগরীতে প্রবেশ করবেই না—প্রভুর উক্তি!
আমি নিজের খাতিরে ও আমার আপন দাস দাউদের খাতিরে
এই নগরী রক্ষা করব—আমিই হব তার ঢাল।'

শ্লোক ইসা ৫২:৯-১০

প্র প্রভু তাঁর আপন জাতিকে সান্ত্বনা দিলেন, যেরুসালেমের মুক্তি পুনঃসাধন করলেন।
উ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।
প্র প্রভু তাঁর আপন পবিত্র হাত সকল জাতির দৃষ্টিগোচরে অনাবৃত করেছেন;
উ পৃথিবীর সকল প্রান্ত দেখতে পেয়েছে আমাদের পরমেশ্বরের পরিত্রাণ।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৮:১৪-১৬**

খ্রীষ্ট নিজ রক্ত দ্বারা জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন

যেহেতু খ্রীষ্ট জগৎকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেজন্য একথা স্পষ্ট যে, তাঁর নিজের জন্য পুনর্মিলনের প্রয়োজন ছিল না। যিনি কোন পাপ জানেননি, তাঁর পক্ষে নিজের কোন্ পাপের জন্য ঈশ্বরকে প্রসন্ন করা দরকার ছিল?

যখন ইহুদীরা সেই মুদ্রা আদায় করতে চাইল যা বিধান অনুসারে পাপের কারণেই দেওয়ার কথা, তখন যীশু পিতরকে বললেন: *সিমোন, তুমি কি মনে কর? পৃথিবীর রাজারা কাদের কাছ থেকে কর বা রাজস্ব গ্রহণ করে থাকেন? কি নিজেদের ছেলেদের কাছ থেকে, না অন্য লোকদের কাছ থেকে? পিতর বললেন, অন্য লোকদের কাছ থেকে। যীশু তাঁকে বললেন, তবে ছেলেরা করমুক্ত। তবু আমরা যেন তাদের স্খলনের কারণ না হই, এজন্য তুমি সমুদ্রে গিয়ে বড়শি ফেল; যে মাছ প্রথমে ওঠে, সেইটা ধর; তার মুখ খুলে একটা টাকার মুদ্রা পাবে; সেইটা নিয়ে তুমি আমার ও তোমার জন্য তাদের হাতে তুলে দাও।* এতে তিনি বুঝিয়ে দিলেন, পাপের জন্য তাঁর কোন মধ্যস্থ প্রয়োজন নেই, কারণ তিনি পাপের ক্রীতদাস নন, কিন্তু সমস্ত ভুল থেকে মুক্ত ঈশ্বরপুত্র। বস্তুতপক্ষে পুত্র

স্বাধীন, দাসই তো দোষী। তিনি নিজেই বরং পরম স্বাধীনতা, নিজের প্রাণমুক্তির জন্য মূল্য দেন না; অন্যদিকে তাঁর রক্ত সারা বিশ্বের পাপরাশির মুক্তিমূল্য দানের জন্য অধিক যথেষ্ট। নিজের জন্য কিছুই দিতে বাধ্য নন বিধায়ই তিনি অন্যদের মুক্ত করতে সক্ষম।

আরও, নিজেরই মুক্তিমূল্য বা নিজেরই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্য যে খ্রীষ্টের পক্ষে কিছুই দেওয়া দরকার নেই, তা শুধু নয়; সাধারণ বিশ্বাসের মানুষকে ধর, সেও বুঝতে পারবে যে এখন কারও পক্ষেও নিজের জন্য সেই প্রায়শ্চিত্ত দেওয়া আর দরকার হয় না, কারণ খ্রীষ্টই সকলের জন্য প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ, তিনিই সারা বিশ্বের মুক্তি।

সকলের মুক্তিকর্ম সাধনের উদ্দেশ্যে যখন খ্রীষ্ট মুক্তিমূল্য হিসাবে নিজ রক্ত দান করেছেন, তখন আর কেইবা নিজের মুক্তিকর্ম নিজের রক্তমূল্যেই সাধন করতে পারবে? খ্রীষ্টের রক্তের সঙ্গে কি তুলনার মত রক্ত থাকতে পারে? যিনি নিজেকে উৎসর্গ করলেন ও একাই নিজের রক্ত দ্বারা সারা বিশ্বকে ঈশ্বরের সঙ্গে পুনর্মিলিত করলেন, সেই খ্রীষ্টের প্রায়শ্চিত্তের চেয়ে কে নিজের জন্য মহত্তর প্রায়শ্চিত্ত সাধন করতে পারবে?

সকলের পাপের জন্য যিনি প্রায়শ্চিত্তবলি হলেন ও আমাদের মুক্তিদানের জন্য নিজের প্রাণ সঁপে দিলেন, তাঁর চেয়ে কোন্ মহত্তর বলি, কোন্ উৎকৃষ্ট যজ্ঞ, কোন্ শ্রেষ্ঠ সহায়ক থাকতে পারে? সুতরাং যেহেতু যে রক্তমূল্যে খ্রীষ্ট আমাদের মুক্তি সাধন করলেন, খ্রীষ্টের সেই রক্ত সকলেরই মুক্তিমূল্য, সেজন্য কোন প্রায়শ্চিত্তবলি বা নিজস্ব কোন মুক্তিমূল্য প্রয়োজন হয় না: কেবল তিনিই পিতার সঙ্গে আমাদের পুনর্মিলিত করলেন ও মৃত্যু পর্যন্ত যন্ত্রণাভোগ করলেন। যিনি নিজের মাথায় আমাদের সমস্ত যন্ত্রণা তুলে নিলেন, তিনি বললেন, *তোমরা, পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত যারা, সকলে আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের বিশ্রাম দেব।*

শ্লোক কল ১:২১,২২; রো ৩:২৫

প্র তোমরা একসময়ে দুষ্কর্মের চিন্তায় ছিলে ঈশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন ও তাঁর শত্রু, এখন কিন্তু তিনি সেই মাংসময় দেহে তাঁর মৃত্যু দ্বারা তোমাদের পুনর্মিলিত করেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।
প্র তাঁর সেই রক্তদানে তাঁকেই ঈশ্বর বিশ্বাসগুণে প্রায়শ্চিত্তের স্থানস্বরূপ তুলে ধরেছেন,
উ যেন তিনি তোমাদের পবিত্র, নিষ্কলঙ্ক ও অনিন্দ্য ক'রে নিজের সামনে আনতে পারেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৫:১–৬:৪

ঐশ প্রতিদান

তোমার ধনসম্পদের উপরে নির্ভর করো না;
এই কথাও বলো না, 'আমার যা প্রয়োজন, তা সবই আমার আছে!'
তোমার স্বভাব ও তোমার বলের অনুগামী হয়ো না,
হলে তোমার হৃদয়ের দুর্মতিকে প্রশ্রয় দেবে।
একথা বলো না, 'আমার উপর কে প্রভুত্ব করবে?'
কারণ প্রভু নিশ্চয়ই তোমার যোগ্য প্রতিফল দেবেন।
একথা বলো না, 'পাপ করেছি, তবু আমার কী অমঙ্গল ঘটল?'
কারণ প্রভু ধৈর্য রাখতে পারেন!
ক্ষমালাভের বিষয়ে তত নিশ্চিত হয়ো না,
যার ফলে আরও রাশি রাশি পাপ জমাতে থাক।
একথা বলো না, 'তাঁর করুণা মহান;
তিনি আমার বহু পাপ ক্ষমা করবেন',
কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে,
আর তাঁর রোষ পাপীদের উপর বর্ষিত হবে।

প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না,
দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
কারণ প্রভুর ক্রোধ অকস্মাৎ জ্বলে উঠবে,
তখন, সেই শাস্তির দিনে, তোমাকে নিশ্চিহ্ন করা হবে।
অন্যায়-ধনসম্পদের উপর আস্থা রেখো না,
তাতে দুর্বিপাকের দিনে তোমার উপকার হবে না।

গম যে কোন বাতাসে ঝেড়ো না,
যে কোন পথেও পা বাড়িয়ো না,
যেমনটি দু'কথার মানুষ সেই পাপী করে থাকে!
তোমার নিশ্চিত ধারণায় নিষ্ঠাবান হও,
এক কথার মানুষ হও।
শুনতে আগ্রহ দেখাও,
উত্তর দিতে ধীর হও।
কোন বিষয়ে তোমার জানা থাকলে তোমার প্রতিবেশীকে উত্তর দাও;
জানা না থাকলে মুখে হাত দাও।
কথনে সম্মানও থাকতে পারে, অসম্মানও থাকতে পারে;
মানুষের জিহ্বাই তার সর্বনাশ।
তুমি হয়ো না পরনিন্দুক নামের যোগ্য,
তোমার জিহ্বা দিয়ে ফাঁদ বসিয়ো না,
কারণ লজ্জা যেমন চোরের প্রাপ্য,
কঠোর দণ্ড তেমনি মিথ্যাবাদীর মজুরি।
তুমি ছোট কি বড় ব্যাপারে কারও অপমান করো না,
বন্ধুত্বের বিনিময়ে শত্রুতার পাত্র হয়ো না;
কারণ দুর্নাম লজ্জা ও ঘৃণা আকর্ষণ করে;
ঠিক তাই ঘটে দু'কথার মানুষ সেই পাপীর ক্ষেত্রে।
নিজের দুর্মতির হাতে নিজেকে তুলে দিয়ো না,
পাছে তা রোষভরা বৃষের মত তোমাকে দীর্ণ-বিদীর্ণ করে;
তুমি তোমার নিজের পল্লব গ্রাস করবে, নিজের যত ফল বিনষ্ট করবে,
শেষে নিজেকে শুষ্ক কাঠের অবস্থায় ফেলে রাখবে।
উগ্রমেজাজের অধীন যে মানুষ, সেই মেজাজই তার বিনাশ ঘটায়,
তাকে তার শত্রুদের উপহাসের বস্তু করে।

শ্লোক সিরা ৫:৬,৭; প্রত্যা ২২:১২

প্র প্রভুর কাছে ফিরতে দেরি করো না, দিনের পর দিন ব্যাপারটা স্থগিত করো না,
উ কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে।
প্র দেখ, আমি শীঘ্রই আসছি—প্রভুর উক্তি; দেওয়ার মজুরি আমার কাছে থাকবে, আমি প্রত্যেককে যে যার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেব।
উ কারণ তাঁর কাছে দয়া ও ক্রোধ দু'টোই রয়েছে।

আমাদের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে

আমরা যখন অনেকের প্রতি ঋণী, তখন কোন সন্দেহ নেই, অন্যরাও আমাদের প্রতি ঋণী। বস্তুত আমরা মানুষ বলে সেই হিসাবে কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা সহনাগরিক বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা পিতা বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী, আমরা সন্তান বলে সেই হিসাবে অন্য কেউ আমাদের প্রতি ঋণী; শেষে স্ত্রীলোকও আছে যারা, আমরা স্বামী বলে সেই হিসাবে আমাদের প্রতি ঋণী, এবং বন্ধুর প্রতি বন্ধু হিসাবে ঋণী। সুতরাং, আমাদের প্রতি যারা ঋণী, সেই সকলের মধ্যে কেউ কেউ যদি আমাদের প্রতি তাদের কর্তব্য পালনে তত তৎপর হয়ে ব্যবহার না করে, তাহলে এসো, তাদের প্রতি মানবতার সঙ্গেই ব্যবহার করি, তাদের ঘটিত ক্ষতির চেয়ে বরং সেই ঋণেরই কথা স্মরণ করি যা আমরাও মানুষদের কাছে শুধু নয়, ঈশ্বরের কাছেও বারবার শোধ করিনি। সে সমস্ত ঋণ যা শোধ করিনি তা শুধু নয়, বরং যে কোন কর্তব্য পালন না করায় যে কোন সময়ে প্রতিবেশীকে ঠকিওয়েছি, তা মনের সামনে রেখে আমরা তাদের প্রতি যথেষ্ট ক্ষমাশীল হব, যারা আমাদের প্রতি তাদের ঋণ শোধ করে না: একথা বিশেষ ভাবে উপযুক্ত আমরা যদি ঈশ্বরের বিরুদ্ধে আমাদের পাপ ভুলে না যাই, ও সত্য না জেনেই হোক কি জীবনের প্রতিকূলতা সহ্য না করেই হোক আমরা পরাৎপরের বিরুদ্ধে আমাদের কটুবাক্যও ভুলে না যাই।

কেননা আমাদের ঋণীদের প্রতি ক্ষমাশীল না হলে আমরা সেই একই দণ্ড ভোগ করব যা সেই লোক ভোগ করেছে যে নিজের সহদাসের একশ' টাকা ঋণ মাপ করেনি। সুসমাচারের উপমা-কাহিনী অনুসারে, তার ঋণ আগে মাপ করা হয়ে থাকলেও তবুও প্রভু তাকে শৃঙ্খলিত করতে হুকুম দিলেন ও আগে যা মাপ করেছিলেন তা আবার দাবি করলেন; তিনি তাকে বললেন, হে ধূর্ত ও অলস দাস, আমি যেমন তোমার প্রতি দয়া দেখিয়েছিলাম, তেমনি তোমার সহদাসের প্রতি তোমারও কি দয়া দেখানো উচিত ছিল না? তাকে কারাগারে নিয়ে যাও যে পর্যন্ত সে সমস্ত ঋণ শোধ না করে। এবং প্রভু একথা বলে চলেছিলেন, *আমার স্বর্গস্থ পিতা তোমাদের প্রতি ঠিক এভাবেই ব্যবহার করবেন, তোমরা প্রত্যেকে যদি নিজ নিজ ভাইকে অন্তর থেকেই ক্ষমা না কর।* সুতরাং আমাদের বিরুদ্ধে কৃত পাপ ক্ষমা করার অধিকার আমাদের সকলেরই রয়েছে, যেভাবে এ বাণীতে স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *যেমন আমরাও আমাদের অপরাধীদের ক্ষমা করেছি;* আর এ বাণীতেও স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *কারণ আমরাও আমাদের প্রত্যেক অপরাধীকে ক্ষমা করি।*

আমি মনে করি, নানা প্রকার প্রার্থনা সম্বন্ধে ব্যাখ্যা দেওয়ার পরেই প্রার্থনা-প্রসঙ্গটা শেষ করতে পারব। আমি চার প্রকার প্রার্থনা উল্লেখযোগ্য মনে করি; এগুলো শাস্ত্রে নানা স্থানে পেয়েছি, আর এগুলো অনুসারে প্রত্যেকেরই সচেষ্ট হওয়া উচিত, যাতে নিজ প্রার্থনা একীভূত করতে পারে। সর্বপ্রথমে, প্রার্থনার প্রথম গতি হল, আমাদের সাধ্যমত আমরা যেন সেই খ্রীষ্টে, যিনি পিতার সঙ্গে গৌরবান্বিত হন, ও যিনি পিতা ও পুত্রের সঙ্গে প্রশংসিত হন সেই পবিত্র আত্মায় ঈশ্বরকে গৌরব আরোপ করি। এরপর, যে সমস্ত উপকার সকলের উপর বর্ষিত হয়েছে ও ঈশ্বরের কাছ থেকে যে ব্যক্তিগত অনুগ্রহদান প্রত্যেকে পেয়েছে, তার জন্য প্রত্যেকের ধন্যবাদ জানানো উচিত। ধন্যবাদ জানালে পর, গভীর দুঃখের সঙ্গে ঈশ্বরের সামনে নিজ পাপ স্বীকার করতে হবে, ও তাঁর কাছে সর্বাপেক্ষা সেই ঔষধই যাচনা করতে হবে যা কু-অভ্যাস ও প্রবণতা থেকে আমাদের মুক্ত করবে; এরপর নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা যাচনা করতে হবে। পাপস্বীকারের পর আমি মনে করি যে, চতুর্থ পর্যায় হিসাবে স্বর্গীয় মহামঙ্গলদানগুলি যাচনাও করা উচিত—নিজেদের জন্য ও সকলের জন্য, আবার আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুদেরও জন্য। শেষে, এসব কিছুর ঊর্ধ্বে, প্রার্থনা যেন আত্মায় খ্রীষ্টের দ্বারা ঈশ্বরের গৌরবারোপণ করায় সমাপ্ত হয়। কেননা যে প্রার্থনা ঈশ্বরের গৌরবারোপণে শুরু হয়েছিল তা একইভাবে সমাপ্ত করা সমীচীন—পবিত্র আত্মায় খ্রীষ্টের দ্বারা আমরা নিখিল সৃষ্টির পিতার প্রশংসাগান ও গৌরবকীর্তন করব: তাঁর গৌরব হোক চিরকাল।

শ্লোক মথি ৫:৪৪-৪৫; এফে ৪:৩২

℣ তোমরা তোমাদের শত্রুদের ভালবাস, ও যারা তোমাদের নির্যাতন করে, তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর,

℣ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।
℟ পরস্পরের প্রতি উদারমনা ও সহৃদয় হও, পরস্পরকে ক্ষমা কর, যেমন ঈশ্বরও খ্রীষ্টে তোমাদের ক্ষমা করেছেন,
℣ যেন তোমরা তোমাদের স্বর্গস্থ পিতার সন্তান হতে পার।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - ২ রাজা ২১:১-১৮,২৩–২২:১

যুদা-রাজ মানাসে ও আমোন;
যোসিয়ার রাজ্য-শুরু

মানাসে বারো বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম হেফ্জিবা। প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি তেমন কাজই করলেন। প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের সামনে থেকে যে জাতিগুলিকে দেশছাড়া করেছিলেন, তিনি তাদের জঘন্য প্রথা অনুসারে ব্যবহার করলেন: হ্যাঁ, তাঁর পিতা হেজেকিয়া যে সমস্ত উচ্চস্থান ধ্বংস করেছিলেন, তিনি সেগুলি পুনর্নির্মাণ করলেন; ইস্রায়েল-রাজ আহাব যেমন করেছিলেন, তেমনি তিনি বায়াল-দেবের উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি প্রতিষ্ঠা করলেন; একটা পবিত্র দণ্ড স্থাপন করলেন; আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করলেন ও তাদের সেবা করলেন; প্রভু যে গৃহের বিষয়ে বলেছিলেন, 'আমি যেরুসালেমেই আমার আপন নাম অধিষ্ঠিত করব,' প্রভুর সেই গৃহে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; তিনি প্রভুর গৃহের দুই প্রাঙ্গণে আকাশের সমস্ত তারকা-বাহিনীর উদ্দেশে নানা যজ্ঞবেদি গাঁথলেন; নিজের ছেলেকে আগুনের মধ্য দিয়ে পার হতে বাধ্য করলেন; গণকতা ও জাদুবিদ্যাও ব্যবহার করলেন; ভূতের ওঝাদের ও গণকদের জন্য স্থায়ী ব্যবস্থা করলেন; প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তিনি বহুরূপেই তেমন কাজ করলেন, শেষে প্রভুকে ক্ষুব্ধ করে তুললেন; তিনি আশেরা-দেবীর একটা মূর্তি তৈরি করিয়ে সেই গৃহেই দাঁড় করালেন, যে গৃহের বিষয়ে প্রভু দাউদকে ও তাঁর সন্তান সলোমনকে একথা বলেছিলেন, 'আমি এই গৃহে ও ইস্রায়েলের সমস্ত গোষ্ঠীর মধ্য থেকে আমার বেছে নেওয়া নগরী এই যেরুসালেমে আমার নাম চিরকালের মত অধিষ্ঠিত করব; আমি তাদের পিতৃপুরুষদের যে দেশভূমি দিয়েছি, সেই দেশভূমির বাইরে ইস্রায়েলের পা আর চলতে দেব না; অবশ্য, আমি তাদের যে সমস্ত আজ্ঞা দিয়েছি, এবং আমার দাস মোশী তাদের জন্য যে সমস্ত বিধান জারি করেছে, তারা যদি সযত্নে সেই অনুসারে চলে।' কিন্তু তারা কান দিল না, এবং মানাসে তাদের এমন পথভ্রষ্ট করলেন যে, প্রভু ইস্রায়েল সন্তানদের খাতিরে যে জাতিগুলোকে নিশ্চিহ্ন করেছিলেন, ওরা তাদের চেয়েও বেশি দুর্ব্যবহার করল।

তখন প্রভু তাঁর দাস নবীদের মধ্য দিয়ে একথা বললেন, 'যুদা-রাজ মানাসে এই সমস্ত জঘন্য কাজ করেছে ব'লে, তার আগে আমোরীয়েরা যত জঘন্য কাজ করত সেগুলির চেয়েও খারাপ কাজ করেছে ব'লে, এবং তার পুতুলগুলো দ্বারা যুদাকেও পাপ করিয়েছে ব'লে ইস্রায়েলের পরমেশ্বর প্রভু একথা বলছেন: দেখ, আমি যেরুসালেমের ও যুদার উপরে এমন অমঙ্গল ডেকে আনব যে, যে কেউ তা শুনবে, তাতে তার দুই কান বেজে উঠবে। আমি যেরুসালেমের উপরে সামারিয়ার সুতা ও আহাবকুলের ওলন ছড়িয়ে দেব; থালা যেমন মোছা হয়, ও মুছলে পর তা উল্টিয়ে উপুড় করে রাখা হয়, তেমনি আমি যেরুসালেমকে মুছে ফেলব। আমি আমার উত্তরাধিকারের অবশিষ্টাংশ পরিত্যাগ করব, তাদের শত্রুদের হাতে তাদের তুলে দেব, তারা তাদের শত্রুদের শিকার ও লুটতরাজের বস্তু হবে, কারণ আমার দৃষ্টিতে যা অন্যায়, তারা তেমন কাজই করেছে, এবং যেদিন তাদের পিতৃপুরুষেরা মিশর থেকে বেরিয়ে এসেছিল, সেদিন থেকে আজ পর্যন্ত তারা আমাকে ক্ষুব্ধ করে তুলেছে।'

প্রভুর দৃষ্টিতে যা অন্যায় তেমন কাজই করে মানাসে যুদাকে যে পাপ করিয়েছিলেন, তা ছাড়া তিনি আবার নির্দোষীর এমন পরিমাণ রক্ত ঝরিয়েছিলেন যে, সেই রক্তে যেরুসালেমকে এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ভরিয়েছিলেন। মানাসের বাকি যত কর্মকীর্তি, সেই সমস্ত কথা, ও তিনি যে যে পাপ করেছিলেন, তাও কি

যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? পরে মানাসে তাঁর পিতৃপুরুষদের সঙ্গে নিদ্রা গেলেন, তাঁকে তাঁর প্রাসাদের উদ্যানে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান আমোন তাঁর পদে রাজা হলেন।

আমোনের অনুচারীরা তাঁর বিরুদ্ধে চক্রান্ত করল, তারা রাজাকে তাঁর নিজেরই প্রাসাদে হত্যা করল। কিন্তু দেশের লোকেরা, আমোন রাজার বিরুদ্ধে যারা চক্রান্ত করেছিল, তাদের সকলকে মেরে ফেলল। দেশের লোকেরা নিজেরাই তাঁর সন্তান যোসিয়াকে তাঁর পদে রাজা করল। আমোনের বাকি যত কর্মকীর্তি কি যুদা-রাজাদের ইতিহাস-পুস্তকে লিপিবদ্ধ নেই? তাঁকে তাঁর নিজের সমাধিমন্দিরে, উজ্জার উদ্যানেই, সমাধি দেওয়া হল, আর তাঁর সন্তান যোসিয়া তাঁর পদে রাজা হলেন।

যোসিয়া আট বছর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করে যেরুসালেমে একত্রিশ বছর রাজত্ব করেন; তাঁর মাতার নাম যেদিদা, তিনি বস্কাত-নিবাসী আদাইয়ার কন্যা।

শ্লোক ২ বংশ ৩৩:৯,১০,১১

প্র মানাসে যেরুসালেম-অধিবাসীদের পথভ্রষ্ট করলেন;
উ এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে আসিরিয়া-রাজের সেনাপতিদের আনলেন।
প্র প্রভু মানাসে ও তাঁর লোকদের কাছে কথা বললেন, কিন্তু তাঁরা কান দিলেন না;
উ এজন্য প্রভু তাদের বিরুদ্ধে আসিরিয়া-রাজের সেনাপতিদের আনলেন।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু সিপ্রিয়ান-লিখিত 'সহিষ্ণুতার নানা গুণ' ৩-৪

আমার কাছে ফিরে এসো

প্রিয়তম ভাইবোনেরা, আমরা যারা কথায় নয়, কাজেই দার্শনিক হয়েছি, যারা বাহ্যিক চেহারাকে নয়, প্রজ্ঞার সত্যকেই বেশি প্রাধান্য দিই, যারা সদ্‌গুণগুলোর দম্ভ নয়, সেগুলোর মর্মই জেনেছি, যারা বড় কথা বলি না বরং তা জীবন দ্বারাই ব্যক্ত করি, এসো, ঈশ্বরের সেবক ও উপাসক রূপে আত্মিক সেবাকর্ম দ্বারাই সেই সহিষ্ণুতা দেখাই যা স্বর্গীয় উপদেশের মধ্য দিয়ে শিখি; কেননা এ সদ্‌গুণ ঈশ্বরের সঙ্গে আমাদের সাধারণ সম্পদ। যেখানে সহিষ্ণুতার সূচনা, সেইখানে তার মর্যাদা ও তার প্রভাবের উৎস, তথা সহিষ্ণুতার উৎপত্তি ও মাহাত্ম্যের সাধক স্বয়ং ঈশ্বর। সহিষ্ণুতা ঈশ্বরের প্রিয় বিধায় মানুষ তা ভালবাসবে; ঈশ্বর নিজে যে মঙ্গল ভালবাসেন, তা ভালবাসতে আমাদেরও আহ্বান করেন। ঈশ্বর যখন আমাদের পক্ষে প্রভু ও পিতা, তখন এসো, প্রভুর ও পিতার সহিষ্ণুতার অন্বেষণ করি, কারণ দাসকে বাধ্য হওয়া ও সন্তানকে বিকৃত না হওয়া মানায়।

আসলে ঈশ্বরে কতই না সহিষ্ণুতা বিদ্যমান! তাঁর মহত্ত্ব ও তাঁর মর্যাদার অবমাননায় মানুষ যত অসার দেবমন্দির, পার্থিব ছবি ও জঘন্য তীর্থস্থান স্থাপন করেছে, তিনি তা অসীম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সহ্য করে ভাল মন্দ সকলের উপরেই দিনের উদয় ঘটান ও সূর্যের আলো উদ্ভাসিত করেন, বৃষ্টি দানে ভূমি জলসিক্ত করেন, নিজ উপকার থেকে কাউকে বঞ্চিত করেন না, বরং ধার্মিক অধার্মিক সকলের উপরে বৃষ্টির জল বর্ষণ করেন। আর আমরা তাঁকে প্রায়, এমনকি অবিরতই দুঃখ দিলে তবু ঈশ্বর নিজ ক্রোধ প্রশমিত করে থাকেন, এবং প্রতিদানের জন্য যে দিনটি একবার চিরকালের মত নিরূপিত, তিনি সহিষ্ণুতার সঙ্গে সেই দিনের অপেক্ষায় থাকেন; আর তাঁর হাতে প্রতিশোধের অধিকার থাকলেও তবু প্রসন্নতার সঙ্গে সহ্য করে আরও দীর্ঘ কাল ধরে ধৈর্য ধরতে ও সময় স্থগিত করতে ইচ্ছুক, যাতে সম্ভব হলে একদিন সেই দীর্ঘকালীন শঠতার পরিবর্তন হয়, ও ভুলভ্রান্তি ও অপরাধের কলুষ দ্বারা প্রবঞ্চিত মানুষ যদিও দেরি করে তবু যেন ঈশ্বরের প্রতি মন ফেরায়; কেননা তিনি আবেদন জানিয়ে বলেন, *আমি মরণাপন্নের মৃত্যু চাই না, বরং চাই সে যেন মন ফিরিয়ে বাঁচে;* তিনি এও বলেন, *আমার কাছে ফিরে এসো; তোমাদের ঈশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান ও স্নেহশীল, সহিষ্ণুতা ও করুণায় মহান, ও নিরূপিত শাস্তি ক্ষমা করেন।*

শ্লোক হিব্রু ১০:৩৫-৩৬; ১২:৩

প্র তোমাদের সেই সৎসাহস হারিয়ে ফেলো না, যেহেতু তা মহাপুরস্কার বহন করে।
উ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে

পার।

℟ তোমরা যেন নিরাশার ফলে ভেঙে না পড়,

℣ তোমাদের শুধু নিষ্ঠারই প্রয়োজন, ঈশ্বরের ইচ্ছা পালন ক'রে তোমরা যেন সেই প্রতিশ্রুতির ফল লাভ করতে পার।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৬:৫-৩৭

বন্ধুত্ব ; প্রজ্ঞা লাভের জন্য সাধনা

মধুর কণ্ঠ বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে,
শালীন কথন শান্তি-কামনা আকর্ষণ করে।
যারা তোমার শান্তি-কামনা করে, তারা অনেকে হোক,
তবু সহস্রজনের মধ্য থেকে একজনমাত্রই হোক তোমার পরামর্শদাতা।
যদি কাউকে তোমার বন্ধু করতে চাও, তাকে যাচাই কর ;
সঙ্গে সঙ্গে তার উপর আস্থা রেখো না।
কেননা এমন কেউ আছে, যে নিজ সুবিধায়ই বন্ধু,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
এমন বন্ধুও আছে, যে শত্রুতে রূপান্তরিত হয়
ও তোমাদের মধ্যে যে ঝগড়া তার কথা প্রকাশ করবে—তোমার অসম্মানে!
এমন বন্ধু আছে, যে খাওয়া-দাওয়াতেই সঙ্গী,
কিন্তু দুর্দশার দিনে তোমার পাশে দাঁড়াবে না।
তোমার সমৃদ্ধির সময়ে সে হবে তোমার যেন দ্বিতীয় তুমি,
তোমার ঘরের সকলের সঙ্গেও সে অবাধে কথা বলবে ;
কিন্তু তোমার অবমাননা হলে সে তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে,
তোমার সামনে থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখবে।
তোমার শত্রুদের কাছ থেকে দূরে থাক,
তোমার বন্ধুদের বিষয়ে সাবধান থাক।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয়,
তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।
বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো অমূল্য সম্পদ,
তার যোগ্যতা পরিমাপের অতীত।
বিশ্বস্ত বন্ধু জীবনদায়ী অমৃতের মত,
যারা প্রভুকে ভয় করে, তারাই তেমন বন্ধুকে পাবে।
প্রভুকে যে ভয় করে, সে বন্ধুত্বকে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করে,
কারণ সে নিজে যেমন, তার সঙ্গীও তেমন হবে।
সন্তান, তরুণ বয়স থেকে শাসনবাণী ধ্যানে রত থাক,
তবে বার্ধক্য পর্যন্ত প্রজ্ঞা লাভ করবে।
লাঙল দেয় ও বীজ বোনে, তেমন মানুষেরই মত প্রজ্ঞার কাছে এগিয়ে যাও,
গিয়ে তার উৎকৃষ্ট ফলের প্রতীক্ষায় থাক ;
চাষের জন্য তোমার একটু পরিশ্রম হবে বটে,
তবু শীঘ্রই তুমি ভোগ করবে তার উৎপন্ন ফল।
প্রজ্ঞা তো সত্যিই বিশৃঙ্খলের পক্ষে কঠোর,

যার সুমতি নেই, সে নিষ্ঠাবান হতে পারবে না ;
তার পক্ষে বরং তা হবে মূল্যহীন একটা পাথরের মত,
তা ফেলে দিতে সে তত দেরি করবে না।
কেননা প্রজ্ঞা ঠিক নিজের নামেরই মত প্রচ্ছন্ন,
অনেকের কাছে সে স্পষ্ট নয়।
সন্তান, শোন ; আমার অভিমত গ্রহণ কর ;
আমার সুমন্ত্রণা অস্বীকার করো না।
তোমার পা তার বেড়িতে ঢোকাও,
ঘাড় তার শেকলে সঁপে দাও ;
কাঁধ নত করে তা বহন করে চল,
তার বাঁধন অসহ্য বলে মনে করো না ;
সমস্ত প্রাণ দিয়ে তার কাছে এগিয়ে এসো,
তোমার যথাসাধ্যই তার যত পথ ধরে চল ;
তার পদচিহ্ন অনুসরণ কর, তার অন্বেষণ কর ; তোমাকে দেখা দেবে ;
একবার তার নাগাল পেয়ে তাকে আর ছেড়ো না।
কারণ পরিশেষে তার মধ্যে বিশ্রাম পাবে,
আর সে তোমার জন্য আনন্দে রূপান্তরিত হবে।
তখন তার বেড়ি হবে তোমার প্রবল আশ্রয়,
তার যত শেকল হবে গৌরব-বসন।
তার জোয়াল, তা তো সোনার ভূষণ,
তার যত শেকল, তা তো বেগুনি ফিতা।
তুমি তা গৌরব-বসন রূপেই পরিধান করবে,
তা আনন্দ-মুকুট রূপেই মাথায় পরে নেবে।
সন্তান, ইচ্ছা করলে তুমি সুশিক্ষিত হতে পারবে ;
সম্পূর্ণরূপে মনোনিবেশ করলে নিপুণ হতে পারবে।
শ্রবণে প্রীত হলে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠবে,
কান দিলে হবে প্রজ্ঞাবান।
প্রবীণদের সভায় যোগ দাও ;
প্রজ্ঞাবান কেউ আছে? তারই সঙ্গ নাও।
সমস্ত ঐশবাণী সদিচ্ছার সঙ্গে শোন,
সুচিন্তিত প্রবচন যেন তোমাকে না এড়ায়।
সুবিবেচক কাউকে দেখলে শীঘ্রই তার কাছে যাও ;
তোমার পায়ে ক্ষয় হোক তার দরজার সোপান।
প্রভুর সমস্ত নির্দেশবাণী ধ্যান করে থাক,
তাঁর আজ্ঞাগুলি তোমার নিত্য চিন্তার বস্তু হোক ;
তিনি তোমার হৃদয় সুস্থির করবেন,
তখন তোমার প্রজ্ঞার আকাঙ্ক্ষা তৃপ্তি পাবে।

শ্লোক যোহন ১৫:১৪,১২; সিরা ৬:১৪

℣ তোমরা আমার বন্ধু, তোমাদের যা করতে বলেছি তোমরা যদি তাই কর :
℟ তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।
℣ বিশ্বস্ত বন্ধু, সে তো প্রবল আশ্রয় ; তেমন বন্ধুকে যে পায়, সে তো মহাধন পায়।

℟ তোমরা পরস্পরকে ভালবাস, আমি তোমাদের যেভাবে ভালবেসেছি।

দ্বিতীয় পাঠ - রিভোর মঠাধ্যক্ষ সাধু এল্‌রেড-লিখিত 'আধ্যাত্মিক বন্ধুত্ব' **৩য় পুস্তক**

বিশ্বস্ত বন্ধু জীবন-মলম স্বরূপ

এই মরজীবন কালে বন্ধুত্বের চেয়ে বাসনা করার মত অধিক পবিত্র কিছু নেই, অনুসন্ধান করার মত অধিক উপযোগী কিছু নেই, পাবার মত অধিক কঠিন কিছু নেই, ভোগ করার মত অধিক মধুর কিছু নেই, রক্ষা করার মত অধিক উপকারী কিছু নেই। বন্ধুত্ব বর্তমান জীবনে ফল দেয়, ভাবী জীবনেও ফল দেয়; তার কোমলতায় সকল সদ্‌গুণ রুচিকর করে, তার শক্তিতে রিপু পরাজিত করে; প্রতিকূলতা মিষ্ট করে ও অনুকূল ঘটনাগুলো সুবিন্যস্ত করে, যার ফলে বন্ধু না থাকলে মরণশীলদের মধ্যে মনোহর কিছু থাকতে পারে না। মানুষের যদি এমন বন্ধু না থাকে যার সঙ্গে আনন্দের দিনে সে আনন্দ করবে ও শোকের দিনে চোখের জল ফেলবে, যার উপরে হৃদয়ের বোঝা ফেলে দেবে ও মনে যত উজ্জ্বল ও উৎকৃষ্ট চিন্তা উদিত হলে যার সঙ্গে সহভাগিতা করবে, তেমন মানুষ পশুর তুল্য। *ধিক্ তাকে, যে একা, কেননা সে পড়লে তাকে তুলতে পারবে এমন কেউ নেই।* আর যার কোন বন্ধু নেই, সে-ই একা।

কিন্তু তুমি যখন এমন একজনকে পাও যার সঙ্গে ঠিক যেন নিজেরই সঙ্গে কথা বলতে পার, যার কাছে তোমার দোষের কথাও নির্ভয়ে স্বীকার করতে পার, যার কাছে আধ্যাত্মিক জীবনে তোমার সম্ভাব্য অগ্রগতির কথা লজ্জাবোধ না করে প্রকাশ করতে পার, যার কাছে তোমার সমস্ত গোপন মনোবাঞ্ছা জানাতে পার ও যার হাতে তোমার যত সঙ্কল্প ও পরিকল্পনা ন্যস্ত করতে পার, তখন কী আনন্দ, কী নিরাপত্তা, কী সুখ! গর্ব ও সন্দেহ ভয় না করে, অন্যের সংস্কারে কুণ্ঠিত না হয়ে ও অন্যের প্রশংসায় তোষামোদ বা নিন্দা আবিষ্কার করতে বাধ্য না হয়ে এইভাবে একহৃদয়ে মিলিত হওয়া ও দু'জনে এক হওয়া, এছাড়া মনোরম আর কীবা আছে? সেই জ্ঞানবান ব্যক্তি বললেন, *বিশ্বস্ত বন্ধু জীবন-মলম স্বরূপ।* ঠিক কথা! কেননা এমন ব্যক্তি যে সমস্ত দুর্দশায় আমাদের সঙ্গে দুঃখভোগ করায় ও আমাদের সমস্ত সাফল্যে আমাদের সঙ্গে আনন্দ করায় আমাদের পাশাপাশি থাকতে পারে, যাতে প্রেরিতদূতের বাণী মত হাতে হাত মিলিয়ে দু'জনে একে অন্যের ভার বহন করে, পার্থিব সকল অবস্থায় আমাদের ক্ষতস্থানের পক্ষে তেমন ব্যক্তিকে পাওয়ার চেয়ে অধিক উপযোগী, কার্যকর ও নিপুণ প্রতিকার নেই।

সুতরাং বন্ধুত্ব অনুকূল সব কিছু অধিকতর সুন্দর করে তোলে ও সহভাগিতার মধ্য দিয়ে প্রতিকূল যত কিছু লঘুভার করে দেয়। সত্যি, *বন্ধু উৎকৃষ্ট জীবন-মলম স্বরূপ,* কেননা প্রাচীনকালের বিধর্মীদের এ ধারণা ছিল, আমরা জল ও আগুনের চেয়ে বন্ধুকেই বেশি ব্যবহার করি। কাজে কর্মে, আপদে বিপদে, যে কোন অবস্থা বা পরিস্থিতিতে, গোপনে প্রকাশ্যে, প্রতিটি সিদ্ধান্তে, ঘরে বাইরে সর্বত্রই বন্ধুত্ব মনোহর, বন্ধু প্রয়োজন, একাত্মতা উপযোগী।

সর্বাপেক্ষা বন্ধুত্ব ঠিক যেন এক ধাপের মত যা সেই পরমসিদ্ধির নাগালের কাছাকাছি আমাদের তুলে আনে, যে পরমসিদ্ধি ঈশ্বরপ্রেমে ও ঈশ্বরজ্ঞানে প্রকাশিত: তাতে যে মানুষ ছিল মানুষের বন্ধু, সে মানুষ এবার হল ঈশ্বরেরই বন্ধু—সুসমাচারে ত্রাণকর্তা একই কথা বলেছেন: *আমি তোমাদের আর দাস বলছি না, বন্ধুই বলছি।*

শ্লোক ১ যোহন ৩:১১; গা ৫:১৪

প্র যে সংবাদ তোমরা আদি থেকে শুনে এসেছ, তা এ:

℟ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

প্র কারণ সমগ্র বিধান এই একটা বচনেই পূর্ণতা লাভ করে:

℟ আমাদের পরস্পরকে ভালবাসতে হবে।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জেফা ১:২-৭,১৪–২:৩

প্রভুর বিচার

আমি পৃথিবীর বুক থেকে সবকিছুই সংহার করব,
প্রভুর উক্তি।
আমি মানুষ ও পশু সবই সংহার করব,
আমি আকাশের পাখি ও সমুদ্রের মাছ সবই সংহার করব,
দুর্জনদের আমি ভূপাতিত করব।
হ্যাঁ, আমি পৃথিবীর বুক থেকে মানুষকে উচ্ছেদ করব—প্রভুর উক্তি।
আমি যুদার বিরুদ্ধে
ও যেরুসালেম-অধিবাসীদের বিরুদ্ধে হাত বাড়াব,
এই স্থান থেকে বায়াল-দেবের শেষাংশকে,
তার পূজারিদের নাম পর্যন্তই আমি উচ্ছেদ করব;
তাদেরও উচ্ছেদ করব,
যারা ছাদের উপরে আকাশ-বাহিনীর উদ্দেশে প্রণিপাত করে,
যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করে
কিন্তু মিল্কমের দিব্যি দিয়ে শপথ করে,
যারা প্রভুর অনুগমন থেকে সরে যায়,
যারা প্রভুর অন্বেষণ করে না,
তাঁর অভিমতও অনুসন্ধান করে না।
প্রভু পরমেশ্বরের সম্মুখে নীরব হও,
কারণ প্রভুর দিন কাছে এসে গেছে!
প্রভু এক যজ্ঞানুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন,
তাঁর নিমন্ত্রিতদের নিজের উদ্দেশে পবিত্র করেছেন।
প্রভুর মহাদিন কাছে এসে গেছে,
তা কাছে এসে গেছে, অতি দ্রুতপদেই এগিয়ে আসছে।
একটা কণ্ঠস্বর: প্রভুর দিন তিক্ততার দিন!
একজন বীরপুরুষও চিৎকার করে একথা বলছে।
সেই দিন কোপেরই দিন,
সঙ্কট ও ক্লেশের দিন,
বিলোপ ও সর্বনাশের দিন,
তমসা ও কালিমার দিন,
মেঘ ও অন্ধকারের দিন,
সিংহনাদ ও রণধ্বনির দিন,
যা যত সুরক্ষিত নগর ও উচ্চ দুর্গের বিরুদ্ধ।
আমি মানুষকে এতই সঙ্কটাপন্ন করব যে,
তারা অন্ধের মতই হেঁটে বেড়াবে,
কারণ তারা প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছে:
তাদের রক্ত কাদার মত ও তাদের অন্ত্ররাজি গোবরের মত ঢালা পড়বে।

তাদের রুপো বা তাদের সোনাও তাদের বাঁচাতে পারবে না।
প্রভুর কোপের দিনে তাঁর উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে সমগ্র পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে,
কারণ তিনি পৃথিবীর সকল অধিবাসীর আকস্মিক সর্বনাশ ঘটাবেন।

জড় হও, জড় হও,
হে নির্লজ্জ যত দেশ,
পাছে একদিনেই মিলিয়ে যাওয়া তুষের মত ছড়িয়ে পড়,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর জ্বলন্ত রোষ,
পাছে তোমাদের নাগাল পায় প্রভুর ক্রোধের দিন।
প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ,
যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।
ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর,
তবেই প্রভুর ক্রোধের দিনে হয় তো আশ্রয় পেতে পারবে।

শ্লোক জেফা ২:৩; লুক ৬:২০

℣ প্রভুর অন্বেষণ কর, হে পৃথিবীর সকল বিনম্র মানুষ, যারা তাঁর আদেশগুলি পালন করে থাক।
℟ ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর।
℣ দীনহীন যারা, তোমরাই সুখী, কারণ ঈশ্বরের রাজ্য তোমাদেরই।
℟ ধর্মময়তার অন্বেষণ কর, বিনম্রতার অন্বেষণ কর।

দ্বিতীয় পাঠ - ২য় ভাতিকান বিশ্বজনীন মহাসভার, বর্তমান জগতে মণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান

আনন্দ ও প্রত্যাশা ৩৯

নবযুগের পূর্বাভাস

পৃথিবী ও মানবজাতির সমাপ্তি কবে দেখা দেবে, আমরা তা জানি না, বিশ্বের কেমন রূপান্তর হবে, তাও জানি না। পাপের দরুন বিকৃত এ জগতের চেহারা লোপ পাবে বটে, কিন্তু ঐশপ্রকাশ আমাদের এ শিক্ষা দেয় যে, ঈশ্বর এমন নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী নির্মাণ করছেন যেখানে ধর্মময়তা বসবাস করবে, ও যার সুখ, মানুষের হৃদয়ে শান্তির যে সকল আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়, তা পরিপূর্ণ করবে, অতিক্রমও করবে। তখন, মৃত্যু পরাভূত হলে ঈশ্বরের সন্তানদের খ্রীষ্টে পুনরুত্থিত করা হবে, আর যা কিছু দুর্বলতায় ও ক্ষয়শীলতায় বোনা হয়েছিল, তা অক্ষয়শীলতা পরিধান করবে; ভালবাসা ও তার ফল টিকে থাকবে ও ঈশ্বর মানুষের জন্য যা সৃষ্টি করেছিলেন, সেই গোটা সৃষ্টি অমঙ্গলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে।

ন্যায়সঙ্গত ভাবে আমাদের সতর্ক করে বলে দেওয়া হয়েছে যে, সমগ্র জগৎ লাভ করেও নিজ প্রাণ হারালে মানুষের কোন লাভ নেই। তথাপি নব পৃথিবীর প্রতীক্ষা এ পৃথিবীর উন্নতি সাধনের চিন্তা নিরুৎসাহী করার কথা নয়, বরং অধিকতর ভাবে উদ্দীপিতই করার কথা, কেননা এ পৃথিবীতেই তো নব মানবসমাজের সেই দেহ বৃদ্ধিলাভ করছে যা নবযুগের একপ্রকার পূর্বাভাস দেখাতে ইতিমধ্যেও সক্ষম। অতএব, যদিও পার্থিব অগ্রগতি খ্রীষ্টরাজ্যের বৃদ্ধি থেকে সূক্ষ্মরূপে পৃথক করা আবশ্যক, তথাপি যে অনুপাতে মানবসমাজের শ্রেয়তর উন্নয়নের লক্ষ্যে অবদান রাখতে সক্ষম, সেই অনুপাতে তেমন অগ্রগতি ঐশরাজ্যের জন্য অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

কেননা সেই সমস্ত মঙ্গল যথা মানবমর্যাদা, ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতা, অর্থাৎ কিনা প্রকৃতি ও আমাদের প্রচেষ্টার যত শুভফল প্রভুর আত্মাতে ও তাঁর আদেশ অনুসারে পৃথিবী জুড়ে ছড়িয়ে দিলে পর আমরা সেগুলিকে কলঙ্কমুক্ত, উজ্জ্বল ও রূপান্তরিত অবস্থায় পুনরায় তখনই পাব, যখন খ্রীষ্ট সেই শাশ্বত ও সার্বজনীন রাজ্য—জীবন ও সত্যের রাজ্য, পবিত্রতা ও অনুগ্রহের রাজ্য, ধর্মময়তা, ভালবাসা ও শান্তির রাজ্য পিতার হাতে ফিরিয়ে দেবেন। এ পৃথিবীতে তেমন রাজ্য ইতিমধ্যে উপস্থিত, রহস্যাবৃত ভাবেই উপস্থিত, কিন্তু প্রভুর আগমনে তা সিদ্ধি লাভ করবে।

শ্লোক সাম ৯৬:১১; ইসা ৪৯:১৩; সাম ৭২:৭

℣ আকাশমণ্ডল আনন্দ করুক, পৃথিবী মেতে উঠুক; আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়, পর্বতমালা:
℟ প্রভু তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।
℣ তাঁর জীবনকালে ধর্মময়তা হবে প্রস্ফুটিত, মহাশান্তি হবে বিরাজিত।
℟ প্রভু তাঁর দীনদুঃখীদের স্নেহ করেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ৭:২২-৩৬

ছেলেমেয়েদের সম্বন্ধে বাণী

তোমার কি গবাদি পশু আছে? তার যত্ন নাও;
তোমার লাভ হলে তা নিজের অধিকারে রাখ।
তোমার কি কোন ছেলে আছে? তাদের সৎশিক্ষার ব্যবস্থা কর,
তরুণ বয়স থেকেই তাদের তোমার বশ্যতা স্বীকার করতে শেখাও।
তোমার কি কোন মেয়ে আছে? তাদের দেহের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখ,
কিন্তু অধিক মমতাপূর্ণ মুখ তাদের দেখিয়ো না।
মেয়ের বিবাহ ব্যবস্থা কর, এতে তোমার এক মহাকর্ম সমাধা হবে;
কিন্তু কাণ্ডজ্ঞান-পূর্ণ পুরুষের সঙ্গেই তার বিয়ে দাও।
তোমার কি এমন বধূ আছে, যিনি তোমার মনের মত? তাঁকে ত্যাগ করো না;
কিন্তু ঘৃণাস্পদ বধূকে কখনও বিশ্বাস করো না।
তোমার পিতাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে শ্রদ্ধা কর,
তোমার মাতার প্রসবযন্ত্রণার কথা ভুলো না।
মনে রেখ, তাঁরাই তোমাকে জন্ম দিলেন;
তাঁরা তোমার জন্য যা করলেন, তার প্রতিদানে তুমি তাঁদের কী দেবে?
প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর,
তাঁর যাজকদের সম্মান কর।
তোমার নির্মাণকর্তাকে সমস্ত শক্তি দিয়ে ভালবাস,
তাঁর সেবকদের প্রতি অবহেলা করো না।
প্রভুকে ভয় কর, যাজককে শ্রদ্ধা দেখাও,
যাজকের প্রাপ্য অংশ তার হাতে দাও—যেমনটি তোমাকে আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে:
প্রথমফসল, সংস্কার-বলি, অর্ঘ্যরূপে পশুটার কাঁধ,
পবিত্রতা-লাভের বলি, পবিত্র সমস্ত বিষয়ের প্রথমাংশ।
দীনহীনের প্রতিও হাত বাড়াও,
যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।
তোমার দানশীলতা সমস্ত প্রাণীর উপর পরিব্যাপ্ত হোক,
মৃতজনকেও তোমার অনুগ্রহ-বঞ্চিত করো না।
যারা কাঁদে, তাদের এড়িয়ো না,
যারা শোকার্ত, তাদের শোকের অংশী হও।
অসুস্থকে দেখতে যেতে ইতস্তত করো না,
এইভাবে তুমি ভালবাসার পাত্র হবে।
তোমার সমস্ত কর্মকাণ্ডে তোমার শেষ পরিণামের কথা মনে রেখ,
তবে তুমি কখনও পাপ করবে না।

শ্লোক সিরা ৭:২৯,৩২; রো ১২:১৫,১৩

প্র তুমি প্রভুকে সমস্ত প্রাণ দিয়ে ভয় কর, তাঁর যাজকদের সম্মান কর।

উ দীনহীনের প্রতি হাত বাড়াও, যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।

প্র যারা আনন্দ করে, তাদের সঙ্গে আনন্দ কর; যারা কাঁদে, তাদের সঙ্গে কাঁদ। পবিত্রজনদের অভাবের সহভাগী হও।

উ দীনহীনের প্রতি হাত বাড়াও, যেন তোমার আশীর্বাদ সিদ্ধ হয়।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলেরই বলে ধরে নেওয়া 'দীক্ষাস্নান প্রসঙ্গ' **১ম পুস্তক ১-২**

তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থির থাক
তাহলে তোমরা সত্যিই আমার শিষ্য

জীবনময় ঈশ্বরের পুত্র আমাদের সেই প্রভু যীশুখ্রীষ্ট মৃতদের মধ্য থেকে পুনরুত্থিত হলে পর নবী দাউদের মুখ দিয়ে পিতা ঈশ্বরের এ প্রতিশ্রুতি পেলেন, *তুমি আমার পুত্র; আমি আজ তোমাকে জন্ম দিলাম। আমার কাছে যাচনা কর, দেশগুলিকে করব তোমার উত্তরাধিকার, পৃথিবীর প্রান্তসীমা করব তোমার সম্পদ।* তখন নিজ শিষ্যদের সঙ্গে করে নিয়ে তিনি পিতার দেওয়া অধিকার প্রথমবারের মত তাঁদের কাছে একথা বলে প্রকাশ করলেন: *স্বর্গে ও মর্তে সমস্ত অধিকার আমাকে দেওয়া হয়েছে,* তারপর একথা বলে তাঁদের প্রেরণ করলেন: *সুতরাং তোমরা যাও, সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর; পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মা-নামের উদ্দেশে তাদের দীক্ষাস্নাত কর। আমি তোমাদের যা যা আজ্ঞা করেছি, সেই সমস্ত তাদের পালন করতে শেখাও।* এ নির্দেশ দিতে গিয়ে প্রভু আগে বললেন, 'সমস্ত জাতিকে আমার শিষ্য কর,' পরেই বললেন 'তাদের দীক্ষাস্নাত কর' ইত্যাদি বাণী। কিন্তু তোমরা প্রথম অংশ বাতিল করে দ্বিতীয় অংশটিকে আমাদের ব্যাখ্যা করতে অনুরোধ করেছ, আর আমরা সঙ্গে সঙ্গেই তোমাদের উত্তর না দিলে তবে মনে করি, আমরা প্রেরিতদূতের নির্দেশের বিরুদ্ধেই দাঁড়াই; তিনি তো বলেছিলেন, *যে কেউ তোমাদের অন্তরঙ্গ প্রত্যাশার কারণ জিজ্ঞাসা করে, তাকে উত্তর দিতে নিত্যই প্রস্তুত থাক।* এজন্য আমরা প্রভুর সুসমাচার অনুসারে দীক্ষাস্নান-তত্ত্ব ব্যক্ত করেছি—তাঁর দীক্ষাস্নান এমন যা যোহনের দীক্ষাস্নানের তুলনায় অধিক উৎকৃষ্ট। তবু সেই তত্ত্ব এমনভাবেই ব্যক্ত করেছি, যাতে পবিত্র শাস্ত্রে যত প্রমাণ রয়েছে, সেগুলোর মধ্য থেকে কেবল কয়েকটাই আমরা উপস্থাপন করি।

তথাপি আমরা প্রভুর আদেশের প্রতি মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন মনে করেছি, তোমরাও যেন আগে 'সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর' বাক্যটার শক্তি ও তাৎপর্য বিষয়েই উদ্বুদ্ধ হয়ে ও তারপরেই গৌরবময় দীক্ষাস্নান তত্ত্ব গ্রহণ ক'রে, প্রভু নিজ শিষ্যদের যা যা আদেশ করেছিলেন, তা যেভাবে লেখা আছে, তোমরা সেইভাবে তা পালন করায় পরমসিদ্ধির নাগালে নিরাপদে পৌঁছতে পার। তবে, এ বাণীতে আমরা শুনেছি 'সকল জাতিকে আমার শিষ্য কর,' তবু এ আদেশ সম্বন্ধে যা যা অন্যত্রও বলা হয়, তা স্মরণ করানো উচিত, যাতে ঈশ্বরের গ্রহণীয় একটা বাণী আগে আবিষ্কার করে ও তারপরে উপযুক্ত ও প্রয়োজনীয় বাণী-বিন্যাস রক্ষা করে আমরা ঈশ্বরকে খুশি করার সঙ্কল্প নিয়ে এ আদেশের তাৎপর্য থেকে সরে না যাই।

প্রভু সাধারণত এ পদ্ধতি পালন করেন: যে আদেশ এক স্থানে সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত, সেই বিষয় সংক্রান্ত যা অন্য স্থানে উপস্থিত, তারই সাহায্যে তার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেন। উদাহরণ স্বরূপ এ নির্দেশ ধরা যাক: *স্বর্গেই নিজেদের জন্য ধন জমিয়ে রাখ।* বস্তুত তিনি যা করণীয়, এস্থানে তা সংক্ষিপ্ত ভাবে ব্যক্ত করে অন্য স্থানে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, *তোমাদের যা যা আছে, তা বিক্রি করে অভাবীদের দান কর। নিজেদের জন্য এমন থলি তৈরি কর, যা জীর্ণ হয় না; স্বর্গে অক্ষয় ধন জমিয়ে রাখ।* আর তেমন পদ্ধতি বহুক্ষেত্রে প্রতীয়মান।

সুতরাং, স্বয়ং প্রভুর বাণী অনুসারে আমরা জানতে পেরেছি, সে-ই শিষ্য, যে এমন উদ্দেশ্যেই প্রভুর কাছে আসে, যেন তাঁর অনুসরণ করতে পারে, অর্থাৎ যেন তাঁর বাণী শুনতে পারে, তাঁকে বিশ্বাস করতে পারে, ও অনন্ত জীবনের প্রত্যাশায় প্রভু, রাজা, চিকিৎসক ও সত্যের সদ্‌গুরু রূপেই তাঁর প্রতি বাধ্যতা দেখাতে পারে। কিন্তু এসব কিছুতে নিষ্ঠা দেখানো দরকার, কেননা লেখা আছে, *যীশু নিজের প্রতি বিশ্বাসী এই ইহুদীদের বললেন, তোমরা যদি আমার বাণীতে স্থিতমূল থাক, তবেই তোমরা সত্যি আমার শিষ্য; আর তোমরা সত্যকে জানতে*

পারবে, ও সত্য তোমাদের মুক্ত করবে।

শ্লোক সাম ১১৯:১০৪,১০৫; যোহন ৬:৬৮

প্র তোমার আদেশমালা থেকে আমি সুবুদ্ধি পাই, তাই আমি ঘৃণা করি সকল মিথ্যা পথ।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।
প্র প্রভু, আমরা আর কার্ কাছেই বা যাব? অনন্ত জীবনের কথা আপনার কাছেই রয়েছে।
উ তোমার বাণীই আমার চরণ-প্রদীপ, আমার চলার পথের আলো।

২৮শ সপ্তাহ

রবিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - জেফা ৩:৮-২০

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশের কাছে পরিত্রাণ প্রতিশ্রুত

আমারই জন্য তোমরা অপেক্ষা কর—প্রভুর উক্তি—
সেই দিনেরই জন্য যখন আমি উঠে দাঁড়াব অভিযোগ তুলতে,
কারণ আমি সিদ্ধান্ত নিলাম :
বিজাতিদের সংগ্রহ করব,
রাজ্যসকলকে জড় করব ;
তাদের উপর আমার রোষ,
আমার সমস্ত উত্তপ্ত ক্রোধ ঢেলে দেব,
কারণ আমার উত্তপ্ত প্রেমের আগুনে
সারা পৃথিবীকে গ্রাস করা হবে।
তখন আমি জাতিসকলকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ,
সকলে যেন করে প্রভুর নাম,
যেন একই জোয়ালের অধীন হয়ে তাঁকে সেবা করে।
ইথিওপিয়ার নদনদীর ওপার থেকে
আমার উপাসকেরা, আমার সেই বিক্ষিপ্ত জনগণ আমার কাছে আনবে উপহার।
সেদিন তুমি আর লজ্জা করবে না সেই সমস্ত অপকর্মের জন্য
যা তুমি সাধন করেছ আমার বিরুদ্ধে।
কারণ সেদিন আমি তোমার মধ্য থেকে
তোমার যত গর্বিত দর্পিত মানুষকে দূরে সরিয়ে দেব,
আর আমার পবিত্র পর্বতের উপর
তুমি উদ্ধতভাবে আর ব্যবহার করবে না।
তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব,
ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
তারা অপকর্ম করবে না, বলবে না মিথ্যা কথা,
তাদের মুখে খুঁজে পাওয়া যাবে না প্রতারক জিহ্বা।
তারা চরে বেড়াবে, তারা বিশ্রাম করবে,
তাদের ভয় দেখাবে এমন কেউ থাকবে না।

সানন্দে চিৎকার কর, সিয়োন কন্যা!
জয়ধ্বনি তোল, ইস্রায়েল!
আনন্দ কর, সমস্ত হৃদয় দিয়ে উল্লাস কর, যেরুসালেম কন্যা!
প্রভু তোমার দণ্ডাজ্ঞা ফিরিয়ে নিয়েছেন,
তোমার শত্রুকে হটিয়ে দিয়েছেন।
প্রভুই তোমার অন্তঃস্থলে রাজা, হে ইস্রায়েল!
ভয় করার মত আর কোন অমঙ্গল থাকবে না।
সেইদিন যেরুসালেমকে বলা হবে:
'সিয়োন, ভয় করো না,
তোমার হাত শিথিল না হোক!

তোমার পরমেশ্বর প্রভু রয়েছেন তোমার অন্তঃস্থলে,
ত্রাণকর্তাই সেই বীর!
তিনি তোমাকে নিয়ে আনন্দে মেতে উঠবেন,
তাঁর ভালবাসা দ্বারা তোমাকে নবীভূত করবেন,
তোমার জন্য আনন্দচিৎকারে ফেটে পড়বেন।'
যারা পর্বোৎসব-বঞ্চিত ছিল, তাদের আমি জড় করি,
তোমা থেকে অমঙ্গল দূর করে দিলাম,
যেন তোমাকে দুর্নামের বোঝা আর বহন করতে না হয়।
দেখ, সেসময়ে আমি তোমার সকল অত্যাচারীকে উচ্ছেদ করব,
খোঁড়া মেষগুলোকে পরিত্রাণ করব,
বিক্ষিপ্ত মেষগুলোকে সংগ্রহ করব,
এবং সারা পৃথিবী জুড়ে যেখানে তারা ছিল লজ্জার বস্তু,
সেখানে তাদের আমি প্রশংসা ও সুনামেরই পাত্র করব।
সেসময়ে আমি নিজেই তোমাদের চালনা করব,
সেসময়ে তোমাদের সংগ্রহ করব,
পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে তোমাদের করব সুনাম ও প্রশংসাবাদের পাত্র,
কারণ তখন আমি তোমাদের চোখের সামনে
তোমাদের দশা ফেরাব—একথা বলছেন স্বয়ং প্রভু।

শ্লোক জেফা ৩:১২,৯

প্র তোমার মধ্যে আমি বিনম্র ও দীনহীন এক জাতিকে অবশিষ্ট রাখব।
উ ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।
প্র তখন আমি জাতিগুলিকে দেব বিশুদ্ধ ওষ্ঠ, সকলে যেন করে প্রভুর নাম।
উ ইস্রায়েলের এ অবশিষ্ট অংশ প্রভুর নামেই আশ্রয় নেবে।

দ্বিতীয় পাঠ - যোহন-রচিত সুসমাচারে আকুইনোর সাধু টমাসের ব্যাখ্যা ১০:৩

ইস্রায়েলের অবশিষ্টাংশ চরে বেড়াবে ও বিশ্রাম পাবে

আমিই উত্তম মেষপালক। খ্রীষ্ট যে পালক নামের অধিকারী, একথা সুস্পষ্ট; কারণ মেষপাল যেমন পালক দ্বারা পালিত ও চালিত, তেমনি ভক্তরা খ্রীষ্ট দ্বারা আত্মিক খাদ্যে, এমনকি তাঁর নিজের দেহ ও রক্তেই পরিপুষ্ট। প্রেরিতদূত বলেন, *তোমরা মেষের মত পথভ্রষ্ট হয়েছিলে, কিন্তু এখন তোমাদের প্রাণের পালক ও অধ্যক্ষের কাছে ফিরে এসেছ।* এবং নবী বলেন, *তিনি পালকের মত নিজ মেষপাল পালন করেন।*

কিন্তু, যেহেতু খ্রীষ্ট বলেছিলেন, পালক দরজার মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন ও তিনি নিজেই সেই দরজা, কিন্তু

এখানে বলছেন তিনিই পালক, সেজন্য এর অর্থ এ হবে যে, তিনি নিজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন। আর তিনি সত্যিই নিজের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেন, কারণ নিজেকে প্রকাশ করেন ও নিজে থেকেই পিতাকে জানেন। অপরদিকে আমরা তাঁর মধ্য দিয়ে প্রবেশ করি, কারণ তাঁর দ্বারাই ধন্য হয়ে উঠি।

কিন্তু একথা লক্ষ কর যে, তিনি ছাড়া অন্য কেউই দরজা নয়, কারণ অন্য কেউই প্রকৃত আলো নয়, বরং সহভাগিতা গুণেই সে আলো পায়; দীক্ষাগুরু যোহন সম্বন্ধে লেখা আছে: *তিনি তো সেই আলো ছিলেন না, আলোর বিষয়ে সাক্ষ্য দিতেই তিনি ছিলেন;* কিন্তু খ্রীষ্ট সম্বন্ধে লেখা আছে, *বাণীই ছিলেন সেই সত্যকার আলো, যা জগতে এসে প্রত্যেক মানুষকে আলোকিত করে।* আর এজন্য কেউই নিজের বিষয়ে বলে না, সে নিজেই দরজা। দরজা-নাম খ্রীষ্ট কেবল নিজেরই জন্য স্বতন্ত্র রাখলেন, কিন্তু পালক ভূমিকায় তাঁর আপনজনদের অন্যান্যদেরও সহভাগী করলেন: বাস্তবিকই পিতর পালক ছিলেন, অন্য প্রেরিতদূতও পালক ছিলেন, উত্তম বিশপেরাও আজকালের পালক। শাস্ত্রে বলে, *আমি তোমাদের আমার হৃদয়ের মত পালকদের দেব।* যদিও মণ্ডলীর পরিচালকেরা মণ্ডলীর সন্তান হয়েও সকলেই পালক, কিন্তু তবুও তিনি একবচন ব্যবহার করে বলেন, *আমিই পালক,* যেন ভালবাসা-সদ্‌গুণ আমাদের মনে সঞ্চার করতে পারেন। কেননা কেউই উত্তম পালক হতে পারে না, যদি না ভালবাসার মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে এক হয় ও প্রকৃত পালকের অঙ্গ হয়।

উত্তম পালকের কর্তব্য হল ভালবাসা, সেজন্য তিনি বলেন, *উত্তম পালক নিজ মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ বিসর্জন দেয়।* আসলে আমাদের জানা উচিত যে, উত্তম ও মন্দ পালকের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, কারণ উত্তম পালক মেষপালের স্বার্থের অন্বেষণ করে, কিন্তু মন্দ পালক নিজেরই স্বার্থের অন্বেষণ করে।

পার্থিব মেষপালকের পক্ষে উত্তম পালক বলে গণ্য হতে হলে এমন দাবি নেই যে, তারা মেষগুলির জন্য নিজেদের মৃত্যুর হাতে দেবে। কিন্তু যেহেতু আধ্যাত্মিক মেষপালের পরিত্রাণ পালকের পার্থিব জীবনের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, সেজন্য মেষপাল বিপদের সম্মুখীন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে কোন আধ্যাত্মিক পালকের পক্ষে আধ্যাত্মিক মেষপালের জন্য পার্থিব জীবনোৎসর্গ বহন করা আবশ্যক। আর প্রভু ঠিক তাই বলেন: *উত্তম পালক নিজ মেষগুলির জন্য নিজ প্রাণ* তথা পার্থিব জীবন *বিসর্জন দেয়,* অর্থাৎ অধিকার ও ভালবাসা দ্বারা নিজ ভূমিকা পালন করে। বস্তুত অধিকার ও ভালবাসা দু'টোই দরকার: তারা তাঁর অধিকার মেনে নেবে, ও তিনি তাদের ভালবাসবেন; আর দ্বিতীয়টা ছাড়া প্রথমটা যথেষ্ট নয়।

খ্রীষ্ট আমাদের কাছে এ শিক্ষার একটা দৃষ্টান্ত দিলেন: *খ্রীষ্ট যখন আমাদের জন্য নিজের প্রাণ দিলেন, তখন আমাদেরও ভাইদের জন্য প্রাণ দিতে হবে।*

শ্লোক এজে ৩৪:১২; যোহন ১০:২৮ দ্রঃ

প্র যে মেষগুলো মেঘাচ্ছন্ন ও অন্ধকারময় দিনে চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছিল, আমি তাদের কাছে আসব,
উ আর আমি সেই সকল স্থান থেকে তাদের সংগ্রহ করব।
প্র আমার মেষগুলি কখনও বিনষ্ট হবে না, কেউ তাদের ছিনিয়ে নেবে না আমার হাত থেকে;
উ আর আমি সেই সকল স্থান থেকে তাদের সংগ্রহ করব।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১০:৬-১৮

গর্বের বিরুদ্ধে

তোমার প্রতিবেশীর যে কোন অনিষ্টের বিষয়ে ক্ষুব্ধ হয়ো না;
ক্রোধের বশে কিছুই করো না।
প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু,
অন্যায্যতা উভয়েরই দৃষ্টিতে ঘৃণ্য কাজ।
অন্যায্যতা, হিংসা ও অর্থলালসার কারণে
রাজক্ষমতা এক জাতি থেকে অন্য জাতির হাতে যায়।

যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?
সে জীবিত থাকতেও তার অন্ত্ররাজি বিতৃষ্ণার বস্তু।
দীর্ঘদিনের অসুস্থতা চিকিৎসককে হাসির পাত্র করে;
আজ যিনি রাজা, কাল তিনি লাশমাত্র।
কেননা মানুষ যখন মরে,
তখন পোকা, হিংস্র পশু ও কীট, এ তো তার উত্তরাধিকার।
প্রভু থেকে সরে যাওয়া,
আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।
যেহেতু পাপ-ই তো গর্বের সূচনা,
পাপের হাতে যে নিজেকে সঁপে দেয়, চারপাশে সে জঘন্য কাজ ছড়ায়।
এজন্য প্রভু কল্পনার অতীত দুর্বিপাকে আঘাত করেন,
তাদের নিঃশেষে উল্টিয়ে দেন।
প্রভু নৃপতিদের আসন ভেঙে দিলেন,
তাদের পদে বিনম্রদেরই আসন দিলেন।
প্রভু জাতিসকলের মূল উপড়ে ফেললেন,
তাদের স্থানে নিম্নাবস্থার মানুষকে রোপণ করলেন।
প্রভু জাতিসকলের দেশ উল্টিয়ে দিলেন,
পৃথিবীর ভিত্তিমূল থেকেই তাদের ধ্বংস করলেন।
তিনি তাদের উৎপাটন করে নিশ্চিহ্ন করলেন,
পৃথিবী থেকে তাদের স্মৃতি মুছে দিলেন।
গর্ব মানুষদের জন্য সৃষ্ট হয়নি,
রোষপূর্ণ ক্রোধও নারীজাতদের জন্য নয়।

শ্লোক সিরা ১০:৭,৯,১২; ১ পি ৫:৫

প্র প্রভুর কাছে ও মানুষদের কাছে গর্ব ঘৃণার বস্তু। যে মাটি ও ছাইমাত্র, গর্ব করার মত তার কী আছে?
উ প্রভু থেকে সরে যাওয়া, আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।
প্র ঈশ্বর অহঙ্কারীদের প্রতিরোধ করেন, বিনম্রদের কিন্তু অনুগ্রহ দান করেন।
উ প্রভু থেকে সরে যাওয়া, আপন নির্মাতা থেকে হৃদয় দূরে রাখাই মানব-গর্বের সূচনা।

দ্বিতীয় পাঠ - মহাপ্রাণ সাধু বাসিলেরই বলে ধরে নেওয়া 'দীক্ষাস্নান প্রসঙ্গ' ১ম পুস্তক ২-৩

এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়;
আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবিত আছেন

প্রভুতে যে বিশ্বাস রাখে ও শিক্ষা পেতে হাজির হয়, সে আগে শিখবে যে, সমস্ত পাপ ত্যাগ করা প্রয়োজন, তারপর সে শিখবে যে সেই সমস্ত কিছুও ত্যাগ করা প্রয়োজন, যা আকর্ষণীয় বলে প্রতীয়মান হয়েও তবু প্রভুর প্রতি উচিত বাধ্যতা থেকে তাকে বঞ্চিত করতে পারে। কেননা এমনটি হতে পারে না যে, সে-ই প্রভুর দাস হবে, যে পাপ করে বা এসংসারের ব্যাপারে জড়িত থাকে বা জীবনের প্রয়োজনের জন্য অতিরিক্ত চিন্তিত; আর শুধু তা নয়, সে তাঁরই শিষ্যও হতে পারে না, যিনি সেই ধনী যুবককে 'এসো, আমার অনুসরণ কর' বলার আগে তাকে সব ধনসম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের কাছে বিলিয়ে দিতে আদেশ করেছিলেন। এমনকি *আমি এ সমস্ত পালন করে আসছি*, যুবকটা নিজে একথা না বলার আগে পর্যন্ত তিনি তাকে সেই আদেশ দেননি।

বস্তুতপক্ষে যে এখনও পাপের ক্ষমা পায়নি ও আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের রক্তে শুচীকৃত হয়নি, কিন্তু শয়তানের সেবা করে ও তার অন্তর্নিবাসী পাপ দ্বারা আবদ্ধ রয়েছে, সে প্রভুর সেবা করতে পারে না, কারণ তিনি বললেন, *যে কেউ পাপ করে, সে পাপের ক্রীতদাস। ক্রীতদাস তো চিরকাল ধরে ঘরে থাকে না।* কিন্তু ঐশমঙ্গলময়তার সেই

মহা উপকার, যা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্টের দেহধারণের মধ্য দিয়ে মঞ্জুর করা হয়, তা অন্যান্য বাণীতে ছাড়া প্রেরিতদূতের এ বিশেষ বাণীতেই স্পষ্ট প্রকাশ পায়: *যেমন সেই একজনের অবাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে পাপী বলে প্রতিপন্ন করা হল, তেমনি সেই আর একজনের বাধ্যতার মধ্য দিয়ে বহুজনকে ধর্মময় বলে প্রতিপন্ন করা হবে।* এবং খ্রীষ্টে ঈশ্বরের মঙ্গলময়তার কথা, ও সেই মঙ্গলময়তা যে কতই না অপরূপ, এ কথাও ভেবে তিনি বলেন, *যিনি পাপ জানেননি, তাঁকে তিনি আমাদের পক্ষে পাপ করে তুলেছেন, যেন আমরা তাঁর মধ্যে ঈশ্বরের ধর্মময়তা হয়ে উঠি।* সুতরাং, এ সকল বচন থেকে ও সদৃশ বহু বচন থেকে একথা স্পষ্ট দাঁড়ায় যে, আমরা যদি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বৃথাই না পেয়ে থাকি, তবে শয়তানের কর্তৃত্ব থেকে নিজেদের মুক্ত করা একান্ত প্রয়োজন, কারণ যে মানুষ পাপের কেনা বস্তু, সে যে অমঙ্গল করতে চায় না, শয়তান তাকে তা করতে প্রভাবিত করে; তারপর এও প্রয়োজন যে, বর্তমান সকল বিষয় অস্বীকার ক'রে, এমনকি নিজেকেও অস্বীকার ক'রে ও জীবনের চিন্তা থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সে প্রভুর শিষ্য হবে—তিনি নিজে যেভাবে বলেছিলেন, *কেউ যদি আমার পিছনে আসতে ইচ্ছা করে, সে নিজেকে অস্বীকার করুক, ও নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার অনুসরণ করুক,* অর্থাৎ সে আমার শিষ্য হোক।

সুতরাং, যখন পাপের ক্ষমা মঞ্জুর করা হবে, তখন যিনি পাপ থেকে আমাদের মুক্ত করলেন, আমাদের প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্টের কাছ থেকে মানুষ পাপমুক্তি পাবে, যেন সে বাণীর কাছে যেতে পারে। অথচ সে তখনও সেই প্রভুর অনুসরণ করতে যোগ্য হবে না, যিনি সেই যুবককে 'তোমার সব ধনসম্পত্তি বিক্রি করে গরিবদের দাও' একথা বলার পরেই শুধু তাকে বললেন, 'এসো, আমার অনুসরণ কর।' এমনকি তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে তাও আদেশ করেননি, যতক্ষণ না যুবকটা সমস্ত অপরাধ থেকে শুচি বলে নিজেকে স্বীকার করল, ও ঘোষণা করল যে, প্রভু যা যা বলেছিলেন, সে সেই সবকিছু পালন করে এসেছিল।

তবে এ ক্রমবিকাশ পালন করা দরকার। আমাদের যে শিক্ষা দেওয়া হয়, তা এ: আমরা যেন আমাদের বর্তমান ধনসম্পদ ও জীবনের জন্য যা যা প্রয়োজন, তা শুধু নয়, কিন্তু প্রকৃতি ও বিধান যে অধিকার ও কর্তব্য আমাদের মধ্যে স্থির করেছে, তাও যেন হেয় জ্ঞান করি; কেননা আমাদের প্রভু যীশুখ্রীষ্ট বলেন, *যে কেউ নিজের পিতা বা মাতাকে আমার চেয়ে বেশি ভালবাসে, সে আমার যোগ্য নয়;* আর একথা তাদেরও লক্ষ করে যারা আমাদের ঘনিষ্ঠ, ও তাদেরও লক্ষ করে যারা আমাদের অপরিচিত ও যারা বিশ্বাস থেকে দূরে রয়েছে। এসব কিছু ছাড়া প্রভু এ কথাও বলেন, *যে কেউ নিজের ক্রুশ তুলে নিয়ে আমার পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ না করে, সে আমার যোগ্য নয়,* এবং যিনি এ সমস্ত কিছু পালন করেছিলেন, সেই প্রেরিতদূত আমাদের চেতনা দিয়ে বলেন, *জগৎ আমার কাছে ক্রুশবিদ্ধ হয়েছে, আমি জগতের কাছে ক্রুশবিদ্ধ; এই যে আমি জীবিত আছি, সে তো আর আমি নয়; আমার অন্তরে স্বয়ং খ্রীষ্টই জীবনযাপন করছেন।*

শ্লোক মথি ১১:২৭; যোহন ১৪:৬

প্র পিতা আমার হাতে সবই তুলে দিয়েছেন, আর পিতা ছাড়া কেউই পুত্রকে জানে না;
উ পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।
প্র আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন! পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়;
উ পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

সোমবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ১:১-১৯

নবী যেরেমিয়াকে আহ্বান

হিল্কিয়ার সন্তান যেরেমিয়ার বাণী; যে যাজকেরা বেঞ্জামিন-এলাকায় আনাথোতে বসবাস করতেন, তিনি তাঁদের একজন।

আমোনের সন্তান যুদা-রাজ যোসিয়ার সময়ে, তাঁর রাজত্বকালের ত্রয়োদশ বর্ষে, —সুতরাং যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ যেহোইয়াকিমেরও সময়ে, যোসিয়ার সন্তান যুদা-রাজ সেদেকিয়ার একাদশ বর্ষের শেষ পর্যন্ত, অর্থাৎ পঞ্চম মাসে যেরুসালেমকে দেশছাড়া-কাল পর্যন্ত—প্রভুর বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল।

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
'মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম;
তুমি জন্ম নেবার আগেই
আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
আমি তোমাকে দেশগুলোর কাছে নবীরূপে নিযুক্ত করেছি।'
তখন আমি বললাম,
'আঃ আঃ, প্রভু পরমেশ্বর!
দেখ, আমি জানি না কেমন করে কথা বলতে হয়,
আমি তো বালকমাত্র।'
কিন্তু প্রভু আমাকে বললেন,
'"আমি বালক" এমন কথা বলো না,
আমি বরং তোমাকে যেইখানে প্রেরণ করব না কেন, তুমি সেখানে যাবে,
এবং তোমাকে যা বলতে আজ্ঞা করব, তা-ই বলবে।
তাদের সম্মুখীন হতে ভয় করো না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'—প্রভুর উক্তি।
তখন প্রভু হাত বাড়িয়ে আমার মুখ স্পর্শ করলেন,
এবং প্রভু আমাকে বললেন,
'দেখ, আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
দেখ, আমি আজ
উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য,
বিনাশ ও নিপাত করার জন্য,
গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য
সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।'

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'যেরেমিয়া, কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি "জাগ্রত" গাছের একটা শাখা দেখতে পাচ্ছি।' প্রভু বলে চললেন, 'তুমি ঠিকই দেখেছ, কারণ আমি আমার আপন বাণী সফল করতে জাগ্রত আছি।'

পরে প্রভুর বাণী আবার আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল: 'তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?' আমি উত্তরে বললাম, 'আমি আগুনের উপরে বসানো একটা হাঁড়ি দেখতে পাচ্ছি, চুল্লির মুখ উত্তর দিকে খোলা।' প্রভু আমাকে বললেন,

'যে অমঙ্গল সকল দেশবাসীর উপরে নেমে পড়বে,

তা উত্তর দিক থেকেই নিজের আসবার পথ খোলা পাবে।
কারণ দেখ, আমি উত্তরের রাজ্যগুলির সকল গোত্রকে আহ্বান করতে যাচ্ছি।
—প্রভুর উক্তি।
তারা এসে যেরুসালেমের সমস্ত তোরণদ্বারের সামনে,
চারদিকের সমস্ত প্রাচীরের গায়ে,
ও যুদার সকল শহরের বিরুদ্ধে নিজ নিজ সিংহাসন স্থাপন করবে।
আমি তখন তাদের বিরুদ্ধে আমার বিচারদণ্ড ঘোষণা করব,
কারণ অন্য দেবতাদের উদ্দেশে ধূপ জ্বালাবার জন্য
ও তাদের আপন হাতের রচনার উদ্দেশে প্রণিপাত করার জন্য
আমাকে ত্যাগ করায় তারা যথেষ্ট অপরাধ করেছে।
তাই তুমি কোমর বেঁধে নাও;
উঠে দাঁড়াও, আর আমি তোমাকে যা কিছু বলতে আজ্ঞা করি, সবই তাদের বল;
তাদের দেখে ভীত হয়ো না,
পাছে আমিই তাদের সামনে তোমাকে ভীত করি।
আর দেখ, আমি আজ সমগ্র দেশের বিরুদ্ধে,
যুদার রাজাদের ও তার নেতাদের বিরুদ্ধে,
তার যাজকদের ও দেশের লোকদের বিরুদ্ধে
তোমাকে করলাম সুরক্ষিত নগরস্বরূপ,
লোহার স্তম্ভ ও ব্রঞ্জের প্রাচীরস্বরূপ।
তারা তোমার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে,
কিন্তু তোমার সঙ্গে পারবে না,
কারণ তোমাকে উদ্ধার করার জন্য
আমি তোমার সঙ্গে সঙ্গে আছি।'
প্রভুর উক্তি।

শ্লোক যেরে ১:৫,৯; ইসা ৪২:৬

প্র মাতৃগর্ভে তোমাকে গড়ার আগেই আমি তোমাকে জানতাম; তুমি জন্ম নেবার আগেই আমি তোমাকে আমার উদ্দেশে পবিত্রীকৃত করে রেখেছি।
উ আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।
প্র আমি প্রভু ধর্মময়তার উদ্দেশে তোমাকে আহ্বান করেছি; জনগণের জন্য সন্ধি ও দেশগুলির জন্য আলোরূপেই তোমাকে নিযুক্ত করেছি;
উ আমি আমার বাণী তোমার মুখে রেখে দিলাম।

দ্বিতীয় পাঠ - সামসঙ্গীত-মালায় সাধু আম্ব্রোজের ব্যাখ্যা **সাম ৪৩:১০-১৪**

ঈশ্বর ইচ্ছা করলেন, কর্ম দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই
মানুষ পরিত্রাণ অর্জন করবে

দেখ, আমি আজ উৎপাটন ও ভেঙে ফেলার জন্য, বিনাশ ও নিপাত করার জন্য, গেঁথে তোলা ও রোপণ করার জন্য সকল দেশ ও সকল রাজ্যের উপরে তোমাকে নিযুক্ত করলাম।

ঈশ্বর নবীদের মুখ দিয়ে যত বহুবারই কথা বলেছেন না কেন, তথাপি কার্ মধ্য দিয়েই বা স্পষ্টতর ভাবে কথা বলেছেন সেই পুত্রের মধ্য দিয়ে ছাড়া, যিনি পিতার পরিপূর্ণতা প্রকাশ করে বলেছেন, *আমি যে শিক্ষা দিচ্ছি, তা আমার নয়; যিনি আমাকে পাঠিয়েছেন, তাঁরই?*

সুতরাং বন্দিদশার দিনে প্রবাসের কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যেরেমিয়া নয়, প্রভু যীশুই নিজ বাণী দ্বারা হৃদয়ের

গভীরতা থেকে বিধর্মীদের রিপু উৎপাটন করলেন, বিজাতীয়দের অপকর্ম বিনাশ করলেন, দুর্জনদের জঘন্য মতলব ভেঙে ফেললেন ও অধর্মের সমস্ত চিহ্ন ধ্বংস করলেন। পরবর্তীকালে তিনি মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস ও আত্মসংযম সঞ্চার করলেন, যাতে সদ্‌গুণ ঠিক যেন বিকৃত এক পাত্রের মধ্যে রিপুর সঙ্গে না মিশে যায়। তাই প্রেরিতদূত যুক্তিসঙ্গত ভাবেই বললেন, *আদম থেকে মোশী পর্যন্ত মৃত্যুই রাজত্ব করল।* বিধানের ব্যাখ্যাতা হওয়ায় মোশী বলতে বিধান ছাড়া কী বোঝাতে পারে? কিন্তু যীশুখ্রীষ্টই বিধানের শেষ পরিণতি। অতএব দেখা গেল, জগতে পাপ রাজত্ব করল, ও পাপে সেই নির্মম মৃত্যু রাজত্ব করল যা পাপের প্রায়ই অসহ্য দণ্ড স্বরূপ।

মোশীর গুণ অনস্বীকার্য বটে, তিনিই তো ধর্মোপাসনা প্রবর্তন করে প্রার্থনাকালে ঈশ্বরের দিকে হাত উচ্চ করতে শিক্ষা দিলেন। কিন্তু তবুও বিধানের অবদান যথেষ্ট হত না, যদি না আমাদের দুর্বলতা আপন করতে স্বয়ং যীশু পৃথিবীতে না আসতেন—তিনিই সেই অনন্য ব্যক্তি যিনি আমাদের পাপের বোঝা বহনে ক্লান্তি মানেন না ও যাঁর প্রসারিত বাহু অটল। *তিনি মৃত্যু পর্যন্ত, এমনকি ক্রুশমৃত্যু পর্যন্তই নিজেকে নমিত করলেন,* আর সেই ক্রুশ জুড়ে বাহু প্রসারিত করে মুমূর্ষু জগৎকে ও পতিত মানবকে উত্তোলন করলেন, এবং *আজই তুমি পরমদেশে আমার সঙ্গে স্থান পাবে* একথা বলায় সকল জাতির মানুষের বিশ্বাস অর্জন করলেন।

অতএব, উপরোক্ত উৎপাটন ও রোপণের অর্থ এ: যা কিছু রিপু সংক্রান্ত তা উৎপাটন করা, ও যা কিছু মঙ্গলকর, তা প্রত্যেকের হৃদয়ে রোপণ করা। এবিষয়ে মোশী যাত্রাপুস্তকের গীতিকায় খুবই স্পষ্ট ইঙ্গিত দেন: *তাকে এনে তুমি তোমার উত্তরাধিকার-পর্বতে রোপণ করবে—সেই স্থান, প্রভু, যা তুমি করলে তোমার আপন আবাস;* এর মধ্য দিয়ে মোশী প্রভুর কাছে প্রার্থনা করছিলেন, তিনি যেন নিজ জনগণকে উৎকৃষ্ট এমন সদ্‌গুণ ও প্রজ্ঞা-বাগানে প্রবেশ করান, যাতে তাদের নিজ কর্মে রোপণ করে ও স্বর্গীয় বিষয়ে শিক্ষা দান করে তাদের হৃদয়ে নিজের পরমপবিত্রতার উপযুক্ত আবাস তৈরি করতে পারেন। এ সমস্ত কিছু প্রভু উত্তরাধিকার সূত্রে নয়, আমাদের নিজেদের কর্মফলের ভিত্তিতেও নয়, বরং নিজ অনুগ্রহ গুণেই মঞ্জুর করতে প্রীত। কেননা সেই যে বাগানে থাকতে পারিনি, কেমন করেই বা আমরা সেখানে ফিরতে পারতাম, যদি চিরন্তন মুক্তির অনুগ্রহদান আমাদের নির্ভর না হত? সুতরাং, কুলপতিদের প্রত্যক্ষ বংশধর ও উত্তরাধিকারী হওয়ায় আমাদের পিতৃপুরুষেরা প্রতিশ্রুত দেশে রোপিত হয়েছিলেন, কিন্তু তা নিজেদের কর্মফলে আরোপ করতেন না; আর মোশী যে সেই দেশে তাদের প্রবেশ করাননি, এর উদ্দেশ্য ছিল, প্রতিশ্রুত দেশে প্রবেশটা যেন বিধানের নয় বরং অনুগ্রহেরই কর্ম বলে স্বীকৃত হয়; কেননা বিধান কর্মফল পরীক্ষা করে, অনুগ্রহ কিন্তু বিশ্বাসের দিকে লক্ষ করে; আর এজন্য প্রেরিতদূত পিতৃপুরুষদের বিশ্বাস অনুসরণ করে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন, *যে রোপণ করে সে কিছু নয়, যে জল দেয় সেও কিছু নয়, যিনি বৃদ্ধি ঘটান, কেবল সেই ঈশ্বরই সব।*

সুতরাং এ সময় থেকে তুমি তো ফল সংগ্রহ কর, কারণ যে রোপণ করে ও জল দেয়, সে বৃদ্ধি ঘটায় এমন নয়, বরং যিনি বৃদ্ধি ঘটাতে পারেন, তিনি সেই স্বয়ং প্রভু যিনি—যেমন লেখা আছে—জাতিগুলিকে রোপণ করলেন। কেননা যিনি বাগানের বৃদ্ধি ঘটান, তিনি নিজেই তা রোপণ করলেন, তথাপি তাদেরই মধ্যে তা রোপণ করলেন, যারা খ্রীষ্টে বিশ্বাস গুণে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হতে যোগ্য ছিলেন: বস্তুতপক্ষে কেবল সেই খ্রীষ্টকেই পিতা ঈশ্বর বলেন, *তুমি আমার প্রিয় পুত্র, আমি তোমাতে প্রসন্ন।*

অতএব, যারা খ্রীষ্টের অংশীদার, তারা তাঁর কাছ থেকে ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হওয়ার অনুগ্রহ লাভ করে; এবিষয়ে ঠিকই লেখা আছে, *তিনি তাদের মধ্যে তোমাতে প্রসন্ন হলেন,* যাতে স্বরূপসূত্রে তাঁর অধিকার ও সত্তার ঐক্যের পার্থক্য প্রতীয়মান হতে পারে; তাছাড়া ঈশ্বর আমাদের মধ্যে খ্রীষ্টে প্রসন্ন হলেন কারণ খ্রীষ্টই এমনটি করলেন আমরা যেন ঈশ্বরের প্রীতিভাজন হতে পারি। কেননা এ উচিত যে, তিনি তাদেরই মধ্যে ঈশ্বরের প্রীতির পাত্র হবেন, যাদের নিজ প্রতিমূর্তিতে গড়লেন ও স্বর্গীয় অনুগ্রহ পাবার অধিকার দান করায় যাদের নিজ সাদৃশ্যও দান করতে প্রসন্ন হলেন। সুতরাং ঈশ্বর নিজ প্রতিমূর্তিতে প্রসন্ন, ও সেই প্রতিমূর্তিতে তাঁর সেই সমস্ত দান বর্ষণ করেন: তেমন দানগুলো তখনই প্রকাশ পাবে যখন পরমসিদ্ধি ফুটে উঠবে, কারণ আমরা কী, *তা প্রকাশিত হলে আমরা তাঁর সদৃশ হব।*

অতএব পরিত্রাণ মানুষের কর্ম দ্বারা নয়, ঈশ্বরের ইচ্ছা দ্বারাই মানুষকে দেওয়া হয়; কেননা ঈশ্বর ইচ্ছা

করলেন, কর্ম দ্বারা নয়, বিশ্বাস দ্বারাই মানুষ নিজ পরিত্রাণ অর্জন করবে, পাছে নিজ কর্মে গর্ব করার ফলে কারও পতন হয়। কিন্তু প্রভুতেই যে গর্ব করে, সে ভক্তির ফল লাভ করে ও অযথা স্বনির্ভরতা-পাপ এড়ায়।

শ্লোক তীত ৩:৫,৩

℣ আমাদের নিজেদের কোন সৎকর্মের ফলে নয়,
℟ বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন।
℣ একসময় আমরাও ছিলাম নির্বোধ, অবাধ্য, পথভ্রষ্ট, যত কামনা-বাসনা ও আমোদপ্রমোদের দাস,
℟ বরং নিজ দয়া গুণেই তিনি আমাদের পরিত্রাণ করলেন।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১১:১২-২৮

কেবল ঈশ্বরেই ভরসা রাখ

এমন মানুষ আছে, যে দুর্বল, যার সাহায্য প্রয়োজন,
যে সম্পদে নির্ধন ও দরিদ্রতায় ধনবান;
অথচ প্রভু তার প্রতি সদয় দৃষ্টিপাত করেন,
হীনাবস্থা থেকে তাকে তুলে আনেন,
তার মাথা উচ্চ করে রাখেন,
তাতে অনেকে বিস্মিত হয়।
মঙ্গল-অমঙ্গল, জীবন-মৃত্যু,
নিঃস্বতা-ঐশ্বর্য—সবই প্রভু থেকেই আগত।
প্রভুর দান ভক্তদের জন্য নিশ্চিত,
চিরকাল ধরে তাদের চালিত করার জন্য তাঁর অনুগ্রহ সর্বদাই উপস্থিত।
এমন মানুষ আছে, যে কৃপণতা ও কষ্টভোগের জোরেই ধনী হয়;
এই দেখ, তার প্রাপ্য মজুরি এ:
যদিও সে ভাবে, 'স্বস্তি পেলাম, এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব,'
তবু সে জানে না, আর কতদিন বাকি আছে!
অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!
তোমার কর্তব্য কাজে নিষ্ঠাবান হও, তাতে রত থাক,
তোমার কাজ করতে করতেই প্রাচীন হও।
পাপীর কর্মকীর্তির সামনে হা করে থেকো না,
প্রভুতে আস্থা রাখ, পরিশ্রমে নিষ্ঠাবান হও,
কেননা দরিদ্রকে হঠাৎ, এক নিমেষেই, ধনবান করা,
এমন কাজ প্রভুর পক্ষে সহজ।
প্রভুর আশীর্বাদ, এ তো ভক্তের মজুরি,
ঈশ্বর এক নিমেষেই আপন আশীর্বাদ মুকুলিত করেন।
তুমি একথা বলো না, 'আমার কিসের প্রয়োজন?
এখন থেকে আমার হাতে কতটুকু সম্পদ থাকবে?'
একথা বলো না, 'আমার যা প্রয়োজন, তা সবই আমার আছে;
এখন আমার প্রতি আর কী অমঙ্গল ঘটতে পারে?'
প্রাচুর্যের দিনে মানুষ দুর্দশার কথা ভুলে যায়,
আর দুর্দশার দিনে প্রাচুর্যের কথা তার মনে থাকে না।
মৃত্যুর দিনে

মানুষকে তার আচরণের যোগ্য প্রতিফল দেওয়া প্রভুর পক্ষে সহজ।
এক ঘণ্টার দুঃখ সুখের কথা মুছে দেয়;
মানুষের মৃত্যুক্ষণে তার কর্ম প্রকাশ পাবে।
শেষ পরিণামের আগে কাউকে ভাগ্যবান বলো না;
শেষ পরিণামেই মানুষের প্রকৃত পরিচয় ব্যক্ত হয়।

শ্লোক সিরা ১১:১৯; লুক ১২:১৭,১৮

প্র ধনী একথা বলে, স্বস্তি পেলাম; এবার আমার সঞ্চয়ের ফল ভোগ করব।
উ তবু সে জানে না, আর কতদিন তার বাকি আছে: অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!
প্র ধনী মনে মনে বলে: আমার যত গোলাঘর ভেঙে ফেলে বড় বড় গোলাঘর তৈরি করব, এবং তার মধ্যে আমার সমস্ত শস্য ও আমার সমস্ত সম্পদ জমিয়ে রাখব।
উ তবু সে জানে না, আর কতদিন তার বাকি আছে: অপরের হাতে সব কিছু ছেড়ে তাকে মরতেই হবে!

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ১ম পুস্তক

এমন জীবন্ত জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে
ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, 'পিতার কাছে এসো'

আমরা খ্রীষ্টে যে জীবন যাপন করি, এযুগে তার উদ্ভব, ও ইহলোকে তার সূত্রপাত বটে, কিন্তু সেই ভাবী যুগেই তা পূর্ণতা ও সিদ্ধি লাভ করবে যখন আমরা সেই চরম দিনে এসে উপস্থিত হব। কিন্তু আমরা যে প্রকার জীবনের কথা বলছি, এই বর্তমান কালটা সে জীবনকে মানুষের অন্তরে পূর্ণাঙ্গ ও সম্পূর্ণ রূপে প্রবেশ করাতে ও স্থাপন করতে পারে না, ভাবী কালও পারবে না, যদি না ইহলোকেই সেই প্রকার জীবনের সূচনা হয়ে থাকে; কেননা মাংস এখন অন্ধকার ছড়ায়, ও কুয়াশা ও ক্ষয়শীলতা হওয়ায় মাংস অক্ষয়শীলতা পাবে না। এজন্য পল মনে করছিলেন যে, এই সমস্ত বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকা তাঁর মহালাভ হবে; তাঁর নিজের কথা এ: *আমার বাসনা এই যে, বিদায় নিয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে থাকি, কারণ এই তো বহুগুণে শ্রেয়।*

তথাপি ভাবী জীবনের জন্য যা আবশ্যক, সেই মূলশক্তি ও আধ্যাত্মিক ইন্দ্রিয়গুলির যারা অভাবী, ভাবী জীবন তাদের কোন সুখ অর্পণ করবে না; কিন্তু সেই আনন্দপূর্ণ ও অমর জগতে মৃত ও দীনদুঃখী সকলেই উপস্থিত থাকবে। বস্তুত দিনের উদয় হয় ও সূর্য কিরণ ছড়ায় বটে, অথচ তোমার চোখ এখনও গঠিত নয়। তেমনি সেদিনে বন্ধুদের এমনটি দেওয়া হবে, তারা যেন ঈশ্বরের পুত্রের সঙ্গে রহস্যগুলোর সহভাগিতা করে ও সেই সমস্ত বিষয় অবগত হতে পারে যা তিনি তাঁর পিতার কাছে শুনেছেন। কিন্তু প্রয়োজন রয়েছে, যারা তাঁর কাছে এগিয়ে যাবে, তাঁর সেই বন্ধুদের কান থাকবে!

যে আন্তরিক নবমানুষ ঈশ্বরের সাদৃশ্যে সৃষ্ট হয়েছে, এই বর্তমান জীবনের গর্ভেই তার উদ্ভব, ও ইহলোকেই সে নির্মিত ও গঠিত, তবু পরিপূর্ণ ও বার্ধক্যের অতীত পরলোকেই সে পরিপূর্ণ আকারে জন্মলাভ করে।

দিনের আলোতে ভাবী জীবনের প্রস্তুতির উদ্দেশ্যে যেমন অজাত শিশু প্রকৃতির ব্যবস্থা অনুসারে মাতৃগর্ভের অন্ধকারে গঠিত হয়, তেমনি পুণ্যজনদের বেলায়ও তা ঘটে। ঠিক একথা ইঙ্গিত করে প্রেরিতদূত পল গালাতীয়দের কাছে লিখেছিলেন, *তোমরা তো আমার সন্তান, আমি আবার তোমাদের নিয়ে প্রসবযন্ত্রণা ভোগ করছি যতক্ষণ না তোমাদের অন্তরে খ্রীষ্ট গঠিত না হন।*

তবু এখনও-অজাত শিশু এজীবনের কথা জানে না, কিন্তু ইহলোকে থেকেই পুণ্যজনেরা পরলোক সম্বন্ধে আগে থেকে অনেক বিষয় জানে। এর কারণ হল এ, যদিও একসময় তাদের পূর্ণ অধিকার থাকবে, তবু গর্ভস্থিত শিশুদের পক্ষে এজীবন ভোগ করা এখনও সম্ভব নয়: বস্তুত শিশুরা যেখানে থাকে, সেই অন্ধকারময় গর্ভস্থলে সূর্যের কোন রশ্মি এখনও প্রবেশ করেনি, ও আমাদের জীবন যার উপর নির্ভর করে ও অবলম্বন করে, সেই বিষয়গুলোর একটাও সেখানে এখনও প্রবেশ করেনি। আমাদের বেলায় কিন্তু ব্যাপারটা অন্যরকম: যে জীবনের প্রত্যাশায় রয়েছি, তা এ জীবনের সঙ্গে কেমন যেন জড়িত ও মিশ্রিত; ও তার সূর্য প্রসন্নতা দেখিয়ে আমাদেরও

উদ্ভাসিত করল; এসংসারের দুর্গন্ধময় বাতাসে স্বর্গীয় সুগন্ধ ছড়িয়ে দেওয়া হল, ও স্বর্গদূতদের রুটি মানুষকেও দেওয়া হল।

ফলে এ জীবনকালে পুণ্যজনদের এমনটি দেওয়া হয়, তারা যেন সেই পরজীবনের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করে ও তা সম্বন্ধে নিজেদের উদ্বুদ্ধ করে; আর শুধু তা নয়, সেই অনুসারে জীবনযাপন করতে ও আচরণ করতেও তাদের দেওয়া হয়। তিমথির কাছে পত্রে পল বলেন, *অনন্ত জীবন ধরে রাখ।* আর ধন্য ইগ্নাসিউস লিখেছেন, *এমন জীবন্ত জল রয়েছে যা আমার মধ্যে কথা বলছে ও অন্তর থেকে আমাকে বলছে, পিতার কাছে এসো।*

শ্লোক প্রজ্ঞা ১৫:৩; যোহন ১৭:৩

প্র হে ঈশ্বর, তোমাকে জানা-ই সিদ্ধ ধর্মময়তা,
উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।
প্র এটিই অনন্ত জীবন: তারা তোমাকে, অনন্য সত্যকার ঈশ্বরকে, এবং যাঁকে তুমি প্রেরণ করেছ, তাঁকে, সেই যীশুখ্রীষ্টকে জানবে।
উ তোমার প্রতাপ স্বীকার করা-ই অমরত্বের মূল।

মঙ্গলবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ২:১-১৩,২০-২৫

ইস্রায়েলের অবিশ্বস্ততা

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
'যাও, যেরুসালেমের কানে একথা চিৎকার করে বল:
প্রভু একথা বলছেন:
তোমার কথা আমার স্মরণ হয়,
তোমার যৌবনের আসক্তি,
তোমার বিবাহকালের ভালবাসার কথাও আমার স্মরণ হয়,
যখন তুমি মরুপ্রান্তরে আমার পিছু পিছু আসতে,
—এমন দেশে যেখানে কিছুই বোনা ছিল না।
তখন ইস্রায়েল প্রভুর উদ্দেশে পবিত্রীকৃতই ছিল,
ছিল তাঁর ফসলের প্রথমাংশ;
যে কেউ তার ফল খেত,
তাদের সকলকে অপরাধী বলে সাব্যস্ত করা হত,
হ্যাঁ, তাদের সকলের উপর অমঙ্গল নেমে পড়ত।'
প্রভুর উক্তি।
'হে যাকোবকুল,
হে ইস্রায়েলকুলের সকল গোত্র, প্রভুর বাণী শোন!
প্রভু একথা বলছেন:
তোমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাতে কী অন্যায় পেল যে,
আমাকে ত্যাগ করে দূরে গিয়ে,
যা অসার, তারই পিছনে গেল ও নিজেরাই অসার হল?
তারা তো কখনও বলল না, কোথায় সেই প্রভু,
যিনি মিশর দেশ থেকে আমাদের এখানে আনলেন,

যিনি মরুপ্রান্তরের মধ্য দিয়ে,
মরুভূমি ও গর্তভরা এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
জলহীন ও অন্ধকারময় এক ভূমির মধ্য দিয়ে,
পথিক ও নিবাসীশূন্যই এক ভূমির মধ্য দিয়ে আমাদের চালনা করলেন?
আমি তোমাদের এক উর্বরতম দেশে আনলাম,
যেন তোমরা এখানকার ফল ও উৎকৃষ্ট সবকিছু ভোগ কর।
কিন্তু তোমরা প্রবেশ করামাত্র আমার এই দেশ কলুষিত করলে,
আমার এই উত্তরাধিকার জঘন্য বস্তু করলে।
যাজকেরাও কখনও বলল না, প্রভু কোথায়?
না! বিধানপণ্ডিতেরা আমাকে জানল না,
পালকেরাও আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল,
এবং নবীরা বায়াল-দেবের নাম নিয়ে বাণী দিল
এবং অনর্থক পদার্থের অনুগামী হল।
তাই আমি তোমাদের সঙ্গে আবার বিবাদ করব—প্রভুর উক্তি—
তোমাদের পৌত্রদেরও সঙ্গে বিবাদ করব।
যাও, হ্যাঁ, তোমরা কিত্তিম দ্বীপপুঞ্জে গিয়ে চেয়ে দেখ,
কেদারেও লোক পাঠিয়ে সূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনা কর,
দেখ সেখানে এমন কিছু কখনও ঘটেছে কিনা।
কোন জাতি কি কখনও তার আপন দেবতাদের বদলি করেছে?
—তাছাড়া সেগুলো ঈশ্বরও নয়!—
অথচ আমার আপন জনগণ অনর্থক একটা বস্তুর সঙ্গে
তাদের "গৌরবের" বদলি করেছে।
আকাশমণ্ডল, এতে স্তম্ভিত হও!
রোমাঞ্চিত হও, নিতান্ত অভিভূত হয়ে পড়!—প্রভুর উক্তি।
কারণ আমার আপন জনগণ এই অপরাধ দু'টো করেছে:
তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে,
এবং পাথর কেটে নিজেদের জন্য এমন জলভাণ্ডার তৈরি করেছে,
যেগুলো ফাটল-ধরা, জল ধরে রাখতে অক্ষম।
আসলে দীর্ঘকাল পূর্বেই তুমি তোমার জোয়াল ভেঙে ফেলেছ,
তোমার বন্ধন ছিন্ন করেছ;
তুমি নাকি বলেছ, আমি তোমার অধীন হয়ে দাসকর্ম করব না!
বাস্তবিকই সমস্ত উচ্চ পর্বতের উপরে ও সমস্ত সবুজ গাছের তলায়
তুমি শুয়ে ব্যভিচার করে এসেছ।
অথচ আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম;
তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?
যদিও সোডা দিয়ে তুমি নিজেকে ধুয়ে নাও ও অনেক পটাশ লাগাও,
তবু তোমার অপরাধের কলঙ্ক আমার দৃষ্টিগোচর থাকবেই।
—প্রভু পরমেশ্বরের উক্তি।
তুমি কেমন করে বলতে পার, আমি কলুষিতা নই,
বায়াল-দেব-দেবীর পিছনে যাইনি?
উপত্যকায় তোমার আচরণ বিবেচনা করে দেখ;

যা করেছ, তা স্বীকার কর,
হে অসার ও যাযাবর যুবতী উটী,
মরুপ্রান্তরে অভ্যস্ত হে বন্য গাধী,
যা কামের উত্তাপে বাতাস হা করে খায়!
তার কামাবেশে কে তাকে সামলাতে পারে?
তার খোঁজ পাবার জন্য গাধার পক্ষে তত কষ্ট করার দরকার হয় না,
তার নিয়মিত মাসে তাকে পাবেই!
সাবধান, পাছে তোমার পা পাদুকা-ছাড়া হয়,
পাছে তোমার নিজের গলাই শুষ্ক হয়।
কিন্তু তুমি উত্তরে বল, না! এ বৃথা চেষ্টা!
আমি বিদেশীদের ভালবাসি,
তাদেরই পিছনে যাব!'

শ্লোক যেরে ২:২১; মথি ২১:৪৩; ইসা ৫:৭

প্র আমি একেবারে উৎকৃষ্ট জাতের সেরা আঙুরলতা করেই তোমাকে পুঁতেছিলাম; তুমি কেমন করে জারজ আঙুরলতার শাখায় রূপান্তরিত হয়েছ?

উ এজন্য আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।

প্র আমি ন্যায় প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু দেখ, অন্যায়! ধর্মময়তা প্রত্যাশা করছিলাম, কিন্তু দেখ, অত্যাচারিতের চিৎকার।

উ এজন্য আপনাদের কাছ থেকে ঈশ্বরের রাজ্য কেড়ে নেওয়া হবে, এবং এমন এক জাতিকে দেওয়া হবে, যে জাতি তা ফলপ্রসূ করবে।

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' জীবনের উৎস খ্রীষ্ট ১৩:১-২

যে তৃষ্ণার্ত, সে আমার কাছে এসে পান করুক

প্রিয়তম ভ্রাতৃগণ, আমাদের কথা কান পেতে শোন, কারণ যা বলতে যাচ্ছি, তা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজন। আমরা এখন যা বলতে বাসনা করছি, তোমরা সেই দিব্য জলের উৎসধারায় পান করে তোমাদের অন্তরের তেষ্টা একটুখানি প্রশমিত কর, কিন্তু সেই তেষ্টা যেন না মেটাও; পান কর, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় নয়, কেননা স্বয়ং জলের উৎস, স্বয়ং জীবনের উৎসই নিজের কাছে তোমাদের আহ্বান করে বলছেন: *কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।*

তোমরা যা পান করবে, তা উপলব্ধি কর। সেই যেরেমিয়াই তোমাদের বলুন, এমনকি স্বয়ং জলের উৎসই তোমাদের বলুন, *তারা আমাকে—জীবনময় জলের উৎস এই আমাকে ত্যাগ করেছে—প্রভুর উক্তি।* সুতরাং আমাদের ঈশ্বর যীশুখ্রীষ্ট সেই স্বয়ং প্রভুই জীবনের উৎস, আর এজন্য উৎস যে তিনি নিজের কাছে আমাদের আহ্বান করেন আমরা যেন তাঁর জল পান করি। সে-ই পান করে, যে তাঁকে ভালবাসে; সে-ই পান করে, যে ঈশ্বরের বাণী পূর্ণমাত্রায় পান করে, তাঁকে যে অধিক ভালবাসে, তাঁকে যে অধিক বাসনা করে; সে-ই পান করে, যে প্রজ্ঞা-প্রেমে জ্বলন্ত।

লক্ষ কর এ জল কোথা থেকে উৎসারিত: সেখান থেকেই উৎসারিত যেখান থেকে রুটিও নেমে আসে; কারণ রুটি যিনি, তিনি আবার জলের উৎস, তথা সেই একমাত্র পুত্র, আমাদের ঈশ্বর প্রভু খ্রীষ্ট যাঁর জন্য আমাদের অনুক্ষণ ক্ষুধিত হতে হবে। যদিও তাঁকে প্রেম করায় আমরা তাঁকে খাই, ও তাঁকে বাসনা করায় তাঁকে গ্রহণ করি, কিন্তু তবুও ঠিক যেন নিত্য ক্ষুধিত হয়েই তাঁকে বাসনা করি। তেমনি জলের উৎস যে তিনি, আমরা যেন নিত্য প্রেমের আতিশয্যেই তাঁর কাছে গিয়ে পান করি, যেন নিত্য বাসনার পরিপূর্ণতায় তাঁর কাছে গিয়ে পান করি, ও তাঁর ভালবাসার মাধুর্যে তৃপ্তি পাই।

হ্যাঁ, প্রভু মধুর ও কোমল; যদিও তাঁকে খাই ও তাঁর জল পান করি, তবু আমরা যেন নিত্যই তাঁর জন্য ক্ষুধিত ও তৃষিত থাকি, কারণ তিনি এমন খাদ্য ও পানীয় যা কেউই সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করতে ও পান করতে পারে না। যদিও খাদ্যরূপে তাঁকে গ্রহণ করা হয়, তিনি নিঃশেষিত হন না; যদিও তাঁর জল পান করি, সেই জলের শেষ হয় না, কারণ আমাদের রুটি শাশ্বত, ও আমাদের জলের উৎস অমর, আমাদের জলের উৎস মধুর। এজন্য নবী বলেছেন, *তোমরা যারা তৃষ্ণার্ত, জলের উৎসধারায় এসো*; যারা তৃষ্ণার্ত, এ উৎস তাদেরই জন্য; যারা পরিতৃপ্ত তাদের জন্য নয়। আর এজন্য সুখ-বাণীতে যাদের তিনি সুখী বলেছিলেন, সেই তৃষ্ণার্তদের নিজের কাছে আহ্বান করেন, কারণ তাদের তেষ্টা কখনও মেটে না, এমনকি তারা যত পান করে তাদের তত তেষ্টা পায়।

ভ্রাতৃগণ, আমাদের একান্ত দরকার, আমরা *প্রজ্ঞার উৎস সেই পরাৎপর ঈশ্বরের বাণী* বাসনা করব, অন্বেষণ করব, নিত্যই ভালবাসব, কারণ প্রেরিতদূতের কথা অনুসারে, *তাঁরই মধ্যে নিহিত রয়েছে প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের সমস্ত ধন।*

তুমি তৃষিত হলে জীবন-জল পান কর; ক্ষুধিত হলে জীবন-রুটি খাও। সুখী যারা এ রুটির জন্য ক্ষুধিত ও এ জলের জন্য তৃষিত; কারণ অনুক্ষণ খেতে খেতে ও পান করতে করতে তারা আরও খেতে ও আরও পান করতে বাসনা করে। অনুক্ষণ খেলেও ও পান করলেও যার অনুক্ষণ ক্ষুধা ও তেষ্টা পায়, যা অনুক্ষণ রুচিকর ও অনুক্ষণ কাম্য, তা অবশ্যই মধুর হওয়ার কথা; আর এজন্য সেই রাজা নবী বলেন, *আস্বাদন কর, দেখ প্রভু কত মঙ্গলময়,* দেখ তিনি কত মধুর।

শ্লোক যোহন ৭:৩৭-৩৮

প্র যীশু দাঁড়িয়ে উচ্চ কণ্ঠে বলে উঠলেন:
উ কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।
প্র যে আমার প্রতি বিশ্বাসী, জীবনময় জলের নদনদী তার অন্তর থেকে প্রবাহিত হবে।
উ কেউ যদি তৃষ্ণার্ত হয়, সে আমার কাছে এসে পান করুক।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১৪:২০–১৫:১০

প্রজ্ঞাবানের সুখ

সুখী সেই মানুষ, যে প্রজ্ঞার কথা ধ্যান করে,
সুবুদ্ধির সঙ্গেই যে চিন্তা করে,
প্রজ্ঞার পথগুলি অন্তরে যে বিবেচনা করে,
আপন মনে যে তার সকল মর্মে প্রবেশ করে।
সে শিকারীর মত তার পিছু পিছু ধাওয়া করে,
তার সমস্ত পথে ওত পেতে থাকে;
তার জানালায় উঁকি মারে,
তার দরজায় আড়ি পেতে শোনে;
তার বাড়ির পাশে বাসা বাঁধে,
তার দেওয়ালে খুঁটি মারে;
তার কাছে তার আপন তাঁবু বসিয়ে
উৎকৃষ্ট আশ্রয় নেয়;
তার আপন সন্তানদের তার ছায়ায় রাখে,
তার শাখার তলে দিন কাটায়;
তার দ্বারা সে গরম থেকে রক্ষা পাবে,
তার গৌরবের ছায়ায় বসতি করবে।

যে প্রভুকে ভয় করে, সে এভাবে ব্যবহার করবে,
যে বিধানপন্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে।
প্রজ্ঞা মাতার মত তার কাছে এগিয়ে আসবে,
কুমারী কনের মত তাকে গ্রহণ করবে;
সুবুদ্ধির রুটিদানে তাকে পরিপুষ্ট করবে,
পান করার মত তাকে দেবে প্রজ্ঞার জল।
সে প্রজ্ঞার উপরে ঝুঁকে পড়বে, আর কখনও টলবে না,
তার উপরে নির্ভর করবে, আর কখনও লজ্জায় পড়বে না।
প্রজ্ঞা তাকে তার সঙ্গীদের ঊর্ধ্বে উন্নীত করবে,
জনসমাবেশের মাঝে তার মুখ খুলে দেবে;
সে পাবে সুখ, পাবে আনন্দ-মুকুট,
লাভ করবে চিরন্তন নাম।
অবোধেরা প্রজ্ঞাকে কখনও পেতে পারবে না,
পাপীরাও কখনও পাবে না তার দর্শন।
প্রজ্ঞা তো গর্ব থেকে দূরে থাকে,
মিথ্যাবাদীরা তাকে স্মরণ করে না।
প্রশংসাবাদ পাপীর মুখে শোভা পায় না,
যেহেতু তা প্রভু দ্বারা সেখানে রাখা হয়নি।
কেননা প্রশংসাবাদ কেবল প্রজ্ঞার আশ্রয়েই উচ্চারিত হতে হবে;
স্বয়ং প্রভুই প্রশংসাবাদের প্রেরণা দেন।

শ্লোক সিরা ১৫:১,১০ (লাতিন মূলপাঠ); ১ করি ১:২৪

প্র যে প্রভুকে ভয় করে, সে সৎকর্ম সাধন করবে, যে বিধানপন্ডিত, সে প্রজ্ঞা লাভ করবে,
উ কেননা প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত।
প্র আমরা এমন খ্রীষ্টকে প্রচার করি, যিনি ঈশ্বরের পরাক্রম ও ঈশ্বরের প্রজ্ঞা।
উ কেননা প্রজ্ঞা ঈশ্বর থেকে আগত।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' **১ম পুস্তক**

ধর্মময়তার সূর্য সাক্রামেন্তগুলোর মধ্য দিয়েই
এ অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ করেন

আমরা যা বলে এসেছি, তা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, খ্রীষ্টে সেই জীবন কেবল ভাবী যুগে প্রকাশ পাবে না, বরং এ বর্তমান যুগেও সেই পুণ্যজনদের অন্তরে ইতিমধ্যে উপস্থিত, যারা সেই অনুসারে জীবন যাপন করে ও আচরণ করে। কেমন করে আমাদের এভাবে জীবন যাপন করতে দেওয়া হয়, কোন্ কারণে পল 'জীবনের নবীনতায় চলার' কথা বলেন, যারা এভাবে চলে খ্রীষ্ট কেমন করে তাদের সঙ্গে সংযুক্ত হন, ও তেমন বিষয়কে কোন্ নাম দেওয়া উচিত, এ সমস্ত বিষয় আমরা পরবর্তীতে রীতিমত ব্যাখ্যা করব।

অতএব, যা যা করণীয়, তার মধ্যে এমন কিছু আছে যা খ্রীষ্টের উপরে নির্ভর করে, আবার এমন কিছু আছে যা আমাদের প্রচেষ্টা ও তৎপরতার উপরে নির্ভর করে: প্রথমটা কেবল তাঁরই কাজ, কিন্তু আমাদেরটা পরিশ্রমও দাবি করে, বা আরও সূক্ষ্ম কথায়, তা আমাদের দ্বারা ততখানি সাধিত যতখানি অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে: জীবনের পথে বাধা দেয় ও মৃত্যু ঘটায় এমন কিছু যদি আমরা না করি, তবে সেই জীবন চারদিকে ধন ছড়িয়ে দেয় না, জ্বলন্ত প্রদীপও নিভায় না। কেননা মানবীয় সমস্ত গুণ ও যা কিছু মঙ্গল, তার লক্ষ্য হল এ, মানুষ যেন নিজের বিরুদ্ধে খড়্গ উচ্চ না করে বা সুখ থেকে যেন না পালায় ও মাথা থেকে মুকুট না ফেলে দেয়। তেমন হতে পারে, কারণ খ্রীষ্ট নিজেই উপস্থিত হয়ে আমাদের আত্মাতে জীবন-সত্তা অনির্বচনীয় ভাবে রোপণ করেন, কেননা তিনি

সত্যিই উপস্থিত, এবং নিজের আগমনে তিনি যা যা নিয়ে এসেছেন, সেই সমস্ত জীবন-নীতি শক্তিশালী করে তোলেন।

তিনি উপস্থিত বটে, তবু এমনভাবে নয় তিনি ঠিক যেন খাদ্য, সাহচর্য বা সম্পর্কের মধ্য দিয়েই আমাদের সঙ্গে সহভাগিতা করতেন, বরং শ্রেয়তর ও অধিক নিখুঁত এমন অন্য সম্বন্ধের মধ্য দিয়েই তিনি উপস্থিত, যার ফলে তাঁর নিজের দেহের সহভাগী ও তাঁর নিজের জীবনের অংশীদার হয়ে আমরা তাঁর অঙ্গ ও তাঁর নিজস্ব সম্পদ হয়ে উঠি। যে মঙ্গলময়তার প্রেরণায় তিনি শত্রুদেরও ভালবাসলেন, তিনি কেমন করে এত বহুসংখ্যক উপকার দানে সেই মঙ্গলময়তা প্রাচুর্যময় করে তুললেন, একথা কোন ভাষা ব্যক্ত করতে পারবে না। আর আপন বন্ধুদের সঙ্গে যে মিলনে তিনি নিজেকে আবদ্ধ করেছেন, সেই মিলন যে কতই না প্রাণের কল্পনা বা প্রকাশের অতীত, তাও কোন ভাষা ব্যক্ত করতে পারে না। একই প্রকারে তিনি কীভাবে উপস্থিত ও কীভাবে মঙ্গল সাধন করেন, তা বিস্ময়ের যোগ্য ও কেবল তাঁরই সমীচীন যিনি বিস্ময়কর কাজের সাধক। কেননা তিনি নিজে আমাদের জীবনের জন্য যে মৃত্যু বরণ করলেন, এমন প্রতীক ও চিহ্ন দ্বারাই তা বাস্তবরূপে নবায়ন ও পুনঃস্থাপন করেন, যা ঠিক যেন এক ছবিতেই সেই মৃত্যুর প্রতিবিম্ব ঘটায়; উপরন্তু তিনি আমাদের তাঁর নিজের জীবনেরও অংশীদার করে তোলেন।

সুতরাং, যে পবিত্রতম রহস্যগুলো তাঁর সমাধি প্রতীকাকারে উপস্থাপন করে ও তাঁর মৃত্যু ঘোষণা করে, সেই রহস্যগুলোতে আমরা এ বাস্তবতার মধ্য দিয়ে নবজন্ম লাভ করি, নবনির্মিত হই, ও ত্রাণকর্তার সঙ্গে উত্তমরূপে মিলিত হই। পলের কথা অনুসারে, সেগুলো দ্বারাই *তাঁরই মধ্যে আমরা জীবন, গতি ও অস্তিত্বমণ্ডিত,* কারণ দীক্ষাস্নানই এমনটি হতে দেয় যেন আমরা খ্রীষ্টে থাকি ও পরবর্তীতে তাঁর মধ্যে জীবনযাপন করি। তাই প্রথমে দীক্ষাস্নানের ফলে মৃত ও পতিত সকল মানুষ জীবনে প্রবেশ করে। তারপর পবিত্র তৈলাভিষেক তেমন জীবন-অনুরূপ কার্যকলাপে নবজাতকে স্থাপন করে এ জন্মের পূর্ণতা ও সিদ্ধি ঘটায়, এবং শেষে দেহরক্তের দিব্য সাক্রামেন্ত এ জীবন ও সুস্থতা বহন করে ও রক্ষা করে; কেননা নবজাতদের পালন করা ও জীবন রক্ষা করা জীবন-রুটিরই অবদান ও ভূমিকা। এজন্য আমাদের পক্ষে এ রুটি দ্বারা জীবন, কিন্তু তৈলাভিষেক দ্বারা গতি, আবার তা ঘটে দীক্ষাস্নান দ্বারা অস্তিত্ব পাবার পর। আর এই শর্তে আমরা এমন জীবন যাপন করি, যা এ দৃশ্য জগৎ থেকে অদৃশ্য জগতে উত্তীর্ণ জীবন, কারণ স্থান নয়, বরং জীবন ও জীবনধারণেরই পরিবর্তন ঘটেছে।

তাই ধর্মময়তার সূর্য পবিত্র সাক্রামেন্তগুলির মধ্য দিয়ে যেন জানালারই মধ্য দিয়ে এ অন্ধকারময় জগতে প্রবেশ ক'রে এজগতের অনুরূপ জীবনের মৃত্যু ঘটিয়ে স্বর্গীয় জীবন জাগিয়ে তোলেন; আর জগতের আলো জগৎকে জয় করেন—তিনি নিজে যেভাবে বলেছিলেন, *আমি জগৎকে জয় করেছি।* বাস্তবিকই তিনি ভঙ্গুর ও মরণশীল এক দেহে নিত্যস্থায়ী ও অনন্ত জীবন সঞ্চার করেছেন।

শ্লোক যোহন ৮:১২; সিরা ২৪:২৫ (লাতিন মূলপাঠ)

প্র আমিই জগতের আলো;
উ যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।
প্র আমাতেই পথ ও সত্যের সমস্ত অনুগ্রহ, আমাতেই জীবন ও শক্তির সমস্ত প্রত্যাশা:
উ যে আমার অনুসরণ করে, সে অন্ধকারে চলবে না, কিন্তু জীবনের আলো পাবে।

বুধবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৩:১-৫,১৯–৪:৪

অনুতাপ করার জন্য আহ্বান

প্রভুর বাণী আমার কাছে এসে উপস্থিত হয়ে বলল:
'কেউ নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করার পর
সেই স্ত্রী তার সঙ্গ ছেড়ে যদি অন্য পুরুষের হয়,

তার স্বামীর কি আবার তার কাছে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে?
তেমন দেশ কি সম্পূর্ণরূপেই কলুষিত হয়নি?
আচ্ছা, তুমি বহু প্রেমিকের সঙ্গে ব্যভিচার করেছ
আর এখন আমার কাছে ফিরতে সাহস করছ!—প্রভুর উক্তি।
চোখ তুলে গাছশূন্য যত পর্বতের দিকে তাকাও:
কোন্ স্থানেই বা তোমার সতীত্ব লঙ্ঘন হয়নি?
তুমি তো মরুপ্রান্তরে একজন আরবীয়ের মত
রাস্তা-ঘাটে ওদের অপেক্ষায় বসে ছিলে;
তোমার ব্যভিচার ও তোমার দুষ্কর্মে
তুমি দেশ কলুষিত করেছ।
এজন্যই বৃষ্টিধারা বন্ধ করা হয়েছে,
এজন্যই শেষ বর্ষাও হয়নি।
কিন্তু তুমি তোমার বেশ্যাগিরির স্পর্ধা রক্ষা করেছ,
তোমার লজ্জাবোধের কোন ইঙ্গিতও হয়নি।
তুমি কি এইমাত্র আমাকে উদ্দেশ করে চিৎকার করে বলনি,
"পিতা আমার, তুমিই আমার তরুণ বয়সের সখা?
তিনি কি তাঁর ক্ষোভ রাখবেন চিরকাল ধরে?
শেষ পর্যন্তই কি তাঁর ক্রোধ বজায় রাখবেন?"
তুমি একথা বলই বটে,
অথচ জেদি হয়ে যথাসাধ্য অপকর্ম করে চল।
আমি ভাবছিলাম,
কেমন করে আমি তোমাকে আমার সন্তানদের মধ্যে স্থান দেব?
আমি মনোমোহন এক দেশ তোমাকে দেব,
দেব এমন এক উত্তরাধিকার, যা সকল দেশের মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর।
আমি ভাবছিলাম, তোমরা আমাকে বলবে "পিতা আমার!"
এবং আমার অনুসরণ করায় কখনও ক্ষান্ত হবে না।
কিন্তু এমন স্ত্রীলোকের মত যে প্রেমিকের প্রতি অবিশ্বস্তা হয়,
হে ইস্রায়েলকুল, তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েছ।' প্রভুর উক্তি।
গাছশূন্য যত উপপর্বতে এক স্বর ধ্বনিত হচ্ছে,
তা ইস্রায়েল সন্তানদের কান্না ও হাহাকারের সুর!
কারণ তারা তাদের যত পথ কুটিল করেছে,
তাদের আপন পরমেশ্বর প্রভুকে ভুলে গেছে।
'হে পথভ্রষ্ট সন্তানেরা, ফিরে এসো,
আমি তোমাদের বিদ্রোহ-কর্ম নিরাময় করব।'
'এই যে, আমরা তোমার কাছে আসছি,
তুমিই যে আমাদের পরমেশ্বর প্রভু!
সত্যি, যত উপপর্বত মিথ্যামাত্র,
পর্বতের যত কোলাহলও মিথ্যামাত্র;
সত্যি, আমাদের পরমেশ্বর প্রভুতেই রয়েছে ইস্রায়েলের পরিত্রাণ!
সেই লজ্জাই আমাদের বাল্যকাল থেকে আমাদের পিতৃপুরুষদের শ্রমফলকে,
তাঁদের মেষের পাল ও গবাদি পশুকে,

তাঁদের পুত্রকন্যাদের গ্রাস করেছে।
এসো, আমাদের লজ্জায় শুয়ে পড়ি,
আমাদের দুর্নাম আমাদের আচ্ছন্ন করুক;
কারণ আমাদের যৌবনকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত
আমরা এবং আমাদের পিতৃপুরুষেরা আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর বিরুদ্ধে পাপ করেছি,
এবং আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কণ্ঠে কান দিইনি।'
প্রভু একথা বলছেন:
'ইস্রায়েল, তুমি যদি ফিরে আসতে চাও,
তবে তোমাকে আমারই দিকে ফিরতে হবে।
যদি আমার দৃষ্টি থেকে তোমার ঘৃণ্য বস্তুগুলি দূর কর,
যদি আর পথভ্রষ্টা না হও,
এবং সত্য, সততা ও ধর্মময়তায় শপথ করে বল,
"জীবনময় প্রভুর দিব্যি!"
তবে দেশগুলো তাঁর দ্বারা আশীর্বাদপ্রাপ্ত হবে,
ও তাঁরই মধ্যে গৌরব বোধ করবে।'
কারণ প্রভু যুদা ও যেরুসালেমের লোকদের কাছে একথা বলছেন:
'তোমরা অবহেলিত জমি কোদাল দিয়ে চাষ কর,
কাঁটাঝোপের মধ্যে বীজ বুনো না।
হে যুদার মানুষ, হে যেরুসালেমের অধিবাসীরা,
প্রভুর উদ্দেশে পরিচ্ছেদিত হও,
তোমাদের হৃদয়কেই পরিচ্ছেদিত কর,
পাছে তোমাদের কুকর্মের ফলে
আমার রোষ আগুনের মত জ্বলে ওঠে,
এবং তার দাহ নিভিয়ে দেবে এমন কেউ থাকবে না।'

শ্লোক যেরে ১৪:৭; সাম ১৩০:৩

প্র যদিও আমাদের অপরাধ আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়, তবু, প্রভু, তুমি তোমার নামের খাতিরে একটা কিছু কর।
উ তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?
প্র আমাদের অবিশ্বস্ততা তো বড়ই অবিশ্বস্ততা।
উ তুমি যদি লক্ষ কর সমস্ত অপরাধ, কেইবা পারবে দাঁড়াতে, ওগো প্রভু?

দ্বিতীয় পাঠ - মঠাধ্যক্ষ সাধু কলম্বান-লিখিত 'নির্দেশবাণী' জীবনের উৎস খ্রীষ্ট ১৩:২-৩

আমাদের জন্য ঈশ্বর সবই

এসো ভ্রাতৃগণ, সেই আহ্বান অনুসরণ করি যা দিয়ে সেই স্বয়ং জীবন, যিনি কেবল জীবনময় জলের উৎস নন, কিন্তু অনন্ত জীবনের ও আলোরও উৎস, জীবন-জলের উৎসধারায় আমাদের আহ্বান করেন: তাঁর কাছ থেকেই তো প্রজ্ঞা, জীবন ও অনন্ত আলো নির্গত। যিনি জীবনের প্রণেতা, তিনি জীবনের উৎস; যিনি আলোর স্রষ্টা, তিনি আলোর উৎস; সেজন্য এসো, দৃশ্য যত কিছু অবজ্ঞা করে ও এসংসার ছেড়ে ঊর্ধ্বলোকে উত্তীর্ণ হয়ে আমরা চেতনাপূর্ণ ও উদ্বুদ্ধ মাছের মত আলোর উৎস, জীবনের উৎস ও জীবনময় জলের উৎসের অন্বেষণ করি, যাতে সেই জল পান করতে পারি, *যে জল অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহিত।*

আহা, হে দয়াময় ঈশ্বর, হে কৃপাময় প্রভু, তুমি যদি প্রসন্ন হয়ে তেমন উৎসের ধারে আমাকে আহ্বান করতে, সেখানে তোমার তৃষিতদের সঙ্গে আমিও যেন জীবনময় জলের জীবন-উৎসের জীবনময় ঊর্মিমালার জল পান

করতে পারতাম, ও তার পরম মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে তার জন্য উত্তরোত্তর নিত্যতৃষিত হয়ে বলতে পারতাম: কতই না মধুর সেই *জীবনময় জলের উৎস, অনন্ত জীবনের উদ্দেশে যার প্রবাহী জল* অফুরন্ত!

হে প্রভু, তুমিই তো সেই নিত্য উৎস, তুমিই তো সেই নিত্য কাম্য, যার জল নিত্য পান করেও আমাদের নিত্যই তৃষিত হতে হয়! হে খ্রীষ্ট প্রভু, এ জল আমাদের নিত্যই দান কর, যাতে আমাদের অন্তরেও সেই জল থাকতে পারে যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহিত। আমি মহাদান যাচনা করছি বটে, কে তা জানে না? তুমি কিন্তু, হে গৌরবের রাজা, মহাদান দিতে পার ও মহাদান প্রতিশ্রুত হয়েছ—তোমার চেয়ে মহান কিছু নেই, ও আমাদের কাছে মহান সেই তোমাকেই দান করেছ, আমাদের জন্যই আত্মদান করেছ।

এজন্য তোমাকে অনুনয় করি, আমরা যা ভালবাসি তা যেন জানতে পারি, কারণ তোমাকে ছাড়া অন্য কিছু পেতে যাচনা করি না: তুমিই তো আমাদের সবই—আমাদের জীবন, আমাদের আলো, আমাদের পরিত্রাণ, আমাদের খাদ্য, আমাদের পানীয়, আমাদের ঈশ্বর! হে আমাদের যীশু, ভিক্ষা করি, তোমার আত্মার প্রেরণায় আমাদের হৃদয় অনুপ্রাণিত কর, ও তোমার ভালবাসা দ্বারা আমাদের প্রাণ ক্ষতবিক্ষত কর, যাতে আমাদের প্রত্যেকের প্রাণ সত্য অনুসারে বলতে পারে: *আমার প্রাণ যাকে ভালবাসে, তাকে আমাকে দেখাও*, কারণ আমি তোমার ভালবাসায় বিক্ষত।

প্রভু, আকাঙ্ক্ষা করছি: সেই ক্ষত আমাদের অন্তরে থাকুক। ধন্য সেই প্রাণ, যা ভালবাসা দ্বারা সেভাবে বিক্ষত; তেমন প্রাণ জলের উৎসের অন্বেষণ করে, তেমন প্রাণ তোমার জল পান করে, তথাপি পান করতে করতে নিত্য তৃষিত ও বাসনা করতে করতে নিত্য আকাঙ্ক্ষিত—সেই যে প্রাণ নিত্য তৃষিত হয়ে তোমার জল নিত্য পান করে। এভাবে প্রেম করতে করতে যে প্রাণ নিত্যই অন্বেষণ করে, সে বিক্ষত হতে হতে সুস্থ হয়ে ওঠে—তেমন স্বাস্থ্যকর ক্ষত দ্বারা আমাদের অন্তর বিক্ষত করুন কৃপাময় চিকিৎসক আমাদের ঈশ্বর ও প্রভু সেই যীশুখ্রীষ্ট, যিনি পিতা ও পবিত্র আত্মার সঙ্গে একেশ্বর রূপে যুগে যুগে বিরাজমান। আমেন।

শ্লোক যোহন ৪:১৩-১৫ দ্রঃ

প্র আমি যে জল দেব, সেই জল যে খাবে, তার আর কখনও তেষ্টা পাবে না: সেই জলই তার অন্তরে হয়ে উঠবে
উ এমন এক জলের উৎসের মত যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।
প্র প্রভু, তেমন জল আমাকে দিন, আমার যেন আর তেষ্টা না পায়:
উ এমন এক জলের উৎসের মত যা অনন্ত জীবনের উদ্দেশে প্রবাহী।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১৫:১১-২০

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা

তুমি একথা বলো না, 'আমার বিদ্রোহের জন্য প্রভুই দায়ী,'
কারণ তিনি যা ঘৃণা করেন, তা করেন না।
একথা বলো না, 'তিনিই আমাকে পথভ্রষ্ট করেছেন,'
কারণ পাপী তাঁর কোন প্রয়োজনে আসে না।
প্রভু সমস্ত জঘন্য কাজ ঘৃণা করেন,
তাঁকে ভয় করে আর জঘন্য কাজও ভালবাসে এমন কেউ নেই।
আদিতে তিনি মানুষকে গড়লেন,
পরে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।
ইচ্ছা করলে তুমি আজ্ঞাগুলি পালন করবে;
বিশ্বস্ত হওয়াই তোমার সদিচ্ছার উপরে নির্ভর করবে।
তিনি তোমার সামনে রেখেছেন আগুন ও জল;
তোমার যেদিকে ইচ্ছে, সেইদিকে হাত বাড়াও।

মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ ;
এক একজন যাতে প্রীত, তা-ই তাকে দেওয়া হবে।
কেননা প্রভুর প্রজ্ঞা মহান,
তিনি সর্বশক্তিমান, তিনি সর্বদর্শী।
প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে ;
মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।
ভক্তিহীন হতে তিনি তো কাউকে বাধ্য করেননি,
পাপ করতেও কাউকে অনুমতি দেননি।

শ্লোক সিরা ১৫:১৪,১৭,১৯ দ্রঃ

℣ আদিতে ঈশ্বর মানুষকে গড়ে তাকে তার নিজের স্বাধীন ইচ্ছার হাতে ছেড়ে দিলেন।
℟ মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ, মঙ্গল-অমঙ্গল।
℣ প্রভুর চোখ তাদেরই প্রতি, যারা তাঁকে ভয় করে ; মানুষদের সমস্ত কর্ম তাঁর কাছে জানা।
℟ মানুষের সামনে রয়েছে জীবন-মরণ, মঙ্গল-অমঙ্গল।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু পিতর দ্য ব্লুয়ার উপদেশাবলি **খ্রীষ্টযজ্ঞ, উপদেশ ৫৪**

খ্রীষ্ট আমাদের জন্য রুটি হলেন

মোশী দ্বারা বিধান দেওয়া হয়েছিল বটে, কিন্তু যীশুখ্রীষ্ট দ্বারা অনুগ্রহ ও সত্যই আবির্ভূত হয়েছে। তাহলে, খ্রীষ্টই যখন সত্য, এমনকি তিনি সত্য হওয়ায়ই যখন আমরা খ্রীষ্টে বিশ্বাস করি, তখন খ্রীষ্টের বাণীও বিশ্বাস করি। কেননা তিনিই বলেছেন, *আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে ;* তিনিই সঞ্জীবনী মান্না, তিনিই সেই মেষশাবক, যে মেষশাবককে প্রাচীন বিধানের সময়ে উৎসর্গ করা যেত ও খাওয়া যেত ; তিনি নিজেই আমাদের খাদ্য ও পুরস্কার রূপে আমাদের কাছে আত্মদান করেছেন ; যিনি মান্না দানে আমাদের পিতৃপুরুষদের সঞ্জীবিত করেছিলেন, তিনি এখন রুটি দানে আমাদের সঞ্জীবিত করেন ও সেই দানে শাস্ত্রের এ বচন পূর্ণ করেন : *নতুনের আগমনে তোমরা পুরাতন ফেলে দেবে ও অতিপুরাতন খাবে।*

পুরাতন বলতে পুরাতন নিয়মের সেই যজ্ঞ বোঝায়, যা আরোন ও তাঁর সন্তানেরা মেষশাবক কেটে ও বৃষ ও ছাগের রক্ত ছিটিয়ে উৎসর্গ করতেন। কিন্তু সেই অতিপুরাতন বলতে মেল্কিসেদেক দ্বারা নিবেদিত সেই রুটি ও আঙুররস বোঝায়, যে রুটি ও আঙুররস ছিল সেই খ্রীষ্টের সাক্রামেন্তের পূর্বচিহ্ন যাঁকে লক্ষ করে পিতা শপথ করে বললেন, *তুমি মেল্কিসেদেকের রীতি অনুসারে চিরকালের মত যাজক।* এজন্যই নতুনের আগমনে পুরাতন নিয়মের যজ্ঞ-ব্যবস্থা ফেলে দেওয়া ও সেই অতিপুরাতন ব্যবস্থার প্রসাদ খাওয়া প্রয়োজন হল, কারণ মানুষ স্বর্গদূতদের সেই রুটি খেল, যা ঈশ্বর নিজ মঙ্গলময়তায় প্রাচীনকাল থেকে দীনদুঃখীর জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন।

আমরা যে রুটি খাই, তা হল তাঁর স্বয়ং মানবস্বরূপ ধারণ ; কেননা দেহধারণ করে খ্রীষ্ট সেরা গমের ফসলে আমাদের পরিতৃপ্ত করার জন্য আমাদের খড়-স্বরূপ মাংস গমে রূপান্তরিত করলেন। তিনি আমাদের জন্য এমন রুটি হলেন, যা উত্তম হৃদয়-মাটিতে বোনা ও শতগুণে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা ; তিনি আমাদের জন্য গমের দানা হলেন। তিনি এমন সঞ্জীবনী রুটি, যা এ দুর্দশাময় জীবনে আমাদের সান্ত্বনা ও যাত্রাপথের শ্রান্তিতে আমাদের বল দেওয়ার কথা। তিনি শিক্ষা-বাণীতে রুটি, জীবনাদর্শে রুটি, আত্মিক অনুগ্রহের রুটি, অনন্ত গৌরবের রুটি। তিনি বললেন, *এ আমার রক্তে সাধিত নতুন সন্ধি।*

এ নতুন সন্ধি আমাদের জন্য খ্রীষ্টের মৃত্যুতেই বহাল করা হয়, যাতে আমরা তাঁর মৃত্যুর সদৃশ মৃত্যুতে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হয়ে জগতের কাছে মৃত্যুবরণ করতে পারি, ও আমাদের জীবন যেন খ্রীষ্টের সঙ্গে ঈশ্বরে নিহিত থাকে। এ নতুন সন্ধি অনুসারেই তো যজ্ঞ ব্যবস্থা করা চাই, যাতে জীবন্ত ও ঈশ্বরের গ্রহণীয় যজ্ঞরূপে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে গোটা মানুষ সর্বপ্রথমে তপস্যার যজ্ঞ নিবেদন করতে পারে ; কারণ লেখা আছে, *ভগ্ন প্রাণ,*

এই তো পরমেশ্বরের গ্রহণযোগ্য বলি, ভগ্ন চূর্ণ হৃদয় তুমি তো অবজ্ঞা কর না, পরমেশ্বর।

দ্বিতীয় যজ্ঞ হল সেই দয়াধর্ম, যা তার উৎকৃষ্টতার জন্য প্রভু যজ্ঞ নয়, ধর্মময়তা বলেই অভিহিত করেন: *আমি দয়াই চাই, যজ্ঞ নয়।* কেননা যজ্ঞ বিষয়ে লেখা আছে, *ধর্মময়তা-যজ্ঞই উৎসর্গ কর।*

উপরন্তু তৃতীয় এমন এক যজ্ঞ রয়েছে, যা সম্পূর্ণরূপে আন্তরিক, কারণ কেবল প্রাণের অন্তঃস্থল থেকে ও হৃদয়ের গভীরতা থেকেই নির্গত: তেমন যজ্ঞ হল স্তুতি-যজ্ঞ। সেই নবী হৃদয়ের আতিশয্যে ও প্রেমের পূর্ণতায় তেমন যজ্ঞ উৎসর্গ করার বাসনায় বললেন, *যেন সুস্বাদু ভোজে তৃপ্ত হয় আমার প্রাণ; আনন্দপ্লুত ওষ্ঠে আমার মুখ করবে তোমার প্রশংসাবাদ।*

অতএব, প্রথম যজ্ঞ আমাকে, দ্বিতীয়টা প্রতিবেশীকে, ও তৃতীয়টা ঈশ্বরকে লক্ষ করে; তবু আমি এ সবকিছু দিয়ে ঈশ্বরকে লক্ষ করে তাঁকে সবকিছু উৎসর্গ করি। আমরা কিন্তু যদি খ্রীষ্টের সন্ধি ভিত্তি করে যজ্ঞ উৎসর্গ করতে চাই, তবে উপায় এক, বাণীও এক, এবং রীতি এরূপ: আমাদের যেমন নির্দেশ দেওয়া হয় আমরা যেন তাঁর উপরেই আমাদের যত চিন্তা ফেলে দিই, তেমনি আমরা যেন তাঁর বাণীতেই যজ্ঞ সংক্রান্ত বিশ্বাস ফেলে দিই; অর্থাৎ মানুষ নিজের চেয়ে খ্রীষ্টকেই যেন বেশি বিশ্বাস করে, যাতে তার অন্তর ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকে, নিজেকে অস্বীকার করে ও আশা ও বিশ্বাসে খ্রীষ্টের অনুসরণ করে, কারণ তিনিই *পথ, সত্য ও জীবন।*

শ্লোক যোহন ৬:৪৮-৫১

প্র আমিই সেই জীবন-রুটি। তোমাদের পিতৃপুরুষেরা মরুপ্রান্তরে মান্না খেয়েছিলেন, তবুও তাঁরা মারা গেছেন।
উ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।
প্র আমিই সেই জীবনময় রুটি, যা স্বর্গ থেকে নেমে এসেছে: যদি কেউ এই রুটি খায়, তবে সে অনন্তকাল জীবিত থাকবে।
উ এটিই সেই রুটি যা স্বর্গ থেকে নেমে আসছে, যেন মানুষ তা খেতে পারে আর মরে না যায়।

বৃহস্পতিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৪:৫-৮,১৩-২৮

বিনাশকের আগমন-সংবাদ

প্রভু একথা বলছেন: তোমরা যুদায় একথা প্রচার কর,
যেরুসালেমে তা ঘোষণা কর; বল:
'দেশজুড়ে তুরি বাজাও,
জোর গলায় চিৎকার করে বল:
জড় হও; এসো, আমরা সুরক্ষিত নগরগুলিতে প্রবেশ করি।
সিয়োনের দিকে সঙ্কেত-চিহ্ন উত্তোলন কর;
পালিয়ে যাও, দেরি করো না,
কারণ উত্তর থেকে আমি অমঙ্গল নিয়ে আসছি,
নিয়ে আসছি মহা সর্বনাশ।
সিংহ নিজের ঝোপ থেকে লাফিয়ে উঠেছে,
সর্বদেশের বিনাশক পথে আছে,
তোমার দেশ ধ্বংসস্থান করার জন্য
সে নিজের আস্তানা থেকে রওনা হয়েছে:
তোমার শহরগুলো উচ্ছেদ করা হবে,
সেগুলোর মধ্যে নিবাসী কেউই আর থাকবে না।

তাই চটের কাপড় পর,
বিলাপ কর, হাহাকার কর,
কেননা প্রভুর জ্বলন্ত ক্রোধ আমাদের ছেড়ে চলে যায়নি।
দেখ, সে এগিয়ে আসছে মেঘপুঞ্জের মত,
তার রথগুলি ঝড়ো বাতাসের মত,
তার অশ্বগুলি ঈগলের চেয়েও দ্রুতগামী।
হায়, আমরা হারিয়ে গেছি!
যেরুসালেম, হৃদয় ধৌত করে তোমার শঠতা ঘুচিয়ে ফেল,
তবেই পরিত্রাণ পাবে;
আর কতদিন তোমার হৃদয়ে কুচিন্তা বাস করবে?
এই যে, দান থেকে এক কণ্ঠ কথাটা নিয়ে আসছে,
এফ্রাইমের পর্বতমালা থেকে কে যেন এই অমঙ্গলের সংবাদ দিচ্ছে।
তোমরা দেশসকলকে সংবাদ দাও,
যেরুসালেমকে কথাটা জানাও।
আক্রমণকারীরা সুদূর এক দেশ থেকে আসছে,
যুদার শহরগুলির বিরুদ্ধে রণধ্বনি তুলছে।
খেত-রক্ষকের মত তারা যেরুসালেমকে চারদিকে ঘিরে ফেলেছে,
কারণ সে আমার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে—প্রভুর উক্তি।
তোমার আচরণ ও তোমার কাজকর্মই এসব ঘটাচ্ছে;
এ তোমার দুষ্টতার ফল;
আহা, তা কেমন তিক্ত! আহা, তা বিঁধে ফেলেছে তোমার হৃদয়!
হায় আমার অন্ত্ররাজি! হায় আমার অন্ত্র! আমি বিদীর্ণ;
হায় আমার হৃদয়ের দেওয়াল;
আমার হৃদয় ধুক্ ধুক্ করছে;
আমি নিশ্চুপ থাকতে পারি না,
আমি যে শুনতে পাচ্ছি তুরিনিনাদ, যুদ্ধের সিংহনাদ।
ধ্বংসের উপরে ধ্বংস—এটি সংবাদ!
সমগ্র দেশ ধ্বংসস্থান!
আমার যত তাঁবু হঠাৎ উচ্ছিন্ন হয়েছে,
এক নিমেষে আমার যত আশ্রয় ধ্বংসিত।
আমাকে কত দিন সেই পতাকা দেখতে হবে?
কত দিন সেই তুরিনিনাদ শুনতে হবে?
হায়, আমার জনগণ কেমন নির্বোধ!
তারা আমাকে জানে না,
তারা জ্ঞানশূন্য বালক,
বিচারবুদ্ধি তাদের নেই;
তারা কদাচারে নিপুণ, কিন্তু সদাচারে অজ্ঞ।
আমি পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা নিরাকার ও শূন্যময়;
আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করলাম—তাতে আর নেই কোন আলো।
পর্বতমালার দিকে দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, তা সবই কাঁপছে,
উপপর্বতও টলটল করছে।

আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, কেউই ছিল না,
আকাশের সমস্ত পাখিও পালিয়ে গেছে।
আমি দৃষ্টিপাত করলাম, আর দেখ, উর্বর মাটি এখন মরুপ্রান্তর,
প্রভুর সামনে ও তাঁর জ্বলন্ত ক্রোধের সামনে
তার সকল শহর ধ্বংসস্তূপ।
কেননা প্রভু একথা বলছেন,
'সমস্ত দেশ হবে ধ্বংসস্থান—যদিও আমি তা নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করব না।
ফলে পৃথিবী শোকপালন করবে,
এবং ঊর্ধ্বের আকাশ অন্ধকারময় হবে,
কারণ আমি কথা বলেছি, দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিয়েছি,
এই ব্যাপারে মন পাল্টাব না, একথা ফিরিয়ে নেব না।'

শ্লোক যেরে ৪:২৪-২৬; সাম ৮৫:৫ দ্রঃ

প্র হে ঈশ্বর, তোমার ক্রোধের সামনে পৃথিবী কম্পিত হয়:
উ আমাদের দয়া কর, আমাদের নিঃশেষে ধ্বংস করো না।
প্র হে আমাদের ত্রাণেশ্বর, আমাদের পুনঃপ্রতিষ্ঠিত কর, আমাদের উপর তোমার এ বিরক্তি নিবৃত্ত কর:
উ আমাদের দয়া কর, আমাদের নিঃশেষে ধ্বংস করো না।

দ্বিতীয় পাঠ - যোয়েলের পুস্তকে সাধু যেরোমের ব্যাখ্যা **২:১২-১৪**

আমার কাছে ফিরে এসো

সমস্ত হৃদয় দিয়ে আমার কাছে ফিরে এসো, ও উপবাস ক'রে, চোখের জল ফেলে ও বুক চাপড়াতে চাপড়াতে আত্মার তপস্যা দেখাও, যাতে এখন উপবাস করলে, পরে পরিতৃপ্ত হতে পার, এখন চোখের জল ফেললে, পরে হাসতে পার, এখন বুক চাপড়ালে, পরে সান্ত্বনা পেতে পার। শোকের দিনে ও প্রতিকূলতার সময়ে নিজের কাপড় ছিঁড়ে ফেলার প্রথা ছিল: সুসমাচারের বর্ণনা অনুসারে, আমাদের ত্রাণকর্তার বিরুদ্ধে অভিযোগটা গুরুতর করার উদ্দেশ্যে সেই মহাযাজক ঠিক তাই করেছিলেন, এবং ঈশ্বরের নিন্দাজনক কথা শুনে পল ও বার্নাবাসও তাই করেছিলেন; এজন্য যোয়েলও বলেন, *তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো, তিনি যে দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান।*

অতএব, তোমাদের দুষ্কর্ম সাধনে যাঁর কাছ থেকে দূরে চলে গেছ, তোমাদের ঈশ্বর সেই প্রভুর কাছে ফিরে এসে, ও তোমাদের নিজেদের অপরাধের গুরুত্ব দেখে তোমরা যেন কখনও ক্ষমা পাবার ব্যাপারে নিরাশ না হও, কারণ তোমাদের অপরাধ যতই গুরুতর হোক না কেন সেই অসীম করুণা সবই মুছে দেবে, কেননা প্রভু দয়াবান ও ক্ষমাশীল। তিনি পাপীর মৃত্যুতে নয়, তার তপস্যায়ই প্রীত; তিনি ধৈর্যশীল ও করুণাময়; মানুষের অধৈর্যও তিনি অনুকরণ করেন না, বরং আমাদের মনপরিবর্তনের জন্য দীর্ঘদিন অপেক্ষা করে থাকেন। প্রভু *দয়াবান, স্নেহশীল, ক্রোধে ধীর, কৃপায় ধনবান; অমঙ্গলে তিনি দুঃখ পান। কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে* …। তিনি ক্ষমা দিতে সম্পূর্ণরূপে সম্মত; আমাদের পাপের জন্য তিনি যে দণ্ডাজ্ঞা প্রস্তুত করেছিলেন, তার জন্য দুঃখ করতেও তিনি সম্মত। আমরা যদি আমাদের অপকর্ম বিষয়ে দুঃখ দেখাই, তিনি তাঁর দণ্ড-সঙ্কল্প বিষয়ে দুঃখ করবেন, ও আমাদের উপর অমঙ্গল ডেকে আনবেন বলে যে হুমকি দিয়েছিলেন, সেই হুমকি তিনি ফিরিয়ে নেবেন।

আমরা জীবন পরিবর্তন করলে তিনিও আমাদের দণ্ড পরিবর্তন করবেন। আমরা যখন বলি, তিনি অমঙ্গলের হুমকি দিয়েছেন, তখন সেই অমঙ্গল আত্মা সংক্রান্ত নয়, কিন্তু এমন দণ্ড লক্ষ করে, যা অপরাধীদের পক্ষে ন্যায্য।

অনুতপ্তদের প্রতি প্রভুর করুণা লক্ষ করে যোয়েল বলে চলেছিলেন, *কে জানে, হয় তো তিনি এবারও দুঃখ পেয়ে নিজের পিছনে রেখে যাবেন একটা আশীর্বাদ!* নবী বলতে চাচ্ছিলেন: আমি আমার কর্তব্য পালন করছি,

মনপরিবর্তন করতে তোমাদের আহ্বান করছি, কারণ জানি, ঈশ্বর অতিশয় দয়াময়, যেভাবে দাউদের প্রার্থনা থেকেও অনুমান করা যেতে পারে: *আমাকে দয়া কর গো পরমেশ্বর, তোমার কৃপা অনুসারে; তোমার অপার স্নেহে মুছে দাও আমার অপরাধ।* কিন্তু, যেহেতু আমরা ঈশ্বরের ঐশ্বর্য, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের গভীরতা জানতে পারি না, সেজন্য নবী নিজের উক্তি কমিয়ে অত্যুক্তি এড়াবার উদ্দেশ্যে কেবল এক বাসনাই ব্যক্ত করে বলেন, *কে জানে, হয় তো!* এতে তিনি দেখাতে চান যে, ব্যাপারটা অসম্ভব না হলেও তবু কঠিন।

আমাদের পরমেশ্বর প্রভুর উদ্দেশে শস্যের নৈবেদ্য ও আঙুররসের অর্ঘ্য বচনটির অর্থ এ: প্রভু আশীর্বাদ দান করলে ও আমাদের পাপ ক্ষমা করলে পর আমরা তাঁর কাছে আমাদের যজ্ঞ উৎসর্গ করতে পারি।

শ্লোক সাম ২৪:৪; যোয়েল ২:১৩ দ্রঃ

প্র শুদ্ধ হৃদয়ে ও অকপট ভালবাসায় তোমরা সকলে প্রভুর কাছে ফিরে যাও,
উ যাতে তোমাদের পাপের ঋণ মুছে দেওয়া হয়।
প্র তোমাদের পোশাক নয়, হৃদয়ই ছিঁড়ে ফেল, তোমাদের পরমেশ্বর প্রভুর কাছে ফিরে এসো,
উ যাতে তোমাদের পাপের ঋণ মুছে দেওয়া হয়।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১৬:২৪–১৭:১৪

সৃষ্টিকর্মে মানুষের শীর্ষস্থান

সন্তান, আমাকে শোন; সদ্‌জ্ঞান লাভে উদ্বুদ্ধ হও;
হৃদয়-গভীরে আমার বাণীর প্রতি মনোযোগ দাও।
আমি আমার শিক্ষাবাণী সূক্ষ্মরূপেই ব্যক্ত করব,
সযত্নেই সদ্‌জ্ঞানের কথা প্রচার করব।
আদিতে যখন ঈশ্বর সমস্ত কিছু সৃষ্টি করলেন,
তখন সেগুলো হতে হতেই তাদের যে যার নির্ধারিত স্থান দিলেন;
তিনি আপন কর্মকাণ্ড চিরকালের মতই নিরূপণ করলেন,
ভাবী যুগের মানুষের জন্য সেগুলোর স্বীয় স্বীয় কাজ স্থির করলেন।
সেগুলোর ক্ষুধাও পায় না, শ্রান্তিও হয় না,
অথচ নিজ নিজ দায়িত্ব পালনে কখনও ক্ষান্ত হয় না।
সেগুলোর একটাও আর একটার পথ ঘেঁষে না,
তাঁর একটা আজ্ঞাও সেগুলো কখনও অমান্য করবে না।
তারপর প্রভু পৃথিবীর উপরে দৃষ্টিপাত করলেন,
তাঁর আপন পরমদানে তা পরিপূর্ণ করলেন;
মাটির বুকে তিনি সবরকম প্রাণী বসিয়ে রাখলেন,
আর এই প্রাণীসকল পৃথিবীর গর্ভে ফিরে যাবে।

প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন,
আবার সেই মাটিতে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।
তিনি মানুষকে কতগুলো দিন ও কাল না দিলেন!
পৃথিবীর উপরে যা কিছু আছে, তাদের উপর অধিকার তাকেই দিলেন।
তাকে শক্তিমণ্ডিত করলেন তিনি নিজেই যেমন শক্তিমণ্ডিত,
নিজের প্রতিমূর্তিতেই তাকে গড়লেন।
প্রতিটি প্রাণীর মধ্যে তিনি মানুষের প্রতি ভয় সঞ্চার করলেন,
যেন মানুষ পশু ও পাখিদের উপরে প্রভুত্ব করতে পারে।

তিনি বিচারবুদ্ধি, জিহ্বা, চোখ ও কান তাদের দিলেন,
একটি হৃদয়ও তাদের দিলেন, যেন তারা চিন্তা করতে পারে।
তিনি সদ্‌জ্ঞান ও সুবুদ্ধি দানে তাদের অন্তর পূর্ণ করলেন;
তাদের দেখালেন কি ভাল আর কি মন্দ।
তাদের হৃদয়ে তাঁর আপন আলো সঞ্চার করলেন,
যেন তাঁর আপন কর্মকীর্তির মহত্ত্ব তাদের দেখাতে পারেন;
আর তারা যেন তাঁর কর্মকীর্তির মাহাত্ম্য বর্ণনা করতে করতে
তাঁর পবিত্র নামের প্রশংসাবাদ করে।
তাদের সামনে তিনি সদ্‌জ্ঞান রাখলেন,
উত্তরাধিকার রূপে তাদের দিলেন জীবন-বিধান।
তাদের সঙ্গে চিরন্তন সন্ধি স্থাপন করলেন,
তাদের কাছে তাঁর আপন বিচারমালা জ্ঞাত করলেন।
তাদের চোখ তাঁর গৌরবের মহত্ত্বের দর্শন পেল,
তাদের কান তাঁর মহিমময় কণ্ঠস্বর শুনতে পেল।
তিনি তাদের বললেন, 'সমস্ত অন্যায়-অধর্ম বিষয়ে সাবধান থাক!'
প্রতিবেশী-সংক্রান্ত নির্দেশও তিনি এক একজনকে দিলেন।

শ্লোক ১ করি ১৫:৪৭,৪৯; সিরা ১৭:১,৩

℣ প্রথম মানুষ মাটি থেকে আগত, মৃন্ময়; দ্বিতীয় মানুষ স্বর্গ থেকে আগত:
℟ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।
℣ প্রভু মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করলেন, ও নিজের প্রতিমূর্তিতে তাকে গড়লেন।
℟ আমরা যেমন সেই মৃন্ময়ের প্রতিমূর্তি ধারণ করেছি, তেমনি সেই স্বর্গীয়জনের প্রতিমূর্তিও ধারণ করব।

দ্বিতীয় পাঠ - নিকোলাস কাবাসিলাস-লিখিত 'খ্রীষ্টে জীবন' ১ম পুস্তক

ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অনির্বচনীয়

প্রভুর সঙ্গে যে মিলিত হয়, সে প্রভুর সঙ্গে একাত্মা হয়। যেহেতু ঈশ্বরের মঙ্গলময়তা অনির্বচনীয়, ও তেমন ঐশমঙ্গলময়তারই অনুরূপ হওয়ায় মানবজাতির প্রতি তাঁর ভালবাসাও যেহেতু অবর্ণনীয়, সেজন্য একথা অনুমেয় যে, যাদের তিনি ভালবাসেন, তাদের সঙ্গে তাঁর সংযোগ সব দিক দিয়েই কল্পনাযোগ্য সমস্ত সংযোগের অতীত, ও তার যোগ্যতা হেতু সমস্ত তুলনার অতীত।

এজন্য শাস্ত্র এ ঘনিষ্ঠতম সংযোগের কথা ব্যক্ত করার জন্য বহু উদাহরণের উপর নির্ভর করেছে—একটিমাত্র উদাহরণ অবশ্যই যথেষ্ট ছিল না। তাই শাস্ত্র একসময়ে আবাস ও বাসিন্দা, আর এক সময়ে আঙুরলতা ও শাখা, আর এক সময়ে দাম্পত্য-মিলন, আর এক সময়ে অঙ্গগুলো ও মাথা ইত্যাদি উদাহরণ উপস্থাপন করে; কিন্তু এ সকল উদাহরণের মধ্যে একটাও সম্পূর্ণরূপে উপযুক্ত নয়, ও সেগুলোর একটাও দ্বারা সত্যে পৌঁছা সম্ভব নয়। সর্বাপেক্ষা সংযোগ ভালবাসা ও ভক্তির সমতুল্য হওয়া চাই। কিন্তু ঐশভালবাসার তুল্য কীবা থাকতে পারে? উপরে দেওয়া উপমাগুলোর মধ্যে যেটা এই ঘনিষ্ঠতম সংযোগ সবচেয়ে অর্থপূর্ণ করে তুলতে পারে, তা হল দাম্পত্য-মিলন ও মাথা ও অঙ্গগুলোর মধ্যকার বন্ধন। কিন্তু তবুও এ উপমা দু'টোও ঐশসংযোগের কথা উপযুক্ত ভাবে ফুটিয়ে তোলা থেকে বহু দূরে রয়েছে; কেননা একজন অপরের মধ্যে থাকবে ও তার মধ্যে থেকে জীবনযাপন করবে, এমন পর্যায়ে দম্পতিদের মিলিত করতে দাম্পত্য কখনও পারবে না, অথচ তেমন মিলনই খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর মধ্যে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান! এজন্য প্রেরিতদূত বিবাহ বিষয়ে 'এ রহস্য মহান' বলার পরে সঙ্গে সঙ্গে বলে চলেন, *কিন্তু আমি খ্রীষ্ট ও মণ্ডলীর দিকে অঙুলি নির্দেশ করেই একথা বললাম,* কারণ তিনি দেখাতে চান, সেই মিলন নয়, এই মিলনেরই কথা তাঁর কাছে অপরূপ। উপরন্তু অঙ্গগুলি মাথার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত, ও সেগুলোর জীবন এ বন্ধন ও সুসংবদ্ধতার উপর এত নির্ভরশীল যে, তা ছিন্ন হলে মৃত্যু ঘটে। তবু মনে হয়, এ

অঙ্গগুলো নিজেদের মাথার চেয়ে খ্রীষ্টেই বেশি সংযুক্ত, ও প্রাকৃতিক সংযোগের চেয়ে এই সংযোগের উপরেই বেশি নির্ভরশীল হয়ে বাঁচে; প্রমাণস্বরূপ সেই পুণ্যবান সাক্ষ্যমরদের কথা উল্লেখযোগ্য, যাঁরা প্রাকৃতিক বিচ্ছেদটা স্বচ্ছন্দেই সহ্য করলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছেদ, এমন কথা পর্যন্তও শুনতে রাজি ছিলেন না! বস্তুত তাঁরা নির্যাতকের হাতে মাথা ও অঙ্গ সবই আনন্দের সঙ্গে সঁপে দিলেন, কিন্তু খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন বা উচ্ছিন্ন হতে পারলেন না, কথায়ও নয়। আসলে, নিজের সঙ্গে মানুষ যতখানি সংযুক্ত, তার চেয়ে কেইবা অন্যের সঙ্গে বেশি সংযুক্ত হতে পারে? অথচ এ প্রকার সংযোগ বা মিলনও খ্রীষ্টের সঙ্গে সংযোগের চেয়ে হীনতর ও কম নিখুঁত। পুণ্যাত্মারা এক একজনই এক ও নিজের মত সমান, তথাপি নিজের চেয়ে খ্রীষ্টেরই সঙ্গে অধিক মিলিত, কারণ নিজের চেয়ে তাঁকেই বেশি ভালবাসেন। একথা সপ্রমাণ করে পল বলেন, প্রভুর গৌরব বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি ইহুদীদের মঙ্গলের জন্য খ্রীষ্ট থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার চেয়ে পাপস্বরূপ হতে রাজি।

মানবপ্রেম যখন ততখানি মহান, তখন ঐশপ্রেম পরিমাপের অতীত। আর যখন দুর্জনেরাও ততখানি প্রেমের পরিচয় দিতে পারল, তখন ঐশপ্রেম সম্বন্ধে আর কী বলব? কিন্তু যখন প্রেম তত উৎকৃষ্ট ও অপরূপ, তখন প্রয়োজন রয়েছে, তেমন প্রেম যে মিলনের দিকে প্রেমিকদের আকর্ষণ করে, সেই মিলন যেন মানববুদ্ধি এতই নমিত করে, যাতে সেই বুদ্ধি কোন উপমা বা তুলনার খোঁজে নিজেকে উন্নীত না করে।

শ্লোক সাম ১০৩:২,৪; গা ২:২০

℣ প্রাণ আমার, প্রভুকে বল ধন্য;
℟ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: যিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তিনি তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।
℣ তিনি আমাকে ভালবেসেছেন ও আমার জন্য নিজেকে বিসর্জন দিয়েছেন।
℟ ভুলে যেয়ো না তাঁর সমস্ত উপকার: যিনি গহ্বর থেকে মুক্ত করেন তোমার জীবন, তিনি তোমাকে কৃপা ও স্নেহে করেন মুকুট-ভূষিত।

শুক্রবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৭:১-২০

প্রকৃত উপাসনা—অভিযোগ

প্রভুর কাছ থেকে যে বাণী যেরেমিয়ার কাছে এসে উপস্থিত হল, তা এ: 'প্রভুর গৃহ-দ্বারে দাঁড়াও, সেখানে এই কথা ঘোষণা কর; বল: প্রভুর বাণী শোন, হে যুদার সেই সকল মানুষ, যারা প্রভুর উদ্দেশে প্রণিপাত করতে এই তোরণদ্বার দিয়ে প্রবেশ কর। সেনাবাহিনীর প্রভু, ইস্রায়েলের পরমেশ্বর, একথা বলছেন: তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সংস্কার কর, তবেই এই স্থানে তোমাদের বসবাস করতে দেব। যারা বলে, "প্রভুর মন্দির, প্রভুর মন্দির, এই তো প্রভুর মন্দির!" তাদের এ ছলনাপূর্ণ বাণীতে তোমরা ভরসা রেখো না। বরং তোমরা যদি তোমাদের আচরণ ও কাজকর্ম সত্যি সংস্কার কর, যদি একে অপরের প্রতি ন্যায্যতার সঙ্গে ব্যবহার কর, যদি প্রবাসী, এতিম ও বিধবাকে অত্যাচার না কর, যদি এই স্থানে নির্দোষীর রক্তপাত না কর, যদি তোমাদের নিজেদের অমঙ্গলের জন্যই অন্য দেবতাদের পিছনে না যাও, তবেই আমি তোমাদের বসবাস করতে দেব এই স্থানেই, এই দেশেই যা তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিলাম প্রাচীনকাল থেকে চিরকালের মত। দেখ, তোমরা তো মিথ্যায় ভরসা রাখ, তাতে তোমাদের কোন উপকার হবে না। তোমরা কি চুরি, নরহত্যা, ব্যভিচার, মিথ্যাশপথ, বায়ালের উদ্দেশে ধূপদাহ, ও এমন দেবতাদের অনুসরণ করবে যাদের সম্বন্ধে কিছুই জান না, পরে এখানে এসে, এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই গৃহে আমার সামনে দাঁড়িয়ে বলবে: এই সমস্ত জঘন্য কাজ করে যাবার জন্য আমরা এখন নিরাপদ! এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা? দেখ, আমিও এইসব কিছু দেখতে পাচ্ছি—প্রভুর উক্তি।

তাই তোমরা সেইখানে যাও, শীলোতে যে স্থান একসময় আমার ছিল, যেখানে আমি প্রথমে আমার নামের আবাস স্থির করেছিলাম, সেইখানে যাও; এবং আমার জনগণ সেই ইস্রায়েলের অপকর্মের কারণে আমি সেই স্থানের প্রতি যা করেছি, তা বিবেচনা করে দেখ। যেহেতু তোমরা এই সমস্ত কর্ম করেছ—প্রভুর উক্তি—এবং আমি এত তৎপরতা ও যত্নের সঙ্গে তোমাদের কাছে কথা বললেও তোমরা কান দাওনি, আমি তোমাদের ডাকলে তোমরা উত্তর দাওনি, সেজন্য এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, এই যে গৃহে তোমরা ভরসা রাখ, এবং এই যে স্থান তোমাদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের দিয়েছি, এর প্রতিও আমি সেইভাবে করব, যেভাবে শীলোর প্রতি করেছিলাম। আমি যেমন তোমাদের ভাইদের, এফ্রাইমের সেই সমস্ত বংশকে বের করে দিয়েছি, তেমনি তোমাদেরও আমার চোখের সামনে থেকে বের করে দেব। তোমার ক্ষেত্রে, তুমি এই জনগণের হয়ে প্রার্থনা করো না, তাদের হয়ে আমার কাছে মিনতি ও প্রার্থনা নিবেদন করো না, আমার কাছে সনির্বন্ধ আবেদনও জানিয়ো না, কারণ আমি তোমাকে শুনব না। যুদার শহরে শহরে ও যেরুসালেমের রাস্তা-ঘাটে তারা যা করছে, তুমি কি তা দেখতে পাচ্ছ না? ছেলেরা কাঠ কুড়োয়, পিতারা আগুন জ্বালায়, ও স্ত্রীলোকেরা ময়দা ছানে—আকাশরানীর উদ্দেশে পিঠা বানানোর জন্যই তারা এসব কিছু করছে; তারপর আমাকে অপমান করার জন্য অন্য দেবতাদের উদ্দেশে পানীয়-নৈবেদ্য ঢালে। তারা কি আমারই অপমান করে?—প্রভুর উক্তি—নাকি নিজেদেরই অপমান করে ও তাই করে নিজেদের লজ্জার বস্তু করে?' সুতরাং প্রভু পরমেশ্বর একথা বলছেন, 'দেখ, এই স্থানের উপরে—মানুষ ও পশু, মাঠের গাছপালা ও ভূমির ফল—এসবের উপরে আমার ক্রোধ ও রোষ বর্ষিত হবে; তা জ্বলতে থাকবে, নিভবে না।'

শ্লোক যেরে ৭:১১; ইসা ৫৬:৭; যোহন ২:১৬

প্র এই যে গৃহ আমার আপন নাম বহন করে, তা কি তোমাদের দৃষ্টিতে দস্যুর আস্তানা?
উ আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।
প্র তোমরা আমার পিতার গৃহকে একটা বাজারে পরিণত করো না।
উ আমার গৃহকে বলা হবে সকল জাতির জন্যই প্রার্থনা-গৃহ।

দ্বিতীয় পাঠ - মথি-রচিত সুসমাচারে সাধু যোহন খ্রীসোস্তমের উপদেশাবলি **উপদেশ ৫০:৩-৪**

মন্দির অলঙ্কৃত কর, কিন্তু গরিবদের অবহেলা করো না

তুমি কি খ্রীষ্টদেহ সম্মান করতে ইচ্ছা কর? তাহলে এমনটি হতে দিয়ো না যে, সেই দেহ তার নিজের অঙ্গগুলিতে তথা বস্ত্রহীন গরিবদের মধ্যে অবজ্ঞার পাত্র হয়। এখানে, এই গির্জায় তাকে রেশম দিয়ে সম্মান করো না, যখন বাইরে, শীত ও বস্ত্রাভাবের কারণে সে যন্ত্রণা ভোগ করতে করতে, তুমি তাকে অবহেলা করে থাক। যিনি বলেছেন, *এ আমার দেহ*, ও বাণী দ্বারা কর্ম সপ্রমাণ করেন, তিনি এ কথাও বললেন, *তোমরা আমাকে ক্ষুধিত দেখেছ, কিন্তু আমাকে খেতে দাওনি, এবং এই ক্ষুদ্রতমদের কোন একজনের প্রতি যখন তা করনি, তখন আমারই প্রতি করনি।* যে খ্রীষ্টদেহ বেদির উপরে থাকে, চাদরের নয়, পুণ্য আত্মাদেরই তার প্রয়োজন; কিন্তু যে খ্রীষ্টদেহ বাইরে থাকে, তার অনেক যত্নেরই প্রয়োজন।

সুতরাং এসো, আমরা খ্রীষ্টের কথা ভাবতে ও তাঁকে সম্মান করতে শিখি তিনিই যেভাবে চান; কেননা যাঁকে আমরা সম্মান করতে ইচ্ছা করি, আমরা যে সম্মান ভেবেছি তা নয়, তিনি নিজে যে সম্মানে প্রীত সেই সম্মানের চেয়ে তাঁর গ্রহণীয় সম্মান আবিষ্কার করতে পারব না। পিতরও মনে করছিলেন, নিজের পা ধৌত করতে খ্রীষ্টকে না দেওয়ায়ই তাঁকে সম্মান করবেন; এ সম্মান নয়, অপমানই ছিল। তাই তুমিও তাঁকে সেই সম্মান দেখাও যা তিনি আদেশ করলেন, অর্থাৎ এমনটি কর যাতে গরিবেরা তোমার সম্পদের অংশী হয়। সোনার পাত্র নয়, সোনার প্রাণেরই ঈশ্বরের প্রয়োজন।

একথা বলে আমি গির্জায় উপহার দিতে তোমাদের বাধা দিতে অভিপ্রেত এমন নয়। কিন্তু আমার অনুরোধ, সেই উপহারের সঙ্গে, এমনকি তা দেওয়ার আগে ভিক্ষা দান কর; কেননা ঈশ্বর নিজ পার্থিব গৃহের জন্য তোমাদের উপহারে প্রীত বটে, তবু এর চেয়ে গরিবদের সাহায্য দানেই তিনি বেশি প্রীত। উপহার দানে কেবল

দাতাই উপকৃত, কিন্তু সাহায্য দানে গ্রহীতাও উপকৃত। উপহার দানে নিজেকে দেখানোর অবকাশ থাকতে পারে; কিন্তু সাহায্য দানে কেবল দয়াকর্ম ও ভালবাসাই উপস্থিত। যজ্ঞের বেদি সোনার পাত্রে পরিপূর্ণ হওয়াতেও খ্রীষ্টের কী উপকার, যখন তিনি গরিবের মধ্যে ক্ষুধায় মরছেন? আগে ক্ষুধিতকে পরিতৃপ্ত কর, কেবল এরপরেই তোমার যা বাকি রয়েছে তা দিয়ে বেদি অলঙ্কৃত কর। তুমি কি তাঁকে একটা সোনার পাত্র দেবে ও এক গ্লাস জল তাঁকে দিতে পারবে না? তাঁর বেদি সোনার কাপড়ে সজ্জিত করার কী দরকার আছে, পরে যদি তাঁর প্রয়োজনীয় কাপড় অর্পণ না কর? তাতে তাঁর কী লাভ?

আমাকে বল: প্রয়োজনীয় খাদ্য যার নেই, তুমি এমন লোককে দেখে যদি চিন্তাটুকু না করে কেবল নিজেরই খাবার টেবিল সজ্জিত করতে, তুমি কি মনে কর, সেই লোকটা তোমাকে ধন্যবাদ দেবে? নাকি তোমার বিরুদ্ধে রাগ করবে? আর ছেঁড়া কাপড় পরা ও শীতে কাঁপছে এমন লোককে দেখে তুমি যদি তাকে কোন কাপড় না দিয়ে বরং তার সম্মানার্থে সোনার স্তম্ভ বসিয়ে তাকে বলতে, 'দেখ তোমার সম্মানার্থে কীবা করছি,' লোকটা কি মনে করবে না, তুমি তাকে নির্মমভাবে অবজ্ঞা ও অপমান করছ?

খ্রীষ্টের বেলায় এভাবে ভাব, তিনি যখন আশ্রয়ের প্রয়োজনে প্রবাসী হয়ে ঘুরে বেড়ান। তুমি তো সেই প্রবাসীকে আশ্রয় না দেওয়ায় তাঁকে আশ্রয় দিতে অসম্মত হও, আর একই সময়ে পুণ্যালয়ের বেদি, দেওয়াল, স্তম্ভ ও প্রাচীর সজ্জিত কর। তুমি তো উচ্চ থেকে ঝোলা সেই বড় বড় বাতি রুপোর শেকলে সাজাও, কিন্তু তিনি কারাবাসে শেকলে আবদ্ধ থাকাকালে তুমি তাঁকে দেখতে যাও না। তেমন সজ্জা-সামগ্রী ব্যবস্থা করতে তোমাদের নিষেধ করতে চাই, এজন্য একথা বলছি এমন নয়, আমি বরং তোমাদের চেতনা দিতে অভিপ্রায় করছি, যেন এগুলোর সঙ্গে সঙ্গে তোমরা গরিবদের প্রয়োজনও মেটাও, এমনকি আগে গরিবদের সাহায্য দান, পরেই গির্জার জন্য উপহার। মন্দিরের সৌন্দর্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা না দেওয়ায় দণ্ডিত হয়েছে এমন মানুষ নেই, কিন্তু গরিবকে যে অবহেলা করে, সে অপদূতদের সঙ্গে অনন্ত আগুনে দণ্ডিত হবে। অতএব, উপাসনা-গৃহ অলঙ্কৃত করতে করতে তুমি যেন যন্ত্রণাভুক্ত ভাইয়ের প্রতি হৃদয় রুদ্ধ না রাখ। সেটার চেয়ে এটাই মহামূল্যবান মন্দির!

শ্লোক মথি ২৫:৩৫,৪০; প্রবচন ১৯:১৭

প্র আমি ক্ষুধার্ত ছিলাম আর তোমরা আমাকে খেতে দিয়েছ, তৃষ্ণার্ত ছিলাম আর আমাকে জল দিয়েছিলে; প্রবাসী ছিলাম আর আমাকে আশ্রয় দিয়েছিলে।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

প্র দরিদ্রকে যে ভিক্ষা দান করে, সে প্রভুকে ধার দেয়।

উ আমার এই ক্ষুদ্রতম ভাইদের একজনেরও প্রতি যা কিছু করেছ, তা আমারই প্রতি করেছ।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ১৭:১৫-৩২

মনপরিবর্তনের জন্য আহ্বান

মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই তাঁর সামনে,
তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
প্রতিটি জাতির উপরে তিনি এক একজন জননেতা নিযুক্ত করলেন,
কিন্তু ইস্রায়েল প্রভুরই আপন স্বত্বাংশ।
তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত,
তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
তাদের অন্যায়-অধর্ম তাঁর কাছে গোপন নয়,
তাদের সকল পাপ প্রভুর সামনে উপস্থিত।
অর্থদান তাঁর কাছে সীলমোহর স্বরূপ,
দানশীলতাকে তিনি চোখের মণির মত রক্ষা করবেন।

একদিন তিনি উঠে তাদের প্রতিদান দেবেন,
তাদের উপর তাদের যোগ্য প্রতিফল বর্ষণ করবেন।
কিন্তু যে অনুতাপ করে, তাকে তিনি ফিরে আসতে দেন,
আশাভ্রষ্ট যত মানুষের প্রাণে আশা সঞ্চার করেন।
প্রভুর কাছে ফের, আর পাপ নয়!
তাঁর শ্রীমুখের সামনে মিনতি জানাও, আর এইভাবে নিজ অপরাধ লঘুভার কর।
পরাৎপরের কাছে ফিরে এসো, অধর্মের প্রতি পিঠ ফেরাও;
শঠতা নিঃশেষেই ঘৃণা কর।
কেননা সেই জীবিতেরা যারা তাঁকে স্তুতির অর্ঘ্য অর্পণ করে,
তাদের পরিবর্তে সেই পাতালে কেইবা পরাৎপরের প্রশংসাগান করবে?
যার কোন অস্তিত্ব নেই, তার স্তুতিবাদের মত মৃতদের স্তুতিবাদও শূন্য,
যে জীবিত, যে সুস্থ, সে-ই প্রভুর প্রশংসাগান করে!
আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা!
যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
মানুষ তো সবকিছু পেতে পারে না,
কেননা মানবসন্তান অমর নয়।
সূর্যের চেয়ে উজ্জ্বল কী আছে? অথচ তাও ম্লান হয়।
তেমনি অনিষ্টের প্রতিই রক্তমাংসের লালসা।
তিনি উচ্চতম আকাশমণ্ডলের বাহিনী পরিদর্শন করেন,
কিন্তু মানুষেরা, তারা সকলে মাটি ও ছাইমাত্র।

শ্লোক সিরা ১৭:১৫,২৯,১৯

℣ মানুষের সমস্ত পথ সর্বদাই প্রভুর সামনে, তাঁর চোখের কাছে তা গোপন থাকে না।
℟ আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা! যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!
℣ তাদের সকল কর্ম সূর্যের মতই তাঁর সামনে উপস্থিত, তাঁর চোখ তাদের আচরণ সর্বদাই লক্ষ করে।
℟ আহা, কতই না মহান প্রভুর করুণা! যারা তাঁর প্রতি ফেরে, তাদের প্রতি কতই না মহান তাঁর ক্ষমা!

দ্বিতীয় পাঠ - আলেক্সান্দ্রিয়ার ক্লেমেণ্ট-লিখিত 'বিধর্মীদের প্রতি আহ্বান' ১০

অমর মানুষ ঈশ্বরের মহাবন্দনা

ঈশ্বরের সন্ধান কর, তবে তোমাদের প্রাণ বাঁচবে। ঈশ্বরের যে সন্ধান করে, সে নিজ পরিত্রাণ বিষয়ে তৎপর। ঈশ্বরের সন্ধান পেয়েছ? তবে জীবন পেয়েই গেছ। সুতরাং এসো, তাঁর সন্ধান করি, যাতে জীবন পেতে পারি। তাঁর সন্ধান পেলে যে পুরস্কার, তা হল তাঁর সান্নিধ্যে জীবনলাভ। *যারা তোমার সন্ধান করে, তারা মেতে উঠুক, তোমাতে আনন্দ করুক; তারা অনুক্ষণ বলে উঠুক, পরমেশ্বর মহান!*

ঈশ্বরের মহাবন্দনাই সেই অমর মানুষ, যে মানুষ ধর্মময়তায় স্থাপিত, ও নিজ হৃদয়ে খোদাই করা সত্যের বচন বহন করে। আর আসলে, প্রজ্ঞাপূর্ণ একটা হৃদয়ে ছাড়া ধর্মময়তা কোথায় বা খোদাই করা যেতে পারে? আর ভালবাসা, শালীনতা ও কোমলতাও কোথায় বা খোদাই করা যেতে পারে? আমি মনে করি, যাদের আত্মা এই দিব্য সীলমোহর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে, তারা প্রজ্ঞার এমন উৎকৃষ্ট চূড়ার নাগাল পেয়েছে, যাতে সেখান থেকে জীবনের সমস্ত অবস্থায় নিক্ষিপ্ত হতে পারে। তাদের এ প্রজ্ঞা আবার নিরাপদ ত্রাণবন্দর বলেও পরিগণিত হতে পারে। যারা পরমপিতার কাছে করুণা পেয়েছে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা সন্তানদের প্রতি উত্তম পিতা হবে; যারা দিব্য বরের কথা স্মরণে রাখে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা স্ত্রীর প্রতি উত্তম স্বামী; এবং যারা চরম দাসত্ব থেকে মুক্তি পেয়েছে, প্রজ্ঞা দ্বারা তারা দাসদের প্রতি উত্তম প্রভু।

আর তোমরা যখন অধর্মেই তত সময় অপব্যয় করে আসছ, তোমরা যে বুদ্ধিহীন পশুদের চেয়েও বুদ্ধিহীন হয়ে

গেছ, তোমাদের কি লজ্জা হয় না? তোমরা একসময়ে শিশু ছিলে, তারপর বালক হয়েছ, তারপর যুবক হয়েছ, শেষে মানুষও হয়ে উঠেছ, কিন্তু কখনও উত্তম হয়ে উঠতে পারনি! তাই এখন যে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছ, কমপক্ষে বার্ধক্যেরই প্রতি একটু সম্মান দেখাও। তোমাদের জীবনের এ শেষ লগ্নে সচেতন হও ও ঈশ্বরকে স্বীকার কর, যাতে জীবনের সমাপ্তি তোমাদের পরিত্রাণের সূত্রপাত এনে দিতে পারে। বাস্তবিকই খাদ্য যত মিষ্ট তত রুচিকর, ও স্বাদে তৃপ্তি দেয় বিধায় আমরা সেগুলিরই সন্ধান করি; অথচ জিহ্বায় অরুচিকর হলেও তিতই যে খাদ্য, সেটাই আমাদের নিরাময় করে, সেটাই স্বাস্থ্যকর, এমনকি ঔষধ যতখানি তিত, রোগীর উদরে ততখানি উপকারী। একই প্রকারে অভ্যাস রুচিকর ও তৃপ্তিদায়ী, অথচ অভ্যাসই আমাদের পতন ঘটায়।

কিন্তু স্বর্গে আমাদের যা নিয়ে যায়, তা হল সত্য: শুরুতে সত্য তিক্ততর, কিন্তু পরে উত্তম উপদেষ্টা, গাম্ভীর্যপূর্ণ ও সম্মাননীয় এমন মন্ত্রণাসভা যা প্রজ্ঞায় পরিপূর্ণ। প্রজ্ঞা অগম্য নয়, এমনটিও নয় যা মানুষ তার নাগাল পেতে পারে না; প্রজ্ঞা বরং অধিক সন্নিকট, আমাদের গৃহেই তার আবাস; এবং সমস্ত প্রজ্ঞায় মণ্ডিত সেই মোশীর বাণী অনুসারে, প্রজ্ঞা আমাদের নিজেদের অঙ্গগুলিতেই বাস করে, অর্থাৎ আমাদের নিজেদের *হাতে, মুখে ও হৃদয়েই* বাস করে। তেমন বচন হল সত্যের প্রকৃত একটা প্রতীক, কেননা প্রজ্ঞাপূর্ণ কর্ম সাধনে তিন জিনিস প্রয়োজন: চেতনা, কর্ম ও প্রার্থনা।

শ্লোক প্রজ্ঞা ৭:৩০; ৮:১; শিষ্য ১৫:১৮ দ্রঃ

℣ প্রজ্ঞার উপরে অধর্ম জয়ী হতে অক্ষম।
℟ প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত।
℣ ঈশ্বর অনাদিকাল থেকেই নিজ কর্ম জানেন।
℟ প্রজ্ঞা জগতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত শক্তির সঙ্গে পরিব্যাপ্ত।

শনিবার

বিজোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - যেরে ৯:১-১১,১৬-২১

যুদার নৈতিক দুরাচার

হায়, মরুপ্রান্তরে কে আমাকে রাত্রিযাপনের জন্য আশ্রয় দেবে?
তাহলে আমি আমার স্বজাতিকে ছেড়ে দূরে চলেই যেতাম,
তারা সকলেই যে ব্যভিচারী, সকলেই যে বিশ্বাসঘাতকের দল!
তারা জিহ্বা বাঁকায় ধনুকের মত,
দেশ জুড়ে সত্য নয়, মিথ্যাই বিজয়ী।
তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়,
কিন্তু আমাকে জানে না—প্রভুর উক্তি।
প্রত্যেকে নিজ নিজ বন্ধুর বিষয়ে সাবধান থাকুক!
কোন ভাইয়ের উপর ভরসা রেখো না,
কারণ প্রত্যেক ভাই যাকোবের মত প্রবঞ্চনাকারী,
প্রত্যেক বন্ধু পরনিন্দা করে বেড়ায়।
বন্ধু বন্ধুর প্রতি ছলনা খাটায়,
কেউই সত্যকথা বলে না।
তারা তাদের জিহ্বাকে মিথ্যাকথা বলতে দক্ষ করেছে,
যত কষ্ট স্বীকার করে অপকর্ম করে চলে।
তোমার জীবন ছলনার মধ্যে যাপিত জীবন;

তাদের ছলনায় তারা আমাকে জানতে অসম্মত—প্রভুর উক্তি।
এজন্য সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
দেখ, আমি তাদের নিখাদ করব, তাদের যাচাই করব;
অপকর্মের সামনে আমি আমার জাতি-কন্যার প্রতি কেমন ব্যবহার করব?
তাদের জিহ্বা মারাত্মক তীর,
তাদের মুখের কথা সবই ছলনা।
প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়,
কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না?
—প্রভুর উক্তি—
আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?
আমি পাহাড়পর্বতের জন্য কান্না ও হাহাকার করব,
প্রান্তরের চারণভূমির জন্য বিলাপ করব,
কারণ সেগুলো দগ্ধ, সেখান দিয়ে আর কেউই যায় না,
গবাদি পশুর সুরও আর শোনা যায় না।
আকাশের পাখি ও পশু—
সবই পালিয়ে গেছে, সবই চলে গেছে।
'আমি যেরুসালেমকে ধ্বংসস্তূপ করব,
তাকে শিয়ালের আস্তানা করব;
যুদার শহরগুলিকে অধিবাসীবিহীন ধ্বংসস্থান করব।'
এসব কিছু বুঝতে পারে, এমন প্রজ্ঞাবান কে?
প্রভুর নিজের মুখ থেকে বাণী শুনে তা প্রচার করতে পারে, এমন মানুষ কে?
কেন দেশ বিধ্বস্ত?
কেন পথিকবিহীন প্রান্তরের মত উৎসন্ন?
সেনাবাহিনীর প্রভু একথা বলছেন:
বিলাপকারিণীর দল ডাকতে তৈরী হও! আসুক তারা!
যারা সুদক্ষ, তাদেরই ডেকে আন! ছুটে আসুক তারা!
শীঘ্রই এসে আমাদের উপর বিলাপগান ধরুক।
আমাদের চোখ অশ্রুজলে ভেসে যাক,
আমাদের চোখের পাতা বেয়ে অশ্রুধারা ঝরতে থাকুক।
কারণ সিয়োন থেকে এই বিলাপের সুর ধ্বনিত হচ্ছে:
'হায়, আমাদের কেমন বিনাশ,
হায়, আমাদের কেমন নিদারুণ লজ্জা,
আমরা যে দেশছাড়া হতে বাধ্য,
শত্রু যে আমাদের আবাসগুলো ভূমিসাৎ করল!'
তাই, হে স্ত্রীলোকসকল, প্রভুর বাণী শোন;
তোমাদের কান তাঁর মুখের বাণী গ্রহণ করুক।
তোমাদের কন্যাদের শেখাও হাহাকার করতে,
একে অপরকে শেখাও বিলাপগান:
'মৃত্যু আমাদের জানালায় উঠল,
আমাদের প্রাসাদে প্রবেশ করল,

হ্যাঁ, রাস্তা-ঘাটে বালকদের উচ্ছেদ,
শহরের খোলা জায়গায় যুবকদের নিপাত।
তুমি কথা বল! এই যে প্রভুর উক্তি:
মানুষদের শব মাঠে সারের মত ফেলানো রয়েছে,
তাদের লাশ শস্যকাটিয়ের পিছনে পড়ে থাকা আটির মত,
তাদের সংগ্রহ করবে এমন কেউ নেই।'

শ্লোক যেরে ৯:২,৮,৭

প্র তারা অপকর্ম থেকে অপকর্মের মধ্যে পা বাড়ায়, তারা প্রভুকে জানে না।
উ তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না? আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?
প্র প্রত্যেকে প্রতিবেশীকে শান্তির কথা শোনায়, কিন্তু মনে মনে তার জন্য ফাঁদ পাতে।
উ তেমন কর্মের জন্য আমি কি তাদের প্রতিফল দেব না? আমার প্রাণ কি তেমন জাতির উপর প্রতিশোধ নেবে না?

দ্বিতীয় পাঠ - ক্যাণ্টারবেরির বিশপ বাল্ডুইন-লিখিত 'বেদির পরমারাধ্য সাক্রামেন্ত' ২য় বিভাগ ১

এ সমস্ত উপলব্ধি করতে পারে, এমন জ্ঞানবান কে?

ঈশ্বর একটা আঙুরখেত নিজেই প্রস্তুত করলেন। কোন্ আঙুরখেত? ইসাইয়া বলেন, *সেনাবাহিনীর প্রভুর আঙুরখেত হল ইস্রায়েলকুল।*

যেমন এক আঙুরখেত অন্য আঙুরখেত থেকে ভিন্ন, ও এক আঙুররস অন্য আঙুররস থেকে ভিন্ন, তেমনি প্রভুর আঙুরখেত অন্য সমস্ত আঙুরখেত থেকে ভিন্ন। অন্য আঙুরখেত হল সেই বিজাতীয়রা যারা ঈশ্বরের উপাসনা থেকে দূরে আছে ও প্রতিমাপূজা করে। কিন্তু যে সমাজগৃহ প্রভু দ্বারা পোঁতা ও চাষ করা আঙুরখেত হওয়ায় প্রভুর আঙুরখেতের অঙ্গ, সেই সমাজগৃহ ধার্মিকদের পক্ষে প্রভুর আঙুরখেত, কিন্তু দুর্জনদের ও অবিশ্বাসীদের পক্ষে বন্য আঙুরখেতের তিক্ত স্বাদে পরিণত হয়েছে। বস্তুত *তারা কুটিল বংশের মানুষ, তারা অবিশ্বস্ত সন্তান।* এ আঙুরখেত বিশ্বাসের স্থানে ভক্তিহীনতাই ফল দিয়েছে, আশার স্থানে সন্দেহ, ভালবাসার স্থানে হিংসা ও ঘৃণা।

যেমন আঙুরখেত তেমন আঙুররস। কিন্তু যে বিশ্বস্ত সমাজগৃহ বাধ্যতার জন্য ঈশ্বরের গ্রহণীয় হয়েছে, সেই সমাজগৃহ রুচিকর ফল ও সেরা আঙুরখেতের মত হয়েছে; কেননা প্রাচীনকালের ধার্মিকেরা বিধানের প্রতিশ্রুতি, বিচার, আদেশ ও শপথের প্রতি যে বাধ্যতা দেখালেন, তাতে ঈশ্বর প্রীত হলেন। তেমন বাধ্যতা খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগ পর্যন্ত টিকে থাকল; তারপর এমন নতুন বাধ্যতা ও নতুন ধর্মময়তা দেখা দিল, যা অধিক নিখুঁত হওয়ায় ঈশ্বরের কাছে অধিক গ্রহণীয় হওয়ার কথা।

এজন্য খ্রীষ্ট বলেন, *এখন থেকে আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না;* তিনি ঠিক যেন বলতেন: আজ পর্যন্ত যেভাবে বিধানের প্রতি বাধ্যতায় প্রীত ছিলাম, এখন থেকে আমি সেভাবে বিধানের প্রতি বাধ্যতায় আর প্রীত হব না। সেই দিনটি সন্নিকট, অনুগ্রহেরই সেই দিনটি সন্নিকট, যে দিনটি অন্ধকার দূরীকৃত করবে যাতে নতুন প্রতিশ্রুতি দ্বারা ও নতুন আদেশ ও সাক্রামেন্তগুলি দ্বারা ধর্মবোধ বৃদ্ধি পায়, ও আমার বিনম্রতার আদর্শ দ্বারা যেন সেই বাধ্যতা পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে যে বাধ্যতায় আমি তোমাদের সঙ্গে আমার পিতার রাজ্যে তথা মণ্ডলীতে অধিক প্রীত হব।

সুতরাং মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা, এভাবেই বিধান সার্থক করা উত্তম; তেমন বাধ্যতাই সিদ্ধ ভালবাসা, তেমন বাধ্যতাই ধর্মময়তা ও সমস্ত পবিত্রতার লক্ষ্য। তেমন বাধ্যতাই বিধানের মধ্যে গচ্ছিত ছিল, অর্থাৎ সেই প্রথম ও প্রধান আদেশেই গচ্ছিত ছিল, তথা *তুমি তোমার ঈশ্বর প্রভুকে তোমার সমস্ত হৃদয় দিয়ে, তোমার সমস্ত প্রাণ দিয়ে, তোমার সমস্ত শক্তি দিয়ে ও তোমার সমস্ত মন দিয়ে ভালবাসবে।* তাছাড়া বাধ্যতা সেকালের যজ্ঞ-বলিদানেও গচ্ছিত ছিল, ও তার আভাস বলির মৃত্যুতে বিদ্যমান ছিল। এখন কিন্তু বাধ্যতা খ্রীষ্টের মৃত্যুর

আদর্শে পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে, ও যারা খ্রীষ্টের অনুকরণে ও তাঁর প্রেমে জীবনযাপন করে, তাদের কাছে বাধ্যতা দাবিরূপে উপস্থাপিত।

এ বাধ্যতাই হল পরিত্রাণের পানপাত্র, খ্রীষ্টের যন্ত্রণাভোগের সেই পানপাত্র! এ সেই নতুন আঙুররস যা বিষয়ে প্রভু বলেন, *যে দিনে আমার পিতার রাজ্যে তোমাদের সঙ্গে এই রস নতুন পান করব, এখন থেকে সেইদিন পর্যন্ত আমি এই আঙুরফলের রস আর কখনও পান করব না।* তাহলে সেই নতুন আঙুররস পান করা বলতে বাধ্যতার খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করা ছাড়া আর কী বোঝায়? আরও, 'আমি তোমাদের সঙ্গে এই রস পান করব' বলতে 'তোমরা আমার সঙ্গে বাধ্যতার খাতিরে যন্ত্রণা ভোগ করবে' ছাড়া কী বোঝায়? আর 'এই রস নতুন পান করব' বচনটি কোন্ অর্থ বহন করে, এ অর্থ ছাড়া যে, আঙুরফলের রসের স্থানে যন্ত্রণাভোগেরই পানপাত্র পান করা আসল নতুনত্ব? কেননা মেষশাবকের স্থানে মানুষকেই বলিদান করা নতুনত্ব ছিল বটে। অতএব আমি তোমাদের সঙ্গে এ নতুন আঙুররস পান করব, কারণ আমি এ পানপাত্রের নবীনতায় প্রীত হব, আর তোমরা আমার প্রাণের আনন্দের খাতিরে আমার সঙ্গে প্রীত হবে।

কিন্তু মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা যেন কেবল শারীরিক মৃত্যুকেই লক্ষ না করে, বরং যেন একপ্রকারে সমস্ত দেহদমন ও দেহসংযম, ও বিশেষভাবে নিজের ইচ্ছা-প্রত্যাখ্যান লক্ষ করে। যে ব্যক্তি প্রাণের আনন্দে ও ভ্রাতৃপ্রেমের মাধুর্যে নিজের ইচ্ছার স্থানে অন্য মতের ভাইয়ের ইচ্ছাকে প্রাধান্য দেয়, সেই ব্যক্তিই ভাইয়ের জন্য প্রাণ দেয়। নির্যাতকের খড়্গের আঘাতে আমাদের মৃত্যু হোক কিবা প্রাণের খড়্গ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণীর খাতিরেই আমাদের মৃত্যু হোক— সমস্ত প্রকার সাক্ষ্যমরণে মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্যতা উপস্থিত।

শ্লোক যেরে ৬:১৬; মথি ১১:২৯

প্র তোমরা পথে পথে দাঁড়িয়ে দেখ ; অতীতকালের মার্গের কথা, উত্তম পথ কোথায় জিজ্ঞাসা ক'রে সেই পথে চল।

উ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

প্র তোমরা আমার কাছ থেকে শিখে নাও, কারণ আমি কোমল ও নম্রহৃদয়,

উ তবে তোমাদের প্রাণের জন্য বিশ্রাম পাবে।

জোড় বর্ষ

প্রথম পাঠ - সিরা ২৪:১-২৩

সৃষ্টিকর্মে ও ইস্রায়েলের ইতিহাসে প্রজ্ঞার ভূমিকা

প্রজ্ঞা নিজেই নিজের প্রশংসাবাদ করে,
তার আপন জনগণের মাঝে নিজের গুণকীর্তন করে।
পরাৎপরের জনমণ্ডলীর মধ্যে মুখ খোলে,
তাঁর পরাক্রমের সম্মুখে নিজের গুণকীর্তন করে :
'আমি পরাৎপরের মুখনিঃসৃত,
কুয়াশাই যেন পৃথিবী জুড়ে বিস্তৃত হলাম।
আমি সেই ঊর্ধ্বেই আমার তাঁবু স্থাপন করলাম,
মেঘ-স্তম্ভেই স্থাপিত ছিল আমার সিংহাসন।
আমি একাকীই আকাশমণ্ডল পরিক্রমা করলাম,
গভীর গহ্বরের মধ্যে হেঁটে বেড়ালাম ;
সাগরের ঊর্মিমালার উপরে, সারা পৃথিবীর উপরে,
সমস্ত জাতি ও দেশের উপরেই কর্তৃত্ব নিলাম।
এসকলের মধ্যে একটা বিশ্রামস্থান খুঁজে বেড়ালাম,
সন্ধান করছিলাম, কার্ অঞ্চলে বসতি করব।

তখন বিশ্বস্রষ্টা আমাকে এক আজ্ঞা দিলেন,
আমার স্রষ্টা নিজেই আমার জন্য তাঁবু স্থাপন করলেন,
আমাকে বললেন, "যাকোবেই তাঁবু বসাও,
ইস্রায়েলকে নিজ উত্তরাধিকার রূপে গ্রহণ কর।"
অনাদিকাল থেকে—সেই প্রারম্ভেই—তিনি আমাকে সৃষ্টি করলেন,
অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।
পবিত্র তাঁবুতে আমি তাঁর সম্মুখে সেবাকর্ম পালন করলাম,
এভাবে সিয়োনে প্রতিষ্ঠিত হলাম।
ভালবাসার পাত্র সেই নগরীতেই তিনি আমার বিশ্রামস্থান দিলেন,
যেরুসালেমেই রয়েছে আমার অধিকার।
আমি গৌরবময় এক জাতির মাঝে শিকড় গাড়লাম,
হ্যাঁ, প্রভুর স্বত্বাংশে, তাঁর সেই উত্তরাধিকারে।
আমি বৃদ্ধি পেয়েছি যেন লেবাননের একটা এরসগাছের মত,
হার্মোন পর্বতের উপরে একটা দেবদারুগাছের মত;
বৃদ্ধি পেয়েছি যেন এন্-গেদির একটা খেজুরগাছের মত,
যেরিখোর একটা গোলাপ ঝোপের মত,
সমভূমিতে মহীয়ান জলপাইগাছের মত,
বৃদ্ধি পেয়েছি সরলগাছের মত।
দারুচিনি ও সুগন্ধি মলম যেন আমি ছড়িয়েছি সুগন্ধ,
সেরা গন্ধনির্যাস যেন বিস্তার করেছি আমার সুবাস;
হ্যাঁ, গাল্‌বানাস, ওনিক্স, স্তাক্ত যেন,
তাঁবুতে একটা ধূপ-মেঘই যেন।
যেন তার্পিনগাছের মত ডালপালা বাড়িয়ে দিয়েছি,
আমার ডালপালা মহিমা ও কান্তির ডাল।
আমি একটা আঙুরলতার মত, যা উৎপন্ন করে মনোহর অঙ্কুর,
আর আমার ফুল, তা তো গৌরব ও ঐশ্বর্যের ফুল।
আমার আকাঙ্ক্ষী সকল, আমার কাছে এগিয়ে এসো,
আমার উৎপাদিত ফলগুলিতে পরিতৃপ্ত হও।
কারণ আমাকে স্মরণ করা-ই মধুর চেয়েও সুমধুর,
উত্তরাধিকার রূপে আমাকে পাওয়া-ই মৌচাকের চেয়েও মধুময়।
যারা আমাকে খাবে, তাদের সকলের আরও ক্ষুধা পাবে,
যারা আমাকে পান করে, তাদের সকলের আরও তেষ্টা পাবে।
যে কেউ আমার প্রতি বাধ্য, তাকে লজ্জিত হতে হবে না,
আমাতেই যে কেউ কর্ম সাধন করে, সে কখনও পাপ করবে না।
এই সমস্ত কিছু হল পরাৎপর ঈশ্বরের বিধান-পুস্তক,
সেই যে বিধান মোশী আমাদের জন্য আদিষ্ট করলেন,
যাকোবের জনসমাজের জন্য এক উত্তরাধিকার।

শ্লোক যোহন ১৪:৬; সিরা ২৪:৯

℣ আমিই সেই পথ, সেই সত্য, সেই জীবন!
℟ পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।
℣ আমি যে প্রজ্ঞা, আমি তো আদি থেকে বিদ্যমান; অনন্তকাল ধরে আমার অন্তর্ধান হবে না।

℟ পিতার কাছে কেউই যেতে পারে না, যদি না সে আমার মধ্য দিয়ে যায়।

দ্বিতীয় পাঠ - সাধু ইরেনেউস-লিখিত 'ভ্রান্তমতের বিরুদ্ধে' **৪র্থ পুস্তক ৬:৩,৫,৬,৭**

পিতার পরিচয় পুত্রের অভিব্যক্তির ফল

ঐশবাণীর মধ্য দিয়ে ছাড়া অর্থাৎ পুত্র নিজেই প্রকাশ না করলে কেউই পিতাকে জানতে পারে না; পিতার মঙ্গল ইচ্ছা গুণে ছাড়া পুত্রকেও কেউই জানতে পারে না। উপরন্তু পুত্র পিতার মঙ্গল ইচ্ছার সিদ্ধি সাধন করেন, কেননা পিতা প্রেরণ করেন বটে, কিন্তু প্রেরিত হয়েই পুত্র আসেন। এবং আমাদের পক্ষে পিতা যতই অদৃশ্য ও অনির্বচনীয় হোন না কেন, তবু তাঁর আপন বাণী তাঁকে জানেন; আর পিতা অবর্ণনীয় হলেও তবু সেই বাণী আমাদের কাছে তাঁর কথা বর্ণনা করেন। অপর দিকে কেবল পিতাই তাঁর আপন বাণীকে জানেন: উভয়ের মধ্যে এই যে সম্পর্ক, তা প্রভুই অভিব্যক্ত করেছেন। আর এজন্যই নিজের এই অভিব্যক্তি দ্বারা পুত্র পিতার পরিচয় প্রকাশ করেন; পিতার পরিচয় পুত্রের অভিব্যক্তির ফল, কেননা বাণী দ্বারাই সমস্ত কিছু অভিব্যক্ত।

এখন, পিতা পুত্রকে এ উদ্দেশ্যেই প্রকাশ করলেন, যাতে তাঁর দ্বারা তিনি সকলের কাছে অভিব্যক্ত হন, ও যারা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখে, তাদের তিনি যেন ন্যায়সঙ্গত ভাবে অক্ষয়শীলতায় ও অনন্ত আরামে গ্রহণ করতে পারেন—কেননা তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখা তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ করায় প্রকাশ পায়।

সৃষ্টির মধ্য দিয়ে বাণী স্রষ্টা-ঈশ্বরকে প্রকাশ করেন, জগতের মধ্য দিয়ে জগৎনির্মাতা-প্রভুকে প্রকাশ করেন, গড়া-বস্তুর মধ্য দিয়ে সেই শিল্পীকে প্রকাশ করেন যিনি সবই গড়েছেন, পুত্রের মধ্য দিয়ে সেই পিতাকে প্রকাশ করেন যিনি পুত্রকে জন্ম দিলেন—এ সমস্ত বিষয় সকলে একইভাবে আলোচনা করলেও, তবু সকলে একইভাবে বিশ্বাস করে না। অথচ বিধান ও নবীদের মধ্য দিয়ে বাণী নিজের কথা ও পিতার কথা একইভাবে প্রচার করেছিলেন, আর গোটা জাতি একইভাবে শুনলেও তবু সকলে একইভাবে বিশ্বাস করল না। বাণী নিজেকে দৃশ্য ও স্পর্শ দ্বারা বোধগম্য করলে পিতাও সেই স্বয়ং বাণীর মধ্য দিয়ে দৃষ্টিগোচর হয়েছিলেন, যদিও সকলে একইভাবে তাঁকে বিশ্বাস করল না; কিন্তু তবু সকলেই পুত্রে পিতাকে দেখল, কেননা পিতা হলেন পুত্রের অদৃশ্য বাস্তবতা ও পুত্র হলেন পিতার দৃশ্য বাস্তবতা।

উপরন্তু, পিতার সেবায় রত থেকে পুত্র আদি থেকে শেষ পর্যন্ত সমস্ত কিছুর সিদ্ধি সাধন করেন, ও তাঁর মধ্য দিয়ে ছাড়া ঈশ্বরকে কেউই জানতে পারে না; কেননা পুত্রই পিতার পরিচয়, কিন্তু পুত্রের পরিচয় পিতায় প্রকাশ পায় ও পুত্রের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত; এজন্য প্রভু বললেন, *পিতা ছাড়া কেউই পুত্রকে জানে না, পিতাকেও কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।* 'প্রকাশ করবেন' কথাটা ভবিষ্যৎ শুধু লক্ষ করে না, ঠিক যেন বাণী তখনই পিতাকে অভিব্যক্ত করতে শুরু করলেন যখন মারীয়ার গর্ভে জন্ম নিলেন; বরং কথাটা সর্বকাল নির্দেশ করে; কেননা আদি থেকেই পুত্র আপন সৃষ্টবস্তুর পাশে পাশে থেকে সকলের কাছে পিতাকে প্রকাশ করে আসছেন—পিতা যাকে ইচ্ছা করেন, যখন ইচ্ছা করেন ও যেভাবে ইচ্ছা করেন। আর এজন্য সবকিছুতে ও সবকিছুর মধ্য দিয়ে পিতা ঈশ্বর এক, বাণী সেই পুত্র এক, আত্মা এক, আর যারা তেমন ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখে, তাদের সকলের জন্য পরিত্রাণ এক।

শ্লোক যোহন ১:১৮; মথি ১১:২৭

প্র ঈশ্বরকে কেউই কখনও দেখেনি:

℟ সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।

প্র পিতাকে কেউই জানে না সেই পুত্র ছাড়া ও তারাই ছাড়া, যাদের কাছে পুত্র নিজেই তাঁকে প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন।

℟ সেই একমাত্র পুত্র যিনি পিতার কোলে বিরাজমান, তিনিই তাঁর প্রকৃত বর্ণনা দিয়েছেন।